CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 70 Years ■ Issue-326 ■ 3 September, 2024 ■ আগরতলা ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ১৭ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ গ্রেপ্তার

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। শেষ পর্যন্ত প্রতীক্ষার অবসান। আর্থিক দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হলেন আর জি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ।

সল্টলেকের সিজিও দফতরে চলছিল তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ। তার মধ্যেই সোমবার সন্ধ্যায় সেখান থেকে বার করে আনা হয় তাঁকে। সঙ্গে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। তাঁকে নিয়ে আসা হল নিজাম প্যালেসে। কেন, সেই নিয়ে ওঠে প্রশ্ন। তিনি নিজাম প্যালেসে পৌঁছনোর আগেই সেই জায়গা ঘিরে ফেলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্যেরা।

মাঝে শনি এবং রবিবারের বিরতির পর সোমবার ভোর থেকে সিজিও দফতরে জিজ্ঞাসাবাদ চলছিল সন্দীপের। তার মাঝে আচমকা সোমবার সন্ধ্যায় তাঁকে আনা হয় নিজাম প্যালেসে। সেখানে দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকরা গ্রেফতার করেন তাঁকে।

একদন্তের রক্তদান শিবিরে

বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সমবেত উদ্যোগ নজির গড়েছে রাজ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর ।। রাজ্যের সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় নজির গড়েছে ত্রিপুরা। যখনই কোন সমস্যা আসে তখনই সবাই একসাথে মিলে মোকাবিলা করার মতো উদাহরণ সারা দেশে তৈরি করেছে ত্রিপুরা। বন্যার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় সকল অংশের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে এসেছেন।

সোমবার আগরতলার জ্যাকশন গেট এলাকার একদন্ত সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা রাজ্যের সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, গত ১৯ আগস্ট থেকে রাজ্যে ২৪ আগস্ট পর্যন্ত যে বৃষ্টিপাত হয়েছে, এমন বৃষ্টিপাত আমরা আর কখনো দেখি নি। চারিদিকে শুধু বন্যা আর বন্যা। যে কারণে ভূমিধ্বস, রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ, কৃষি, উদ্যান ক্ষেত্র সবকিছু ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে। এধরণের ভারী বৃষ্টিপাত ত্রিপুরার ইতিহাসে আর কখনো দেখা যায় নি। সাব্রুম সহ দক্ষিণ জেলায় প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়েছে। যেটা এরআগে প্রত্যক্ষ হয় নি। ৪৯৩.৬ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। আর এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় আমাদের সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, যাতে এই পরিস্থিতি থেকে দ্রুত উত্তরণ করা সম্ভব হয়।

কসবায় ভাদ্রমেলার উদ্বোধনে পর্যটনমন্ত্রী

পর্যটন শিল্পের বিকাশের মধ্য দিয়ে মানুষকে আত্মনির্ভর করার প্রয়াস নিয়েছে সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর ।। পর্যটন শিল্পের বিকাশের মধ্য দিয়ে আরও বেশী মানুষকে আত্মনির্ভর করার প্রয়াস নিয়েছে সরকার। কমলাসাগরে কসবেশ্বরী মন্দির ও তার পার্শবর্তী এলাকার উন্নয়নে ১৮ কোটি টাকা এবং ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার উন্নয়নে ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই দুটি জায়গাকে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষনীয় করে তোলা হচ্ছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের সহায়তায় পর্যটন উন্নয়ন নিগম এই প্রকল্প রূপায়ণ করছে। গতকাল কমলাসাগরে কসবেশ্বরী কালিমন্দির প্রাঙ্গণে দুইদিনব্যাপী ঐতিহ্যবাহী ভাদ্রমেলার উদ্বোধন করে পর্যটনমী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। ভাদ্রমেলার উদ্বোধন করে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, বিভিন্ন মেলা, উৎসবের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণের মানুষের মধ্যে সম্পীতি আরও সুদৃঢ় হয়। ঐক্য, সংহতি ও সম্পীতি অক্ষুন্ন থাকলে যেকোন জায়গার উন্নয়ন ত্বরাণিত হয়। তাই রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য শান্তি, সম্পীতি অক্ষুন্ন রাখতে হবে। সাম্পতিক বন্যার কথা উল্লেখ করে পর্যটনমন্ত্রী বলেন, বন্যা বিধস্ত মানুষের সাহায্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য রাজ্য সরকারও ঝাঁপিয়ে পড়েছে। রাজ্য সরকারের এই কাজে সবাইকে সামিল হওয়ার জন্য পর্যটনমন্ত্রী আহ্বান জানান।

দু'দিনব্যাপী ভাদ্রমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিধায়ক অন্তরা সরকার দেব। বক্তব্য রাখেন খাদি ও গ্রামোন্নয়ন পর্ষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অঞ্জন পুরকায়স্থ, বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অতসী দাস, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সুব্রত মজমদার, বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক প্রমুখ।

ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তে উদ্ধার নাবালিকার মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর ।। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাটা তারের বেড়ার দেড়শ গজের ভেতরে নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। সম্ভবত, বাংলাদেশে অস্থিরতার কারণে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে অবৈধভাবে সীমান্ত ডিঙিয়ে ভারতে প্রবেশের সময় বিজিবির গুলিতে ওই বাংলাদেশী নাগরিক ওই নাবালিকার মৃত্যু হয়েছে। ষোড়শী ওই নাবালিকা স্বর্ণা দাস বলে পরিচিতি মিলেছে। আপাতত, তাঁর মৃতদেহ কৈলাসহর জেলা হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। আগামীকাল তাঁর ময়না তদন্ত হবে।

আজ সকালে কৈলাসহরে ইরানী থানার অন্তর্গত টিলাগাওঁ পঞ্চায়েতের অধীন কালেরখান্দি সীমান্তে কাটা তারের বেড়ার ওপারে নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধারে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এবিষয়ে ইরানী থানার ওসি অরুনোদয় সাহার বক্তব্য, লাটিয়াপুড়া বিওপি-র ইস্টার্ন কমান্ড্যান্ট থেকে খবর পেয়েছিলাম, সীমান্তে কাটা তারের বেড়ার ৫০ মিটার পশ্চিমে নাবালিকার মৃতদেহ দেখা গেছে। ওই খবরের ভিত্তিতে ঊনকোটি জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ডিসিএম, এসডিপিও এবং ফরেন্সিক টিম সাথে ইরানী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছেছে। সেখানে সমস্ত আইনী প্রক্রিয়া মেনে মৃতদেহ উদ্ধার করে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। আগামীকাল ময়না তদন্ত হবে, জানিয়েছেন তিনি।

পুলিশ সুত্রে খবর, বাংলাদেশী নাগরিক ওই নাবালিকা স্বর্ণা দাস(১৬) বলে পরিচিতি মিলেছে। রবিবার রাতে অবৈধভাবে সীমান্ত ডিঙিয়ে ভারতে প্রবেশের সময় বিজিবির গুলিতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সূত্রের খবর, বাংলাদেশে মৌলভীবাজার জেলায় কুলাউড়া থানাধীন জুড়ি এলাকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশাগ্রস্থ যুবকের বাইকের ধাক্কায় গুরুতর আহত পথচারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২ সেপ্টেম্বর।। কমলপুরর কিছু নেশাগ্রস্থ যুবকদের বাইকের দৌরাত্বে দুর্ঘটনায় পতিত হচ্ছে সাধারন পথচারীরা। ফলে আতঙ্ক বাড়ছে। সোমবার দুপুর ২টা নাগাদ কমলপুর মানিক ভান্ডার সড়কের হারেরখোলা মনুভ্যালী চা প্রসেসিং সেন্টার সংলগ্ন এলাকায় ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনা সংগঠিত হয়েছে।

হারের খোলা গ্রামের বাসিন্দা কৃষ্ণধন দাস (৫৭) দুপুর ২টা নাগাদ রাস্তা ধরে বাড়ি ফিরছিলেন। বিপরীত দিক থেকে এক যুবক নেশাগ্রস্থ অবস্থায় দ্রুত গতিতে বাইক নিয়ে এসে পথচারী কৃষ্ণধন দাসকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণধন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এলাকার লোকজন ছুটে এসে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের খবর দেন।

ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে গুরুতর আহতাবস্থায় বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার কপাল ও মাথা ফেটে যায়। অবস্থা আশঙ্কাজনক বুঝে ধলাই জেলার কুলাই হাসপাতালে তাকে রেফার করা হয়।

মন্ত্রী সুধাংশুর পোস্টকে ঘিরে জোর বিতর্ক, নিন্দা বাম-কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর ।। মন্ত্রী সুধাংশু দাসের সামাজিক মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক মন্তব্যকে ঘিরে জোর বিতর্ক শুরু হয়েছে। সি পি আই (এম) ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক মন্তব্যকে ঘিরে তীব্র নিন্দা করেছে। পাশাপাশি, মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক মন্তব্যের কড়া ভাষায় সমালোচনা করছেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ববৃন্দ। সাথে মন্ত্রিসভা থেকে অপসারণের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

প্রসঙ্গত, সামাজিক মাধ্যমে মন্ত্রী সুধাংশু দাস লিখেন, আমার মনে হয় হিন্দুদের দেবদেবীর পূজা করার কোন নৈতিক অধিকার আর নেই, কারণ যে জাতি বিধর্মী জিহাদিদের আগ্রাসনের হাত থেকে তার আরাধ্য দেবতার মন্দির ও মূর্তি বাঁচাতে পারে না, যারা নিজের ধর্মের চরম অপমান দেখেও প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসে না, তার আবার কিসের ধর্ম ও কিসের পূজা পাঠ। দিকে দিকে হিন্দুদের মন্দির ভাঙচুর হচ্ছে আর আমরা সবাই ধর্মনিরপেক্ষতার রস পান করে রাজনীতি করছি। হিন্দু এটা তোমার লজ্জা, তোমার চূড়ান্ত ব্যর্থতা। তিনি আরও লিখেছেন, মাথায় রাখবেন নিজের ধর্মের চরম অপমান দেখেও, নিজের আরাধ্য দেবতার মূর্তি ও মন্দির ভাঙচুর হচ্ছে দেখেও আপনার শরীরের রক্ত যদি গরম না হয়, আপনার ন্ত্রে প্রতিবাদের ভাষা যদি জাগ্রত না হয়, ধরে নেবেন আপনার শরীরে রক্ত নয় জল বইছে। রাজনীতির বাইরে গিয়ে ভাবুন।

সামাজিক মাধ্যমে মন্ত্রীর মন্তব্যে রাজ্য জুড়ে তোলপাড় চলছে। সি পি আই (এম) ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পারিবারিক কলহের জেরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। পারিবারিক ঝামেলার জেরে মাত্র চার বছর সংসার করার পর আত্মহত্যার পথ বেছে নিল কৃষ্ণ নাথ নামে এক যুবক। পেশায় সে এক রাজমিস্ত্রি। জানা যায় তার বাড়ি কদমতলা পুলিশ স্টেশনের আওতাধীন ৪নং ওয়ার্ডে।

পারিবারিক ঝামেলার জন্য সে বাড়ি ছেড়ে তিন বছরের ছেলেকে নিয়ে ধর্মনগরের কদমতলার মাতৃপল্লী এলাকার নয়া পাড়াতে এসে ভাড়া নেয়। নিজের স্ত্রী আগরতলায় যাওয়ায় সে বাড়িতে একা ছিল। সোমবার সকালে বাড়ির মালিক নিবারণ দাস জানতে পারে তার নাতনি ছেলেটির সাথে একসাথে খেলাধুলা করে কিন্তু অনেক ডাকাডাকির পর দরজা খুলছে না। তখন বাধ্য হয়ে বাড়ির মালিক নিবারণ দাস ধর্মনগর থানায় ফোন করে।

ধর্মনগর থানা থেকে এসে দরজা ভেঙে ভেতরে দেখে সিলিং ফ্যানের সাথে স্ত্রীর শাড়ি দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে রয়েছে ওই ব্যক্তি। উল্লেখ্য চার বছর যাবত এই বাড়িতে ভাড়া থাকে এবং তাদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সব্জি বাগানের বাউন্ডারি নিয়ে ঝামেলা রাতে বাড়িতে দুষ্কৃতিকারীদের হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর ।। সব্জি বাগানের বাউন্ডারী নিয়ে ঝামেলাকে কেন্দ্র করে গতকাল রাতে ল্যাব এসিস্ট্যান্ট বিবেকানন্দ দাসের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে দুষ্কৃতকারীরা। ঘরের বাথরুমে আটকে রাখা হয় বাড়ীর মালিকের পরিবারের সদস্যদের বলে অভিযোগ। ওই ঘটনায় ল কলেজ সংলগ্ন আবাসে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে আগরতলা কলেজ টিলা ফাঁড়ি সহ পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতেল কলেজ সংলগ্ন ল্যাব এসিস্ট্যান্ট বিবেকানন্দ দাসের বাড়িতে আক্রমণ চালায় দুস্কৃতিকারী। ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র ভেঙে ফেলা হয়েছে। ঘরের বাথরুমে আটকে রাখা হয়েছে বাড়ীর মালিকের পরিবারের সদস্যদের বলে অভিযোগ।

তাঁদের আরও অভিযোগ,ওই ঘটনার পেছনে সৌরভ এবং গৌরব ভট্টাচার্যী নামে দুই যুবক জড়িত রয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরে কোয়ার্টার সংলগ্ন এলাকায় অবৈধ কার্যকলাপে যুক্ত রয়েছে অবসরপ্রাপ্ত গোপাল ভট্টাচার্য্যের দুই ছেলে। অবসরে যাওয়ার পরও অবৈধভাবে কোয়ার্টার দখল করে বসবাস করছেন তাঁরা। দুই ছেলে সৌরভ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রোমহর্ষক ঘটনা !

প্রকাশ্যে ছাত্রীকে ছুরি দিয়ে হত্যা করে আত্মঘাতী হল যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২ সেপ্টেম্বর।। প্রকাশ্য দিবালোকে দশম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে চুরিকাহত করে হত্যার পর অভিযুক্ত যুবক নিজেও আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। রোমহর্ষক এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুরে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাইভেট টিউশনে যাওয়ার সময় দশম শ্রেণীর এক স্কুল ছাত্রীকে প্রকাশ্যে গলায় এবং বুকে ধারালো ছুরির আঘাতে নৃশংসভাবে খুন করলো এক যুবক।

স্কুল ছাত্রীকে ছুরি মারার পর ঘটনায় অভিযুক্ত যুবক নিজে গলার শ্বাসনালী কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা করে।

অভিযুক্ত যুবক কার্তিক নাথকে আশংকাজনক অবস্থায় ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রেফার করা হলে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। হাড়হিম করা এই ঘটনা কাঞ্চনপুর বাজারের পোস্ট অফিস রোডে। এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কাঞ্চনপুরে।

চোখের ভাষায় শুধুই অব্যক্ত যন্ত্রনা

বিশেষ প্রতিনিধি।। আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। প্রকৃতির ধ্বংসলীলায় ত্রিপুরায় বহু মানুষ বিপন্ন হয়ে পড়েছেন। তাঁদের চোখের ভাষা শুধুই অব্যক্ত যন্ত্রনা বোঝাতে চাইছে। ত্রাণবাহী গাড়ির পেছনে তাঁদের অসহায়ভাবে ছুটে যাওয়া চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে, জাতি এখনও বহু পিছিয়ে রয়েছে। ভয়াবহ বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি সামলাতে গিয়ে প্রশাসন হিমশিম খাচ্ছে। তবে, বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতায় ত্রিপুরাবাসীকে কুর্ণিশ জানাতেই হচ্ছে।

রাজ্যে এখনও ত্রাণ শিবিরে আশ্রিত আছেন বহু মানুষ। বন্যার জল নেমেছে ঠিকই, কিন্তু বাড়িতে ফিরতে আরও অনেকটা সময়ের প্রয়োজন রয়েছে। এই মুহূর্তে সকলেই আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, বসতভিটেতে বসবাসের উপযোগী হোক। তাঁরা এখনই ভবিষ্যতে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়ার বিষয়ে ভাবতে চাইছেন না।

বন্যায় বহু মানুষ সর্বস্বান্ত হয়েছেন। বহু গুরুত্বপূর্ণ নথি হয় নষ্ট হয়েছে, নয় হারিয়ে গেছে। নেই। কারণ, বন্যায় বহু সরকারি অফিস বিধ্বস্ত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ সব নথি নষ্ট হয়ে গেছে। সেই সব পরিবার দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। অমরপুর বীরগঞ্জ এলাকায় ওই পরিবারের কর্তা ২ মাস আগে

বীরগঞ্জে ত্রাণ সামগ্রী বন্টনের মাঝেই দেখা গেছে শিশুটির মনের অবস্থা।

সেই সমস্ত মহা মূল্যবান নথি যোগাড়ে কালের ফেড়ে পড়তে হবে তাঁদের, তা অস্বীকারের সুযোগ নথি সাধারণ মানুষের তথ্য সম্বলিত ছিল।

বন্যায় নি:স্ব এমনই এক প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর প্রয়াণে শোক কাটিয়ে উঠার আগেই বন্যায় বাড়িঘর, দোকান সবই তছনছ হয়ে গেছে। এখন তাঁর বাড়ি থেকে বন্যার জল নেমে গেছে। কিন্তু, রেশন কার্ড থেকে শুরু করে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি হারিয়ে গেছে। ফলে, সরকারি সহায়তা পেতেও তাঁর সমস্যা হচ্ছে।

ত্রাণ সামগ্রী বিতরণে গিয়ে হৃদয়বিদারক অভিজ্ঞতার সাক্ষী হচ্ছেন অনেকেই। কচিকাঁচাদের সাথে নিয়ে ত্রাণ সামগ্রীর জন্য দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে দেখা যাচ্ছে। হটাৎ চোখে পড়ল, সেখানে দাঁড়ানো এক রত্তির দুই চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুকণা। এমন অনেক শিশু প্রতিদিন কেঁদে চলেছে। তবু, মানুষ আশাবাদী নতুন সূর্যোদয় হবে শীঘ্রই। কালো মেঘ সরে গেছে। আকাশ প্রায় পরিষ্কার হয়েছে। এই বন্যায় স্বজন হারানোর ক্ষতেও সময়ের সাথে প্রলেপ লেগে যাবে। কিন্তু, বন্যার কারণে যাঁরা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়েছেন তাঁদের প্রগতি সবচেয়ে চ্যালেঞ্জের বলেই মনে করা হচ্ছে। তাঁদের প্রগতি ছাড়া রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষিজমি থেকে উদ্ধার কঙ্কালের অংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২ সেপ্টেম্বর।। কৈলাসহরের চন্ডিপুর বিধানসভার ইন্দিরানগর এলাকায় ধানক্ষেত থেকে উদ্ধার হয়েছে কঙ্কালের অংশ এবং একটি প্যান্ট ও কোমরের ব্যাল্ট। ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

ঘটনার বিবরনে প্রকাশ, এলাকার কৃষিজমিতে এদিন কৃষকরা গেলে তারা দেখতে পান কিছু হাড় একটি পুরুষের প্যান্ট এবং কোমরের ব্যাল্ট পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পালশূহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ জানায়, স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে তারা ঘটনাস্থলে এসেছেন। হাড়গুলিকে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করার পরেই বলা যাবে কিছু। এদিকে এলাকাবাসীরা জানায়, এলাকায় এক ব্যক্তি গত প্রায় বছর খানেক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় এসএলবিসির বৈঠকে

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তায় উদ্যোগ নেবে ব্যাঙ্কগুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর ।। রাজ্যে সাম্পতিক অপ্রত্যাশিত বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহার সভাপতিত্বে আজ মহাকরণে স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কার্স কমিটির এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন দপ্তরের সচিব, বিশেষ সচিব, অধিকর্তা এবং উচ্চপদস্থ আধিকারিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিভিন্ন দপ্তরের সচিব, অধিকর্তা ও আধিকারিকগণ বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অর্থদপ্তরের সচিব অপূর্ব রায় এই সংবাদ জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আরও জানান, সভায় বিভিন্ন ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিগণ জানিয়েছেন বন্যায় কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণের উপর ভিত্তি করে ব্যাঙ্কগুলি ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য উদ্যোগ নেবে। ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলি বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে বিভিন্ন এলাকায় শিবিরের আয়োজন করবে। ব্যাঙ্কগুলি প্রধানমী আবাস যোজনা-গ্রামীণ ও প্রধানমী আবাস যোজনা-শহর প্রকল্পেও ক্ষতিগ্রস্তদের সহযোগিতা করবে। পিএমইজিপি, স্বাবলম্বন, পিএম বিশ্বকর্মা প্রকল্প, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, শিক্ষা ঋণ, গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন, সিডি রেসিও বৃদ্ধির উপরও গুরুত্ব দেওয়া হবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ৩ সেপ্টেম্বর২০২৪ ইং
১৭ ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

বিরোধীদের কৌশল জব্দ !

রাজনীতির ক্ষেত্রেও কোনও কিছুর ব্যাখ্যার সঠিক নিয়ন্ত্রণ জরুরি। জনমত গঠনে বা জনগণের ধারণা বদলাইতে কৌশলী ব্যাখ্যা কার্যকরী হইয়া থাকে। যার প্রভাব পড়ে নির্বাচনের ক্ষেত্রেও। অনেক সময় বিরোধী দলগুলি সরকারের নীতি ও উদ্যোগের খামতির কথা তুলিয়া ধরিয়া এমনভাবে নানা ব্যাখ্যা উপস্থিত করে যাহাতে সরকারের উদ্দেশ্য, সিদ্ধান্তের কার্যকারিতা প্রশ্নের মুখে পড়িয়া যায়।সরকার চাইতেছে জনগণের কাছে সত্যি বার্তাটা পৌঁছক। যাহা নিজেদের ট্র্যাক রেকর্ডকে ধরিয়া রাখিতে নয়, পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস যাতে অটুট থাকে, তাহা সুনিশ্চিত করিতে। বিগত লোকসভা নির্বাচনে ও প্রচারে বিরোধী দলগুলি মোদী সরকারকে নিশানা করতে নানাবিধ ব্যাখ্যা হাজির করিয়াছিল।কেন্দ্রীয় সরকারের গভর্ন্যান্সের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে পারস্পরিক যোগাযোগের উপর বরাবরই জোর দিয়া থাকেন প্রধানমন্ত্রী। যাচে প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে জনমানসে সুস্পষ্ট ধারণা থাকে।জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের ক্ষেত্রে সমস্ত কিছুর কার্যকরী ব্যাখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর তাহা অনুধাবন করিয়ই মন্ত্রী ও আধিকারিকদের প্রধানমন্ত্রী দিলেন তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশ।সরকারের নীতি, সিদ্ধান্ত ও কৃতিত্বের কথা দেশবাসীর কাছে আরও ব্যাপকভাবে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে। বিরোধীদের বিভ্রান্তিমূলক প্রচার, মিথ্যা বা অপব্যাখ্যাকে মোকাবিলা করিতেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হইতেছেন।

বিরোধী দলগুলির মধ্যে কংগ্রেস দাবি করিয়াছিল, মোদী সরকার ক্ষমতায় আসিলে সংবিধান সংশোধন করিয়া অনেক কিছু বদলাইয়া দেবে, যাহা গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিগুলিকেই আঘাত করিবে। ভোটারদের মধ্যে কিছুটা ভীতি ধরাইতেই এমন প্রচার। যদিও বিজেপি তথা নরেন্দ্র মোদী বিরোধীদের এই দাবিগুলিকে নস্যাৎ করিয়া পাল্টা দাবি করিয়াছিলেন, এর মাধ্যমে জনগণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। বিরোধীরা লোকসভা নির্বাচনের সময় দাবি করিয়াছিল, বিজেপি জিতলে সাংবিধানিক সংশোধনের মাধ্যমে দেশের মৌলিক কাঠামোকেই বদলাইয়া দেওয়ার চেষ্টা চালাইবে। যদিও এমন কোনও পরিবর্তন হইবে না বলে পাল্টা বার্তা দেয় বিজেপি। এই ধরনের অপব্যাখ্যা বা অপপ্রচারের কোনও সুফল যাহাতে বিরোধীরা না পায় তাহা নিশ্চিত করিতে সতর্ক কেন্দ্র। যেটা সত্যি তা জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্যভাবে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বিরোধীরা দাবি করিয়া, বিজেপি ফের ক্ষমতায় ফিরলে দেশে অসহিষ্ণুতা বাড়বে। বিশেষ করে সংখ্যালঘু মুসলিমদের প্রতি। এর মাধ্যমে বিরোধীদের কৌশল ছিল, বিজেপি যাতে মুসলিমদের ভোট না পায় তা নিশ্চিত করা। সব কা সাথ, সব কা বিকাশ, সব কা বিশ্বাস- স্লোগান দিয়ে বিরোধীদের সেই প্রচারের মোকাবিলা করেছে বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বারবার বলেছেন, ধর্ম বা সম্প্রদায় নির্বিশেষে সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সকলের জন্য।লাদাখে চিনের আগ্রাসন-সহ জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নেও কেন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছে বিরোধীরা। ভারতের ভূখণ্ড রক্ষায় বিজেপি-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ব্যর্থ বলে সরব হন কংগ্রেস নেতারা। যদিও কেন্দ্র পাল্টা দাবি করিয়াছে, ভারতের ভূখণ্ডের কোনও অংশ চিন দখল করিতে পারেনি। ভারতের সেনাবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে একাধিক পদক্ষেপ করিয়াছে কেন্দ্র, তাহার ফলেই নিরাপদ গোটা দেশ।সম্প্রতি মোদী বিভিন্ন মন্ত্রী, আমলাদের নিয়া বৈঠক করিয়াছেন। সেখানেই তিনি সময়োপযোগী ও কার্যকরী যোগাযোগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আরও গতি আনা, জনগণকে সরকারের পদক্ষেপ ও নীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখা সুনিশ্চিত করিতে বলা হইয়াছে। এটা শুধু মিথ্যা বা অপব্যাখ্যার মোকাবিলাই নয়, সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে জনমানসে স্বচ্ছ বার্তা দিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জনের চেষ্টা বলিয়াই মনে করা হইতেছে।কো-অপারেটিভ ফেডেরালিজমের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের নানা প্রকল্পের সুবিধা রাজ্য সরকারগুলির মাধ্যমে পৌঁছাইয়া দিতেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কেন্দ্র। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একযোগে কাজ করিলে সরকারের নানা উদ্যোগের সুবিধা আরও বেশি করিয়া মানুষের কাছে পৌঁছাইবে বলিয়া বিশ্বাস মোদী সরকারের। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাহাতে সঠিক তথ্য দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছাইয়া দিয়ে জনমত গঠনের বিষয়টিকে গুরুত্ব মোদী সরকারের। মোদী চাইছেন, জনগণকে বিভিন্ন সঠিক বার্তা দিয়া ভুল বা মিথ্যা প্রচারকে আরও সক্রিয়ভাবে দমন করতে এবং মোদী সরকার যে বিকাশের লক্ষ্য গুড গভর্ন্যান্সকে প্রাধান্য দিয়েই কাজ করতে চায় তা সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা-সহ জনগণের সামনে তুলিয়া ধরিতে।

আর জি করের ঘটনায় চিন্তিত সঙ্ঘ, আম্বেকর বললেন বাংলার ঘটনায়

পালক্কাড়, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)। সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'তিন দিনের অখিল ভারতীয় সমন্বয় বৈঠকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে, তা হল বাংলার অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। সবাই এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বিভিন্ন রাজ্য থেকে অনুরূপ ঘটনাও বর্ণনা করেছেন, এই ধরনের ঘটনার গুরুত্ব ও বৃদ্ধির কারণ নিয়েও আলোচনা হয়েছে। সরকার, আইনের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা হয়েছে।' কেরলের পালক্কাড়ে গত শনিবার শুরু হয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র তিন দিন ব্যাপী অখিল ভারতীয় সমন্বয় বৈঠক। এই বৈঠকের অন্তিম দিনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রসঙ্গে সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর বলেন, 'আমি মনে করি ইউসিসি মডেল ইতিমধ্যেই জনসাধারণের মধ্যে রয়েছে, উত্তরাখণ্ডে ইউসিসি গ্রহণ করার আগে, তা সর্বজনীন ডোমেনে রাখা হয়েছিল। তাই আমি মনে করি ২ লক্ষের বেশি আবেদন তাঁরা পেয়েছে এবং এটি নিয়ে আলোচনাও করেছে। আমি মনে করি এটি এখন পাবলিক ডোমেইনে রয়েছে।'

আর জি করের ঘটনায় চিন্তিত সঙ্ঘ, আম্বেকর বললেন বাংলার ঘটনায় সবাই উদ্বিগ্ন

পালক্কাড়, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)। সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'তিন দিনের অখিল ভারতীয় সমন্বয় বৈঠকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে, তা হল বাংলার অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। সবাই এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বিভিন্ন রাজ্য থেকে অনুরূপ ঘটনাও বর্ণনা করেছেন, এই ধরনের ঘটনার গুরুত্ব ও বৃদ্ধির কারণ নিয়েও আলোচনা হয়েছে। সরকার, আইনের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা হয়েছে।' কেরলের পালক্কাড়ে গত শনিবার শুরু হয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র তিন দিন ব্যাপী অখিল ভারতীয় সমন্বয় বৈঠক। এই বৈঠকের অন্তিম দিনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রসঙ্গে সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর বলেন, 'আমি মনে করি ইউসিসি মডেল ইতিমধ্যেই জনসাধারণের মধ্যে রয়েছে, উত্তরাখণ্ডে ইউসিসি গ্রহণ করার আগে, তা সর্বজনীন ডোমেনে রাখা হয়েছিল। তাই আমি মনে করি ২ লক্ষের বেশি আবেদন তাঁরা পেয়েছে এবং এটি নিয়ে আলোচনাও করেছে। আমি মনে করি এটি এখন পাবলিক ডোমেইনে রয়েছে।'

খেলো ইন্ডিয়া: তৃণমূল থেকে ভারতের অলিম্পিক স্বপ্নের ইন্ধন জোগাচ্ছে

লিখেছেন: ডঃ মনসুখ মাণ্ডব্য
কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক, ক্রীড়া এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী

প্যারিস অলিম্পিক ২০২৪-এ টিম ইন্ডিয়ার সাফল্য ভারতীয় দলের সামগ্রিক উন্নতির ইঙ্গিত। এবারের অলিম্পিকে ৬ টি পদক জয় করা ছাড়াও, আমাদের ৮ জন অ্যাথলিট চতুর্থ অবস্থানে ছিলেন এবং কেবল অল্পের জন্য পোডিয়াম ফিনিস মিস করেছিলেন। তাদের মধ্যে পাঁচজন প্রথমবারের মত অলিম্পিকে অংশ নিয়েছিল। প্রায় ১৫ জন অ্যাথলিট প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছিলেন, যা ভারতের জন্য প্রথম।

প্যারিস অলিম্পিকে দেখা গেছে নতুন ও উজ্জীবিত ভারতের মুখ। ১১৭ সদস্যের এই দলে ২৮ জনই খেলো ইন্ডিয়ার অ্যাথলিট ছিলেন।ভারতের সর্বকনিষ্ঠ অলিম্পিক পদকজয়ী আমন সেহরাওয়াত এবং পিস্তল শ্যুটার পদকজয়ী সরবজ্যোত সিং সহ ২৭০০-রও বেশি ক্রীড়াবিদ খেলো ইন্ডিয়া কর্মসূচির অন্তর্গত ক্রীড়াবিদ। অলিম্পিকে দুটি পদকজয়ী মনু ভাকের খেলো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি গেমস ২০২২ থেকে একাধিক পদক জিতেছেন, যখন তিনি ২০১৮ সালে খেলো ইন্ডিয়া স্কুল গেমসের প্রথম পর্বেরও অংশ ছিলেন।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, ভারত তার ক্রীড়া প্রতিভাকে পরিচর্যার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। এরজন্য উচ্চাভিলাষী খেলো ইন্ডিয়া কর্মসূচীকে অনেকাংশে ধন্যবাদ। ২০১৮ সালে শুরু হওয়া এই উদ্যোগটি ভারতীয় ক্রীড়ার জন্য একটি গেম-চেঞ্জার হয়ে উঠেছে। সম্ভবত খেলো ইন্ডিয়ার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রভাব হ''ল ভারতের অলিম্পিক আকাঙ্ক্ষার জন্য ফিডার সিস্টেম হিসাবে এর ভূমিকা। প্রাথমিকভাবে ক্রীড়া প্রতিভাকে চিহ্নিত করে এবং তাদেরকে সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে, কর্মসূচীটি এমন ক্রীড়াবিদদের একটি পাইপলাইন তৈরি করছে যারা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতা করার জন্য আরও ভালভাবে প্রস্তুত রয়েছে। ফলাফল ইতিমধ্যেই দেখাতে পাওয়া যাচ্ছে। বেশ কয়েকজন খেলো ইন্ডিয়া অ্যাথলিট অলিম্পিক সহ বড় বড় আন্তর্জাতিক ইভেন্টে দেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন। এই কর্মসূচির সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, কেবল প্রশিক্ষণ প্রদান করাই নয়, খাদ্য, পুষ্টি, সরঞ্জাম এবং শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করা। এক্ষেত্রে অ্যাথলিট প্রতি বার্ষিক ৬.২৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এই ব্যবস্থা নিশ্চিত করছে যে ভারতের ভবিষ্যতের অভিজাত অলিম্পিয়ানরা খেলাধুলার চাপ সামলাতে সক্ষম। প্রকৃতপক্ষে, প্যারিস প্যারালিম্পিক্সে মোট ৮৪ জন প্যারা-অ্যাথলিটের মধ্যে মোট ২৫ জন খেলো ইন্ডিয়া অ্যাথলিট রয়েছেন।

২০১৮ সাল থেকে মোট ১৫ টি খেলো ইন্ডিয়া গেমস অনুষ্ঠিত হয়েছে। এগুলো হল- ৬ টি খেলো ইন্ডিয়া যুব গেমস, ৪ টি খেলো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় গেমস, ৪ টি খেলো ইন্ডিয়া শীতকালীন গেমস এবং ১ টি খেলো ইন্ডিয়া প্যারা গেমস। এই গেমস থেকে, আমরা ১০০০ এরও বেশি প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদকে চিহ্নিত করেছি। এছাড়াও, মোট ৩০২ টি স্বীকৃত একাডেমি, ১ হাজারের বেশি খেলো ইন্ডিয়া কেন্দ্র, ৩২টি খেলো ইন্ডিয়া স্টেট সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত করছি যে আমাদের তৃণমূল পর্যায়ের ক্রীড়াবিদদের ভবিষ্যতের চ্যাম্পিয়ন করার জন্য প্রতিটি সম্ভাব্য পরিকাঠামো প্রস্তুত রয়েছে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে, সরকার এই প্রোগ্রামে প্রায় ৩,৬১৬ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে, যা তৃণমূল পর্যায়ে খেলাধুলার বিকাশের প্রতিশ্রুতির একটি প্রমাণ। ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ১০৫৯টি খেলো ইন্ডিয়া কেন্দ্র (কেআইসি) বিজ্ঞাপিত হয়েছে, যার মধ্যে মোট ৭৪৭টি জেলা রয়েছে। এই কেন্দ্রগুলি স্থানীয় প্রতিভা সনাক্তকরণ এবং লালনপালনের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করছে।

ভৌগলিক অবস্থান বা অর্থনৈতিক পটভূমি নির্বিশেষে যে কোনও সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়নকে নজরে নিয়ে আসতে এই কেন্দ্রগুলি কাজ করছে। পাশাপাশি কেন্দ্রগুলি অতীতের চ্যাম্পিয়ন ক্রীড়াবিদদের জীবিকার জন্য স্থায়ী নিশ্চয়তা প্রদান করছে।

এছাড়াও, এই কর্মসূচির অধীনে ৩১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৩২টি খেলো ইন্ডিয়া স্টেট সেন্টার অফ এক্সেলেন্স (কেআইএসসিই) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই অত্যাধুনিক সুবিধাগুলি নির্দিষ্ট ক্রীড়াক্ষেত্রগুলিতে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, যা নিশ্চিত করে যে অ্যাথলিটদের বিশ্বমানের পরিকাঠামো এবং কোচিংয়ের সুবিধা রয়েছে। এই উৎকর্ষ কেন্দ্রগুলি কেন্দ্রে অনুশীলন করা ক্রীড়া শৃঙ্খলার জন্য ক্রীড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সহায়তা প্রদান করছে। এগুলি উন্নত ক্রীড়া সরঞ্জাম, উচ্চ পারফরম্যান্স ম্যানেজার, কোচ এর মত বিষয়গুলির শূণ্যতাকেও পূরণ করছে।

খেলো ইন্ডিয়া রাইজিং ট্যালেন্ট আইডেন্টিফিকেশন (কেআইআরটিআই) প্রোগ্রামটি তৃণমূল স্তরের প্রতিভা অন্বেষণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করছে।

কেআইআরটিআইয়ের লক্ষ্য হল ভারত জুড়ে অব্যবহৃত ক্রীড়া প্রতিভাকে সনাক্ত করা এবং ক্রীড়া সচেতনতার সংস্কৃতি গড়ে তোলা। কর্মসূচীটি ৯ থেকে ১৮ বছর বয়সী স্কুল-শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিভাকে চিহ্নিত করে। বিরামবিহীন ভাবে প্রতিভা সনাক্তকরণ ব্যবস্থা তৈরি করতে এই ব্যবস্থা আধুনিক প্রযুক্তি এবং সর্বোত্তম অনুশীলন পদ্ধতিকে ব্যবহার করে থাকে। যার দৃষ্টিভঙ্গি হ''ল তৃণমূল স্তরের প্রতিভা সনাক্তকরণের পুরো প্রক্রিয়াটিকে একক প্ল্যাটফর্মে প্রবাহিত করা। এখনও পর্যন্ত দেশের ৯৩ টি স্থানে ১০ টি ক্রীড়া বিভাগে প্রায় ১ লক্ষ মূল্যায়ন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

খেলাধুলায় নারীদের অংশগ্রহণকে বিশেষ উৎসাহিত করার প্রয়াসে অস্মিতা মহিলা লিগগুলি সারা দেশে পরিচালিত হচ্ছে। আজ অবধি, ২০২১ সাল থেকে অস্মিতার চারটি মরসুম অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে ৩৫ টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে ২০টি খেলায় মোট ৮৩৬১৫ জন মহিলা অংশ নিয়েছেন। এই লিগগুলি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার চেয়েও অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করেছে। এই অস্মিতা মহিলা লিগ মহিলা ক্রীড়াবিদদের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি করে, খেলাধুলার প্রতি ভালবাসা এবং সম্ভাব্য ক্যারিয়ারের পথ তৈরি করেছে।

ক্রীড়াক্ষেত্রে খেলো ইন্ডিয়া যে ভিত্তি স্থাপন করেছে তা আশাব্যঞ্জক। এই তরুণ ক্রীড়াবিদরা যখন পরিপক্ক হবে এবং ক্রমানুসারে উন্নতি করবে, তখন আমরা আরও অনেক খেলো ইন্ডিয়া অ্যাথলিটকে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হিসাবে দেখার আশা করতে পারি। এই কর্মসূচীটি ভারতের ক্রীড়া ভবিষ্যতের ভিত্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, তরুণ ক্রীড়াবিদদের জন্য তৃণমূল স্তরের অংশগ্রহণ থেকে অভিজাত পারফরম্যান্স করা পর্যন্ত একটি কাঠামোগত পথ দেখাচ্ছে, এবং এটি আগামীদিনের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নদের গড়ে তুলছে।

মেঘনাদ সাহা: ভুলে যাওয়া এক তারার নাম

আবুল বাসার

কথায় বলে, মানুষ পরিবর্তনশীল। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কথাটা আরও বেশি সত্য। বিজ্ঞানও প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে। প্রায়ই দেখা যায়, বিজ্ঞান বর্ণনামূলক ক্ষেত্র থেকে ক্রমেই আরও নিখুঁত ও ভবিষ্যদ্বাণীমূলক তত্ত্বের দিকে এগিয়ে যায়। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এরকম হাজারো উদাহরণ দেওয়া সম্ভব। যেমন নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্বের কথাই ধরা যাক। বিজ্ঞানের জগৎ প্রায় তিন শতক বহাল তবিয়তে রাজত্ব করার পর একসময় দেখা গেল, তাতে কিছু ফাঁক আছে। প্রাকৃতিক কিছু ঘটনার সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারছে না তত্ত্বটা। কিছু ভবিষ্যদ্বাণী মিলছে না পর্যবেক্ষণের সঙ্গে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে সেই সমস্যা নিয়ে ভাবতে বসেই আপেক্ষিকতার তত্ত্ব আবিষ্কার করেন আইনস্টাইন। এ তত্ত্বের কারণে আমাদের বিজ্ঞানের জগৎ এখন বহুদূর বিস্তৃত হয়েছে। প্রাকৃতিক ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণীতে যুক্ত হয়েছে নিত্য-নতুন অনেক কিছু। পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সেগুলো মিলেছে খাপে খাপে। তেমনই কিছু ব্যাপার হলো, কৃষ্ণগহ্বর, মহাকর্ষ তরঙ্গ, মহাবিস্ফোরণ।

তবে বিজ্ঞানের ইতিহাসের এই কালান্তারে কিছু বিজ্ঞানী অগ্রদূত হলেও তাঁদের কথা সবাই মনে রাখেনি। সঠিক মর্যাদাও পাননি তাঁরা। তাঁদের কাজের যথাযোগ্য মূল্যায়নও হয়নি। বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলোতে। এরকম বিজ্ঞানীর সংখ্যাও নেহাত কম নয়। তেমনি একজন আমাদের বাংলাদেশের বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা। জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ এক গবেষণা এককালে পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের নতুন পথ দেখিয়েছিল। কিন্তু পশ্চিমের অনেকের কাছে আক্ষরিক অর্থেই অচেনা মানুষ তিনি।

কিন্তু তাদের গ্রামে কোনো হাইস্কুল ছিল না। বাধ্য হয়ে গ্রাম থেকে প্রায় ৭ মাইল দূরে শিমুলিয়ার একটা স্কুলে ভর্তি হন মেঘনাদ সাহা। বর্ষায় তাঁদের প্রত্যন্ত গ্রামটি প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। তখন একমাত্র যোগাযোগমাধ্যম ছিল নৌকা। তাতে চড়ে শিমুলিয়ায় ক্লাস করতে আসতেন মেঘনাদ

মেঘনাদ সাহার জন্ম ১৮৯৩ সালের ৬ অক্টোবর, তৎকালীন অবিভক্ত ভারতে। বর্তমান বাংলাদেশের গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার শেওড়াতলী গ্রামে। রাজধানী ঢাকা থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে। বাবা-মায়ের আট সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন পঞ্চম। বাবা জগন্নাথ সাহা ছিলেন মুদিদোকানী। তাঁর আয়েই সংসার চলত। শুরুতে প্রথম সন্তান জয়নাথ সাহাকে পড়ালেখার জন্য স্কুলে ভর্তি করেন জগন্নাথ সাহা। ভেবেছিলেন, তাতে তাঁর ব্যবসার সুবিধা হবে। আর্থিক উন্নতির জন্য সুবিধাজনক হবে। কিন্তু ভালো ফলাফল করতে ব্যর্থ হন জয়নাথ। কাজেই পড়ালেখাকে স্রেফ টাকা- পয়সা নষ্ট বলে সিদ্ধান্ত নেন বাবা জগন্নাথ। ছেলেক হাইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে দোকানের কাজে লাগিয়ে দেন। এ কারণে অন্য ছেলেদের স্কুলে ভর্তি করার তেমন ইচ্ছা ছিল না তাঁর। কিন্তু দোকানের কাজে মোটেও আগ্রহী ছিলেন না মেঘনাদ সাহা।

মেঘনাদ সাহার মেধার পরিচয় পেয়েছিলেন গ্রামের এক স্থানীয় চিকিৎসক। তিনিই জগন্নাথ সাহাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে মেঘনাদকে স্কুলে ভর্তি করাতে রাজি করান। অচিরেই প্রাইমারি, মানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভালো রেজাল্ট করে নিজের মেধার প্রমাণ রাখেন মেঘনাদ। এরপর তাকে হাইস্কুলে ভর্তি করাতে রাজি হন বাবা জগন্নাথ। কিন্তু তাদের গ্রামে কোনো হাইস্কুল ছিল না। বাধ্য হয়ে গ্রাম থেকে প্রায় ৭ মাইল দূরে শিমুলিয়ার একটা স্কুলে ভর্তি হন মেঘনাদ সাহা। বর্ষায় তাঁদের প্রত্যন্ত গ্রামটি প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। তখন একমাত্র যোগাযোগমাধ্যম ছিল নৌকা। তাতে চড়ে শিমুলিয়ায় ক্লাস করতে আসতেন মেঘনাদ। এখান থেকেই সর্বশেষ পরীক্ষায় ঢাকা জেলায় প্রথম স্থান দখল করেন। সঙ্গে বৃত্তিও পান। মাসিক ৪ টাকা।

এরপর ভর্তি হন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে। সেটা ১৯০৫ সালের কথা। ইংরেজদের বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনার কারণে গোটা বাংলা তখন উত্তাল। বাংলাজুড়ে তখন চলছে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী, তথা ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভ। একদিন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল পরিদর্শনে আসেন স্থানীয় গভর্নর। সেদিন সেই আন্দোলনে যোগ দিয়ে বিক্ষোভ করেন মেঘনাদ সাহা। সেই অপরাধে কলেজিয়েট স্কুল থেকে তাঁকেসহ বেশ কয়েকজনকে বহিষ্কার করা হয়। এবার ভর্তি হন কিশোরীলাল জুবিলী স্কুলে। সেখানে সুযোগ পান বিনাবেতনে পড়ার। ১৯০৯ সালে সেখান থেকে পূর্ববাংলার সবগুলো স্কুলের মধ্যে প্রথম স্থান পেয়ে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন মেঘনাদ সাহা। জ্যোতির্বিদ্যা ও রসায়নে সর্বোচ্চ নম্বরও পান। এই ফলাফলই নির্ধারণ করে দিয়েছিল তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের গতিপথ।

এবার ইন্টারমিডিয়েট ভর্তি হন ঢাকা কলেজে। মূল বিষয় হিসেবে বেছে নেন তাপগতিবদ্যা ও কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা। চতুর্থ বিষয় হিসেবে নেন জার্মান ভাষা। সেকালে জার্মানি বিজ্ঞান গবেষণায় অনেক এগিয়ে ছিল। বেশ কিছু বিখ্যাত বিজ্ঞান জার্নাল প্রকাশিত হতো জার্মান ভাষায়। যেমন ১৯০৫ সালে আলবার্ট আইনস্টাইনের সেরা গবেষণাপত্রগুলো প্রকাশিত হয়েছিল জার্মানির অ্যানালেন ডার ফিজিক-এ। সে কারণে জার্মান শিখতে আগ্রহী হন তিনি। পাশাপাশি এই বিষয়ে কোনো গবেষণাগারের প্রয়োজন ছিল না। কাজেই সহজে পাশ করা যাবে বলে ভেবেছিলেন তিনি। তবে পরে তাঁর সেই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। জার্মান ভাষার অন্যদের চেয়ে কিছুটা কম নম্বর পাওয়ার কারণে আইএসসি পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান পান। এরপর ১৯১১ সালে গণিত অর্নাস নিয়ে ভর্তি হন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। এখানে শিক্ষক হিসেবে পেলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসুর মতো ব্যক্তিত্বদের। ১৯১৩ সালে গণিতে স্নাতক এবং ১৯১৫ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পান। দুই পরীক্ষাতেই দ্বিতীয় হন। আর প্রথম হন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তবে দুজনেই ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

প্রায় বছরখানেক পর রাজারবাগ সায়েন্স কলেজ উদ্বোধন হয়। সেখানে গণিতের প্রভাষক হিসেব যোগ দেন মেঘনাদ ও সত্যেন। তবে দুজনেরই আগ্রহ ছিল পদার্থবিজ্ঞানে। তাই কিছুদিন পর দুজনেই পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক হিসেবে কাজ শুরু করেন। ছাত্রদের তিনি পড়াতেন তাপগতিবদ্যা।

বেশ কিছু দিন পরে সত্যেন বোসের সঙ্গে যৌথভাবে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবিষয়ক কিছু লেখা জার্মান থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন তিনি। সেটাই একসময় বহির্বিশ্বে তাঁকে পরিচিতি দিয়েছিল। কারণ এর আগ পর্যন্ত আর কেউ এসব লেখা ইংরেজিতে অনুবাদ করেনি। সেটাই ছিল আপেক্ষিকতা তত্ত্ববিষয়ক লেখাগুলোর প্রথম অনুবাদ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান- ব্রিটিশ রেষারেষির কারণে জার্মান বৈজ্ঞানিক জার্নালগুলো ভারতবর্ষে আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের পর, ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ ভারতে জার্নালগুলো আবারও আসতে শুরু করে। এরকম একটা গবেষণাপত্রই তাঁর জীবন বদলে দেয়।

আধুনিক জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতিঃরসায়নের অনেকটাই বেরিয়ে এসেছে মেঘনাদ সাহা নামের এক তরুণ বিপ্লবীর ঝুলি থেকে। আর তাঁর সেই আইডিয়ার নাম তাপীয় আয়নায়ন তত্ত্ব।

ফিজিকালিস জেইটশিফট জার্নালের ডিসেম্বর সংখ্যায় সেই গবেষণাপত্রটা ছিল থার্মাল আয়োনাইজেশন বা তাপীয় আয়নায়ন সম্পর্কিত। লেখক জে. এগার্ট। পরমাণুকে উত্তপ্ত করা হলে তার ইলেকট্রনগুলো ছিটকে বাইরে চলে যায়। তখন পড়ে থাকে শুধু নিউক্লিয়াস। সহজ কথায় একেই বলা হয় তাপীয় আয়নায়ন। কিন্তু গবেষণাপত্রটা বেশ ভাসাভাসা বলে মনে হলো মেঘনাদ সাহার কাছে। তিনি বুঝতে পারলেন, এই গবেষণাটাকে আরও সামনে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব। রসায়ন ও কোয়ান্টাম ফিজিকস সম্পর্কে নিজের জ্ঞান একত্রিত করে তিনি বুঝতে চেষ্টা করলেন, ঠিক কোন তাপমাত্রার পরমাণু থেকে ইলেকট্রনগুলো ছিটকে বেরিয়ে আসে। পাশাপাশি জ্যোতির্বিজ্ঞানেও তাঁর বেশ জানাশোনা ছিল। তিনি বুঝতে পারেন, নক্ষত্র সম্পর্কে দীর্ঘদিনের একটা অমীমাংসিত প্রশ্নের জবাব পাওয়া যেতে পারে এই গবেষণা থেকে।

এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'এগার্টের গবেষণাপত্র পড়ে আমার ধারণা হল, এগার্টের সূত্রে আয়নন বিভবের নিখুঁত মান বসিয়ে পরমাণুর একক বা বহুধা আয়নন যে কোন উষ্ণতা ও চাপে গণনা করা জরুরী। এ থেকে আমি আমার তাপীয় আয়নায়ন সূত্র আবিষ্কার করি, যা এখন আমার নামে পরিচিত। ক্রোমোস্ফিয়ার ও নক্ষত্রের সমস্যা আমার জানা ছিল। আমি সেই সূত্র তখন সেখানে প্রয়োগ করি।'

অনেকেই জানেন, প্রতিটি নক্ষত্র বর্ণালি তৈরি করে। নক্ষত্র থেকে আসা কোনো আলোকে একটা প্রিজমের মধ্য দিয়ে নেওয়া হলে বর্ণালি পাওয়া যায়। ইংরেজিতে একে বলা হয় স্পেকট্রাম। বর্ণালি হলো বারকোডের মতো একটা নকশা, যেখানে পাতলা ও কালো কিছু রেখা দেখা যায়। ১৮৫০ সালের দিকে একই ধরনের বর্ণালির ভিত্তিতে নক্ষত্রগুলোর শ্রেণিবিভাগ করবার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন জ্যোতির্বিদেরা। অনেকটা জীববিজ্ঞানে ক্যারোলাস লিনিয়াসের উদ্ভিদ বা প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাসের মতো। তবে নক্ষত্রের এই শ্রেণিবিভাগ দিয়ে কী বোঝায়, তা কেউই জানতেন না। এরকম বিভিন্ন শ্রেণির নক্ষত্র কেন থাকে? তার কোনো জবাব ছিল না বিজ্ঞানী বা জ্যোতির্বিদদের কাছে।

মেঘনাদ সাহা বুঝতে পারলেন, এই প্রশ্নের জবাবের সঙ্গে রসায়নের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন নির্দিষ্ট কম্পাংকের আলো শোষণ করে নক্ষত্রের বর্ণালির গাঢ় রেখাগুলো তৈরি করে। একসময় তিনি দেখতে পান, তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে পরমাণু থেকে ইলেকট্রন ছিটকে বেরিয়ে আসার হারও বেড়ে যায়। তাতে ওই গাঢ় রেখাগুলোর অবস্থান ও সংখ্যার পরিবর্তন হয়। অন্য কথায়, নক্ষত্রের বিভিন্ন তাপমাত্রার কারণে বর্ণালির রেখার প্যাটার্নও আলাদা হবে। কাজেই জ্যোতির্বিদেরা যখন বর্ণালির ভিত্তিতে নক্ষত্রগুলোকে আলাদা গ্রুপে ভাগ করেন, তখন তাঁরা আসলে এগুলোকে ভাগ করেন তাপমাত্রার ভিত্তিতে। এই তাপীয় আয়নায়ন ব্যাখ্যার জন্য একটা সমীকরণও প্রণয়ন করেন মেঘনাদ সাহা। সেটা পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন জ্যোতির্বিদেরা। কারণ এই সমীকরণ ব্যবহার করে এ সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য নির্ণয় করতে পারলেন তাঁরা। যেমন নক্ষত্রদের সঠিক তাপমাত্রা এবং তাদের ভেতরে কী কী মৌল আছে। এভাবে মেঘনাদ সাহার কারণেই মানবজাতি প্রথমবারের মতো জানতে পারল, নক্ষত্র আসলে কী দিয়ে গঠিত। দেখা গেল, নক্ষত্রের ভেতরটা আসলে হাইড্রোজেনের অগ্নিগোলা।

তবে দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো, সে কালে ভারতে হাতে-কলমে জোতির্বিদ্যা গবেষণার জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ছিল না। কাজেই নিজের তত্ত্বটা প্রমাণ করার মতো যথেষ্ট নাক্ষত্রিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারেননি মেঘনাদ সাহা। ফলে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়। যথাযথ স্বীকৃতিও পাননি তিনি। সে কারণে বিজ্ঞানের অন্য শাখায় মনোযোগ দেন। আরও পরে জড়িয়ে পড়েন ভারতের রাজনীতিতেও। তবে রাজনীতিতে এসে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে বিবাদে জড়ান। তাও বিজ্ঞান ইস্যুতে। বিজ্ঞানকে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিষ্ঠান বলে মনে করতেন গান্ধী। অন্যদিকে বিজ্ঞানকে দারিদ্র দূর করার শক্তিশালী অস্ত্র মনে করতেন মেঘনাদ সাহা। এর মধ্যেই ১৯৫২ সালে ভারতীয় পার্লামেন্টে সদস্যও নির্বাচিত হন। এ সময় পরমাণু শক্তি থেকে শুরু করে ক্যালেন্ডার সংস্কারের মতো বেশ কিছু উদ্যোগ নেন তিনি। সে অন্য প্রসঙ্গ।

এত কিছু সত্ত্বেও জীবনের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন জোতির্বিজ্ঞানে। তাপীয় আয়নায়ন বিষয়ে তাঁর এই তাত্ত্বিক অবদানের আগে জ্যোতির্বিদদের কাজটা ছিল অনেকটা ক্যাটালগ তৈরি করার মতো। পদার্থবিদ আর্নেস্ট রাদারফোর্ড যাঁকে তুলনা করেছেন ডাকটিকিট সংগ্রহের সঙ্গে। কিন্তু মেঘনাদ সাহার অবদানের পর সেটা হয়ে উঠল বিশুদ্ধ ও ভবিষ্যদ্বাণী করার উপযোগী বিজ্ঞান। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত বিজ্ঞানী আর্থার এডিংটন বলেছেন, 'সাহার আয়নায়ন তত্ত্ব গ্যালিলিওর দুরবিন ব্যবহার পর জ্যোতির্বিজ্ঞানে সেরা দশটি আবিষ্কারের অন্যতম বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।' জনৈক এক পণ্ডিত একবার বলেছিলেন, সমগ্র পশ্চিমা দর্শন প্লেটোর দর্শনের পাদটীকার চেয়ে খুব বেশি কিছু নয়। সেই একই মাপকাঠিতে জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক স্যাম কিয়াম বলেছেন, আধুনিক জ্যোতিঃ পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতিঃরসায়নের অনেকটাই বেরিয়ে এসেছে মেঘনাদ সাহা নামের এক তরুণ বিপ্লবীর ঝুলি থেকে। আর তাঁর সেই আইডিয়ার নাম তাপীয় আয়নায়ন তত্ত্ব।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সুরক্ষিত ট্রেন পরিচালনের উপর রেলওয়ে কর্মীদের উন্নত জ্ঞানের জন্য ভার্চুয়াল রিয়ালিটি ও মিক্সড রিয়ালিটি প্রশিক্ষণ মডিউল

মালিগাঁও, ০২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪:সুরক্ষা সম্পর্কিত দিকগুলিতে রেলওয়ে কর্মীদের জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি জোনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এমডিজেডটিআই), আলিপুরদুয়ারে এক উদ্ভাবনী ভার্চুয়াল রিয়ালিটি ও মিক্সড রিয়ালিটি (ভিআর অ্যান্ড এমআর) প্রশিক্ষণ মডিউল চালু করা হয়েছে। ট্রেন পরিচালনের ক্ষেত্রে জড়িত সমস্ত রানিং ও সেফটি স্টাফদের জন্য এই ডিজিটাল হাবটি ভারতীয় রেলওয়ে মডিউলের সফ স্কিল ট্রেনিঙের জন্য তৈরি করা হয়েছে। প্রশিক্ষার্থীরা হেডসেট ও জয়স্টিক ব্যবহারের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্ম প্রকৃতির উপর এক বিস্তৃত টিউটোরিয়াল গাইডেন্সের সুবিধা লাভ করবেন। এর পূর্বে, দুটি পর্যায় অর্থাৎ থিওরিটিক্যাল ও প্র্যাক্টিক্যাল ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছিল, যেখানে ক্লাসরুম নির্দেশনাবলি ও প্র্যাক্টিক্যাল সেশন পরিচালনা করা হতো। তবে, আধুনিক প্রযুক্তি এবং ভিআর ও এমআর ট্রেনিং মডিউল চালু করার ফলে রিয়াল টাইম অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব হবে। এই উন্নত মডিউলটি রিয়াল টাইম পরিস্থিতিতে স্ট্যান্ডার্ড প্যারামিটারগুলিতে অ্যাক্সেস উন্নত করার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। এখনও পর্যন্ত মোট ২০২০ জন প্রশিক্ষার্থী তথা ৫১৬ জন স্টেশন ম্যানেজার, ৩৭২ জন ট্রেন ম্যানেজার, ৫৫৫ লোকো পাইলট, ৫৫০ অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট এবং পি. ওয়ের ২৭ জন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার/সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিয়ারকে এই ভিআর ও এমআর মডিউলে সাফল্যের সাথে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

উন্নত প্রশিক্ষণ অনুশীলনের জন্য ভার্চুয়াল রিয়ালিটি ও মিক্সড রিয়ালিটির ব্যবহার প্রশিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট সূচি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করবে। এই উদ্ভাবনীমূলক প্রশিক্ষণ পদ্ধতি চালু করার ফলে ফ্রন্টলাইন স্টাফদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি রেলওয়ে নেটওয়ার্কের মধ্যে সুরক্ষা ও পরিচালনামূলক উৎকৃষ্টতার উপরেও গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

রাজধানী দিল্লিতে ফের প্রবল বৃষ্টি, মনোরম হয়ে উঠল আবহাওয়া

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পূর্বাভাস ছিলই, সেই মতো সোমবার সকালেই আবহাওয়া বদলে গেল রাজধানী দিল্লিতে। সোমবার সকালে স্বস্তির বৃষ্টি হয়েছে জাতীয় রাজধানীতে। সুপ্রিম কোর্ট চত্বরে ভারী বৃষ্টি হয়েছে, বৃষ্টি হয়েছে দিল্লির আর কে পুরম, জনপথ রোড, তিন মূর্তি এলাকায়। ইন্ডিয়া গেট এলাকাতেও প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। সোমবার সকালের এই বৃষ্টিতে দিল্লির আবহাওয়া অনেকটাই মনোরম হয়ে উঠেছে, তবে কোথাও যানজটের খবর এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, দিল্লিতে আপাতত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে। দিল্লিতে এদিন সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

কর্ণাটকে আতশবাজির গুদামে ভয়াবহ আগুন

তুমাকুরু, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সোমবার সকালে কর্ণাটকের আতশবাজির গুদামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। জানা গেছে, কর্ণাটকের তুমাকুরুতে আগুন লাগে একটি আতশবাজির গুদামে। আগুনের ভয়াবহতা ছিল তীব্র।

জানা যাচ্ছে, দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন চোখের নিমেষে ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের শিখা গ্রাস করে আশেপাশের দোকান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং দমকল বাহিনী। দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়। কীভাবে আগুন লাগল তা যদিও এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে এই অগ্নিকাণ্ডে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে।

কাশ্মীরে ফের সন্ত্রাসী হামলা, জম্মুর সেনাঘাঁটিতে জঙ্গিদের গুলিতে আহত জওয়ান

জম্মু, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কাশ্মীরে ফের সন্ত্রাসবাদী হামলা! এবার জম্মুর সুঞ্জওয়ান সেনাঘাঁটিতে জঙ্গিদের গুলিতে আহত হয়েছেন একজন সেনা জওয়ান। সোমবার সুঞ্জওয়ান মিলিটারি স্টেশনের বাইরে থেকে সন্ত্রাসবাদীরা গুলি চালালে এক জওয়ান আহত হন।সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সুঞ্জওয়ান মিলিটারি স্টেশনের বাইরে থেকে লুকিয়ে সন্ত্রাসবাদীরা গুলি চালায়, সেই গুলি লেগে এক জওয়ান আহত হয়েছেন।

করিমগঞ্জের বদরপুরে উদ্ধার ৩০ কোটি টাকার মাদক ট্যাবলেট ইয়াবা, ধৃত তিন

করিমগঞ্জ (অসম), ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বদরপুর থানাধীন জালালপুরে পুলিশের অভিযানে উদ্ধার হয়েছে ৩০ কোটি টাকার মাদক ট্যাবলেট ইয়াবা। ইয়াবা পাচারের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত পাচারকারীদের আশরাফ আলি, আব্দুল হান্নান এবং প্রদীপ দাস বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।। তাদের মধ্যে দুজনের বাড়ি কাছাড় জেলার কাটিগড়ায়। নির্দিষ্ট গোপন তথ্যের ভিত্তিতে রবিবার রাতে বদরপুরের জালালপুর এলাকায় জাতীয় সড়কে দলবল নিয়ে সাদা পোশাকে অভিযান চালান করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাস। রাত প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ এএস ০১ ডিএল ১৫১০ নম্বরের বিলাসবহুল চার চাকার ক্রেটা মডেলের একটি গাড়ির গতিরোধ করে তাতে তালাশি চালিয়ে বিভিন্ন গোপন চেম্বার থেকে এক লক্ষ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেন অভিযানকারীরা। উদ্ধারকৃত ইয়াবা ট্যাবলেটগুলির আন্তর্জাতিক বাজারে দাম ৩০ কোটি টাকার বেশি।

ঘটনা সম্পর্ক ধৃতদের প্রদত্ত বয়ানের ভিত্তিতে পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাস জানান, ইয়াবা ট্যাবেলটগুলি মিজোরাম থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। এগুলি পাথারকান্দিতে নিয়ে একটি মাদক-চক্রের কাছে হস্তান্তর করার পরিকল্পনা ছিল তাদের। তিনি জানান, রাতভর জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের কাছ থেকে জেলায় মাদক কারবার সম্পর্কিত বেশ কিছু তথ্য পেয়েছেন তাঁরা। ধৃত তিনজনের বিরুদ্ধে 'নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫' (এনডিপিএস)-এর সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

প্রকাশ্য সভায় তৃণমূলের হুঁশিয়ারি, এক্সবার্তায় ভিডিয়ো-সহ দৃষ্টি আকর্ষণ সুকান্তর

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ফেঁস করতে।" এই মন্তব্য করে তৃণমূলের এক স্থানীয় নেতা অতীশ সরকার প্রকাশ্য সভায় হুঁশিয়ারি দিলেন। আর সেই ভাষণের ভিডিয়ো সোমবার এক্স হ্যান্ডলে যুক্ত করেছেন বিজেপি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। সুকান্তবাবু বার্তায় লিখেছেন, "মুখ্যমন্ত্রীর নিদানের পরই তৃণমূলের "গুণধর" লুম্পেন বাহিনীর ভাষণ শুনুন! অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেই নাকি প্রতিবাদীদের বাড়ির মা-বোনদের বিকৃত ছবি দেওয়ালে টাঙিয়ে দেবে বলছে অশোকনগর কল্যাণগড় পৌরসভার কাউন্সিলরের স্বামী।" প্রসঙ্গত, ভিডিয়োতে মঞ্চের পিছনে ফ্লেক্সে বড় করে লেখা, মা বোনদের সম্মান আমাদের সকলের সম্মান। দোষীদের ফাঁসি চাই।

বনধকে ঘিরে উত্তেজনা দক্ষিণ দিনাজপুরে, আগুনে পুড়ল সরকারি বাস

দক্ষিণ দিনাজপুর, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বনধকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ালো দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়। বংশীহারির ঘটনায় জেলা জুড়ে আদিবাসী সংগঠনের ডাকা বনধ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও, সোমবার সকালে দৌলতপুর এলাকায় সরকারি বাসে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল বনধ সমর্থনকারীদের বিরুদ্ধে। আতঙ্কে প্রায় পুরো জেলা জুড়ে বাস পরিষেবা বন্ধ।১৩ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের চেষ্টায় অভিযুক্তকে গ্রেফতারির দাবিতে উত্তেজনা ছড়িয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরের দৌলতপুরে। সরকারি বাসে ভাঙচুর চালিয়ে আগুন লাগিয়ে দেন বিক্ষোভকারীরা। ৪ দিন পরও ধর্ষণ ও খুনের চেষ্টায় অভিযুক্ত এখনও অধরা। প্রতিবাদে সোমবার বনধের ডাক দেয় আদিবাসী সংগঠনগুলি। যদিও প্রশাসনের আশ্বাসে গতকালই বনধ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। তারপরও দৌলতপুরে বনধ সমর্থনকারীরা সরকারি বাস আটকে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। বাসে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ ও দমকল গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

সায়নের জামিনের বিরোধিতায় আনা রাজ্যের মামলা খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আইনি লড়াইয়ে সুপ্রিম কোর্টে ফের ধাক্কা খেলো রাজ্য। ছাত্রসমাজের নেতা সায়ন লাহিড়ীর জামিনের বিরোধিতায় করা রাজ্যের মামলা খারিজ করে দিলো সুপ্রিম কোর্ট। অর্থাৎ বহাল থাকলো কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশই। আদালত বলেছে, 'সায়নের জামিন মঞ্জুর হওয়াই উচিত।'

গত ২৭ আগস্ট, আর জি কর কাণ্ডে সুবিচারের দাবিতে নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিলো 'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্রসমাজ' নামে তথাকথিত অরাজনৈতিক সংগঠন। তাদের নেপথ্যে বিজেপি-আরএসএস যোগের অভিযোগ উঠেছিলো আগেই। পুলিশের অনুমতি ছাড়া এই কর্মসূচির আড়ালে রাজ্যকে অশান্ত করার ছক রয়েছে বলে গোয়েন্দা সূত্রে খবর ছিলো। তাই তা আটকাতে পুলিশের 'অতিসক্রিয়তা' লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

তা সত্ত্বেও সেদিন দিকে দিকে অশান্তির ঘটনা ঘটে। ওইদিন সন্ধেবেলা 'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্রসমাজ'-এর তরফে এই নবান্ন অভিযানের আহ্বায়ক সায়ন লাহিড়ীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। জেল হেফাজতে রাখা হয়েছিল তাঁকে। গ্রেফতারির বিরোধিতায় সায়ন শুক্রবার উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হলে বিচারপতি অমৃতা সিনহা তাঁকে জেলমুক্তির নির্দেশ দেন।

এর বিরোধিতা করে হাই কোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য। এদিন সেই মামলা খারিজ করে দিল শীর্ষ আদালত। বিচারপতি জামশেদ বুর্জর পারদিওয়ালা বলেন, "ওই ছাত্রনেতার জামিন মঞ্জুর হওয়াই উচিত। এ নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এফআইআর খারিজের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।"

বিতর্কিত মন্তব্যের দায়ে অশোকনগরের তৃণমূল নেতাকে সাসপেন্ড করল দল

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিকৃত মন্তব্য করার দায়ে অশোকনগরের নেতাকে চিহ্নিত করে তৃণমূল এক বছরের জন্য সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই আচরণের নিন্দা করছে দল। অশোকনগরের কল্যাণগড় পুরসভা এলাকায় দলীয় কর্মসূচিতে প্রাক্তন কাউন্সিলর অতীশ সরকারের মন্তব্য নিয়ে সোমবার তৃণমূল নিজের অবস্থান জানাল।

তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে লেখেন, "যে দলীয় নেতা প্রতিবাদী মা-বোনেদের ছবি সংক্রান্ত বিকৃত মন্তব্য করেছিলেন, তাঁকে চিহ্নিত করে তৃণমূল এক বছরের জন্য সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই আচরণের নিন্দা করছে দল।" ভিডিয়োয় অতীশ সরকারকে বলতে শোনা যায়, "শুনে রাখবেন, আজ বলে গেলাম। আমরা যদি পাড়ায় পাড়ায় সকাল সন্ধ্যা একটু ফেঁস করি, পারবেন তো বাড়ি থেকে বার হতে? যদি আমরা আপনার বাড়িতে ঢুকে আপনার মা আর বোনকে কুৎসায় সাজিয়ে দেওয়ালে পোস্টার দিয়ে আসি, দরজা খুলে ওই পোস্টার আপনি খুলতে পারবেন না।" উল্লেখ্য, মেয়ো রোডে তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের সমাবেশ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, "যে আপনাকে রোজ কামড়াচ্ছে, তাকে কামড়াবেন না। কিন্তু ফেঁস তো করতে পারেন।" দলীয় নেত্রীর কথা মতো 'ফেঁস' করতে গিয়েই বিতর্কে জড়ালেন অতীশ।

বন্যা দুর্গতের মধ্যে সোমবার ত্রাণ সামগ্রী বিতরন করেন মেয়র দীপক মজুমদার। নিজস্ব ছবি।

বিজেপির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে ইডি-কে : সঞ্জয় সিং

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিজেপির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে ইডি-কে, সোমবার এমনই অভিযোগ করলেন আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিং। দলের বিধায়ক আমানতুল্লাহ খানের বাড়িতে ইডি-র অভিযান প্রসঙ্গে সঞ্জয় সিং বলেছেন, 'ইডি-কে সুপ্রিম কোর্ট বারবার ভর্ৎসনা করছে, তাদের বারবার সতর্কও করা হচ্ছে, যাতে তারা যেন বিদ্বেষের সঙ্গে তদন্ত না করেন, তাদের একমাত্র লক্ষ্যই হল মানুষকে জেলে রাখা। এরপরও আজ ইডি আমানতুল্লাহ খানের বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে, এবং এমন সময় যখন তাঁর শাশুড়ি ক্যান্সারে অসুস্থ এবং অপারেশন হয়েছে। আমানতুল্লাহ খানের আইনজীবী ইডি-কে চিঠি দিয়েছেন এবং সময় চেয়েছিল।'এএপি সাংসদ সঞ্জয় সিং আরও বলেছেন, '২০১৬ সালে সিবিআই একটি মামলা নথিভুক্ত করেছিল। দীর্ঘ ৬ বছর তদন্তের পর, সিবিআই বলেছিল যে আমানতুল্লাহ খান কোনও ঘুষ নেননি, তিনি কোনও অর্থনৈতিক অপরাধ করেননি, সিবিআই তাঁকে গ্রেফতারও করেনি, এরপরও ইডি নিজেদের মামলা বন্ধ করেনি। ২০২৩ সালে ইডি আমানতুল্লাহ খানের বাড়িতে অভিযান চালায় এবং ১৩ ঘন্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে। ২০১৬ সালের একই মামলায় সোমবার আবার ইডি তার বাড়িতে পৌঁছেছে।' উল্লেখ্য, এএপি বিধায়ক আমানতুল্লাহ খানকে এদিন ইডি আধিকারিকরা আটক করেছেন।

অন্ধ্র-তেলাঙ্গানায় প্রবল বৃষ্টিতে বাতিল বহু ট্রেন, চলছে উদ্ধারকাজ

হায়দরাবাদ, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): নাগাড়ে বৃষ্টির জেরে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলাঙ্গানায় জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত। টানা বৃষ্টিতে বিঘা বিঘা চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুর্যোগকবলিত এলাকায় উদ্ধারকাজ চলছে পুরোদমে। জানা গেছে, বৃষ্টির জেরে প্রায় শতাধিক ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। তেলাঙ্গানা এবং অন্ধ্রের একাধিক এলাকায় টানা বর্ষণের জেরে বিভিন্ন জায়গায় জল জমতে শুরু করে। জানা যাচ্ছে, বৃষ্টির জেরে প্রায় ২০ জনের মৃত্যুর খবর মিলছে। দুর্যোগকবলিত এলাকায় ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ চলছে পুরোদমে। সোমবার সকালে বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু।

কৃষকদের জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়নে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ১৪,২৩৫.৩০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ সহকারে সাতটি বড় প্রকল্পের অনুমোদন

নয়াদিল্লী, ২রা সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা কৃষকদের জীবনমান উন্নত করতে এবং তাদের উপার্জন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মোট ১৪,২৩৫.৩০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ সহ সাতটি প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে।

১) ডিজিটাল কৃষি মিশনঃ ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার কাঠামোর উপর ভিত্তি করে গঠিত ডিজিটাল কৃষি মিশন প্রযুক্তি ব্যবহার করার মাধ্যমে কৃষকদের জীবনযাত্রার উন্নতি করবে। এই মিশনে মোট ২.৮১৭ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের অনুমোদন দেওয়া হয়েছেঊ এই মিশনে দুটি মৌলিক স্তম্ভ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ক) কৃষি স্তুপ ও খ) কৃষি বিষয়ক সিদ্ধান্ত নেবার জন্য সহায়ক ব্যবস্থা।

কৃষি স্তুপ খন্ডের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে কৃষকদের নিবন্ধীকরণ, গ্রামের জমির মানচিত্রের রেজিস্ট্রি নিবন্ধীকরণ ও বপন করা ফসলের নিবন্ধীকরণ। তেমনি, কৃষি বিষয়ক সিদ্ধান্ত নেবার জন্য সহায়ক ব্যবস্থার মধ্যে থাকছে, ভূস্থানিক তথ্য, খরা/বন্যা পর্যবেক্ষণ, আবহাওয়া/উপগ্রহের তথ্য, ভূগর্ভস্থ জল/জলের লভ্যতার তথ্য ও ফসল উৎপাদন ও বীমার জন্য মডেল প্রস্তুত করাঊ

এই ডিজিটাল কৃষি মিশনে আরো যেসব বিধান রয়েছে, তা হলো, মাটির চরিত্র রূপরেখা (প্রোফাইল) তৈরী করা, ডিজিটাল উপায়ে ফসল উৎপাদনের পরিমান অনুমান করা, ডিজিটাল উপায়ে ফলনের মডেল প্রস্তুত করা, কৃষি ফসলের ঋণের জন্য যোগাযোগ বন্ধন তৈরী করা, এআই এবং বিগ ডেটার মতো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার, ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধন ও মোবাইল ফোনের মধ্যে নতুন জ্ঞান সম্ভার এর ব্যবস্থা রাখা।

২) খাদ্য ও পুষ্টি সুরক্ষার জন্য শস্য বিজ্ঞানঃ মোট ৩,৯৭৯ কোটি টাকা বরাদ্দের এই পদক্ষেপ কৃষকদের জলবায়ু অনুযায়ী স্থিতিস্থাপকতার জন্য প্রস্তুত করবে এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা প্রদান করবে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলো এর অন্তরভুক্ত রয়েছেঃ

গবেষণা ও শিক্ষা, উদ্ভিদ জেনেটিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, খাদ্য শস্য ও পশুখাদ্য ফসলের জন্য জিনগত উন্নতি, ডাল ও তৈলবীজ ফসলের উন্নতি, বাণিজ্যিক ফসলের উন্নয়ন, পোকামাকড়, জীবাণু, পরাগকণিকা ইত্যাদির উপর গবেষণা।

৩) কৃষি শিক্ষা, কৃষি ব্যবস্থাপনা ও সমাজ বিজ্ঞানকে মজবুত করা: মোট ২,২৯১ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের এই পদক্ষেপ কৃষি বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী ও গবেষকদের বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলির জন্য প্রস্তুত করবে এবং এতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ অ্যাগ্রি রিসার্চের অধীনে আনা, কৃষি গবেষণা ও শিক্ষার আধুনিকীকরণ, নতুন শিক্ষানীতি, ২০২০-র সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলা, সর্বশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করা, ডিজিটাল ডিপিআই, এআই, বিগ ডেটা, রিমোট ইত্যাদির ব্যবহার, প্রাকৃতিক চাষ এবং জলবায়ুর সাথে স্থিতিস্থাপকতা অর্জন অন্তর্ভুক্ত করা।

৪)প্রাণিসম্পদের সুস্থায়ী স্বাস্থ্য ও উৎপাদনঃ এর জন্য মোট ১,৭০২ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ অনুমোদন দেওয়া হয়েছেঊ এই সিদ্ধান্তের লক্ষ্য হল প্রাণিসম্পদ ও দুগ্ধ থেকে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা। এতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ

প্রাণী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রাণিসম্পদের চিকিৎসা-শিক্ষা, দুগ্ধ উৎপাদন ও প্রযুক্তি উন্নয়ন, প্রাণিসম্পদের জেনেটিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন এবং উন্নতি, প্রাণিসম্পদের পুষ্টি এবং ছোট জাতের গবাদি প্রাণী উতাদন ও বিকাশ।

৫) উদ্যান পালনের সুস্থায়ী উন্নয়নঃ উদ্যানবিভাগীয় উদ্ভিদ থেকে কৃষকদের আয় বাড়ানোর লক্ষ্যে মোট ১১২৯.৩০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়েছে। এতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃক্রান্তীয়, উপ-ক্রান্তীয় এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের উদ্যানবিভাগীয় ফসল চাষাবাদ, মূল, কন্দ, এবং শুষ্ক ফসল, শাকসবজি, ফুল চাষ এবং মাশরুম ফসল চাষ, বাগিচা ফসল, মশলা, ঔষধি এবং সুগন্ধি উদ্ভিদ চাষাবাদ।

৬) কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রকে শক্তিশালী করার জন্য ১,২০২ কোটি টাকা ব্যয়ে-বরাদ্দ অনুমোদন।

৭) প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য ১,১১৫ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ অনুমোদন।

কৌশিকী অমাবস্যায় তারাপীঠে ভক্তের ঢল, তারামায়ের বিশেষ আরাধনা

বীরভূম, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কৌশিকী অমাবস্যার তিথি শুরু হতেই তারাপীঠে ভক্তের ঢল নামল। সোমবার প্রথমেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে পুজো দেন বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার তথা তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ-র চেয়ারম্যান আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাপীঠে এদিন তারামায়ের বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। সারা রাত্রি মন্দির খোলা থাকবে। দুপুর ১২টার সময় মন্দির বন্ধ থাকবে। দুপুরের খাবারে থাকবে পোলাও অন্ন, খিচুরি, পাঁচ রকম ভাজা, বলির পাঁঠার মাংস, দই, মিষ্টি, পায়েস। সন্ধ্যা ৬টার সময় সন্ধ্যা আরতি। সেই সময় তারা মাকে সোনার অলঙ্কার দিয়ে রাজবেশে সাজানো হবে। শীতল ভোগ হবে সন্ধ্যার সময়। ভোগে থাকবে লুচি, সুজি, নানা রকমের মিষ্টি ,ভাজার পাশাপাশি মাছ ভাজা থাকবে। রাত্রী ১২টায় মায়ের নিশি পুজো হবে।

বিজওয়াড়ায় পুরোদমে চলছে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ, জনগণকে অভয় দিলেন মুখ্যমন্ত্রী নাইডু

বিজওয়াড়া, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রবল বৃষ্টিতে অন্ধ্রপ্রদেশের বিজওয়াড়ায় বন্যা পরিস্থিতি। বিস্তীর্ণ এলাকা জলের তলায়। ঘর-বাড়ি, রাস্তাঘাট সব ডুবে গিয়েছে। জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত। টানা বৃষ্টিতে বিঘা বিঘা চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুর্যোগকবলিত এলাকায় ত্রাণ ও উদ্ধারকাজ চলছে পুরোদমে। এই পরিস্থিতিতে সোমবার সকালে বিজওয়াড়ায় বন্যা পরিস্থিতি নিজ চোখে দেখলেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডু। সোমবার সকালেই বিজওয়াড়ায় বোটে চেপে বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী নাইডু। পরে মুখ্যমন্ত্রী নাইডু বলেন, 'আমরা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছি। ১১০টি নৌকা বর্তমানে খাদ্য সরবরাহ এবং চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের জন্য কাজ করছে। আমি নিয়মিত বন্যা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি এবং আধিকারিকরা নিরন্তর কাজ করছেন। গত রাত থেকে বন্যা কবলিত অনেক এলাকা পরিদর্শন করেছি। জনগণের আতঙ্কিত হওয়া উচিত নয়। আমরা বন্যা কবলিত অঞ্চলে কমান্ড ও কন্টোল সেন্টার স্থাপন করছি।'

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ওষুধ নয়, ঘরোয়া এই পাঁচ টোটকাতেই দ্রুত সারবে পেট রোগ

বর্ষায় পেটের গোলমাল লেগেই থাকে। পেট গুড়গুড়, লুজ মোশান, তলপেটে ব্যথা, ডায়ারিয়া, গ্যাস হওয়া, প্রায়শই এ সবের সমস্যা হয়। বাইরের খাবার খেলে তো বটেই, কখনও ঘরে তৈরি খাবার খেলেও এমনটা হয়। পেট খারাপ বাড়াবাড়ি হলে শরীর থেকে অনেকটা জল বেরিয়ে যায়। ফলে জলের অভাব দেখা দেয় শরীরে। তাই পেট খারাপে সারা দিন ধরে নুন-চিনির জল খাওয়া প্রাথমিক কাজ। তবে পেটের সমস্যায় কোন ধরনের খাবার খেলে দ্রুত সুস্থ হওয়া যাবে, তা নিয়ে ধন্দে থাকেন অনেকেই। আজ রইল এমন কয়েকটি খাবারের তালিকা, যেগুলি পেট খারাপের সময় খেলে দ্রুত উপকার মিলতে পারে।

আদা চা

সর্দি-কাশি, গলাব্যথা সারাতে আদার জুড়ি নেই। তবে জানেন কি, পেট খারাপ বা ডায়রিয়ার সমস্যায়ও আদা অত্যন্ত কার্যকর? পেট খারাপের পাশাপাশি পেটে ব্যথা, বমি ভাব এবং গায়ে-হাত-পায়ে ব্যথা লেগেই থাকে। আদা এ সব উপসর্গ থেকে রেহাই দিতে পারে। তাই পেটের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে খেতে পারেন আদা চা।

এক কাপ জলে আদা কুচি দিয়ে ফুটিয়ে নিন বেশ কিছুক্ষণ। তারপর এই চা ছেঁকে পান করুন। দিনে দুবার এই চা পান করতে পারেন। এতে চাইলে লেবু আর মধুও মেশাতে পারেন।

আদার রস

আদায় রয়েছে অ্যান্টি-ফাঙ্গাল এবং অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল গুণ, যা ডায়রিয়া এবং পেটের ব্যথা থেকে স্বস্তি দেয়। এক টুকরো আদা থেঁতো করে রসটা বার করে নিন। অল্প জলে এক চামচ আদার রস মিশিয়ে নিন। এতে এক চিমটি লবণও মেশাতে পারেন। পেট খারাপ সারাতে দিনে এক বা দু”বার এটি খান।

ধনে পাতা

ধনে পাতা কেবল খাবারের স্বাদ বাড়ায় না, নানা শারীরিক সমস্যায়ও উপকারী। বিশেষ করে, পেট খারাপ বা হজম সংক্রান্ত সমস্যায় খুব ভালো কাজ করে ধনে পাতা। ধনে পাতা জলে ভালো ভাবে ধুয়ে পিষে নিন। এক গ্লাস জলে ধনেপাতার পেস্ট এবং পাতিলেবুর রস মিশিয়ে পান করুন। উপকার পাবেন!

লেবু এবং নুন- অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি-ভাইরাল গুণ রয়েছে পাতিলেবুতে। এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, পাকস্থলী সুস্থ রাখে এবং স্বাস্থ্যের নানা সমস্যায় দারুণ কাজ করে। এক গ্লাস জলে একটা পাতিলেবুর রস ও এক চিমটি লবণ মিশিয়ে পান করুন। চাইলে সামান্য চিনিও মেশাতে পারেন। এতে আপনার শরীরে জলের অভাব হবে না এবং ডায়রিয়ার সমস্যাও কমবে।

বেদানা- বেদানার পুষ্টিগুণ স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। পেট খারাপ বা ডায়রিয়ার সমস্যায় বেদানার রস খেতে পারেন। বেদানা গাছের পাতাও এক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর। বেদানার পাতা জলে ফুটিয়ে নিন খানিকক্ষণ। তারপর এই জল ছেঁকে পান করুন। এই আর্টিকেলে উল্লিখিত সমস্ত তথ্য পরামর্শস্বরূপ। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

বিটের রসের গুণেই দূরে থাকবে রোগ-ব্যাধি!

দৈনন্দিন জীবনে হাজার রকম অনিয়ম, অস্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়ার কারণে ঘরে ঘরে এখন মানুষ বিভিন্ন রোগের কবলে পড়ছেন। কেউ ভুগছেন ডায়াবেটিসে, কেউ উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায়, কারুর উচ্চ কোলেস্টেরল। অনেকের শরীরে আবার একসঙ্গে এই সব রোগ বাসা বেঁধেছে।

রোগবালাইয়ের কবল থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে চাইলে রোজের রুটিনে কিছু বদল আনা জরুরি, বিশেষ করে খাদ্যাভ্যাসে। কিছু খাবার খাদ্যতালিকায় থেকে বাদ দেওয়া প্রয়োজন, আবার কিছু খাবার রোজকার ডায়েটে যোগ করা আবশ্যক। যেমন - সকালে উঠে চা অথবা কফির বদলে এক গ্লাস বিটের রসে চুমুক দিলেই কিন্তু অনেক অসুখ ঠেকিয়ে রাখতে পারেন!

বিটের খ্যাতি তার গাঢ় রঙের জন্য। যে কোনও রান্নায় এক টুকরো বিট পড়লে সেই পদটি বিটের রং নিয়ে নেয়। তবে এই সবজির মধ্যে কিন্তু স্বাস্থ্যগুণও প্রচুর। রোজ সকালে যদি বিটের রস বানিয়ে খেতে পারেন, তাহলেই কিন্তু শরীরের একাধিক সমস্যা দূর হয়। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা থেকে হার্ট ভাল রাখা, শরীর সুস্থ রাখতে বিটের রসের জুড়ি মেলা ভার। পাশাপাশি ত্বক ও চুলের ঔজ্জ্বল্য বাড়াতেও কিন্তু বিট বেশ কার্যকরী।

রক্তচাপ কমায়- বিটের রসে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রিক অক্সাইড। যা রক্তনালিগুলির মুখ খুলে দেয় এবং রক্তচাপের মাত্রা কমায়, রক্ত সঞ্চালন বাড়ে শরীরে। গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়ম করে রোজ বিটের রস খেলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে, আর শরীরও থাকে চাঙ্গা।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়- আবহাওয়ার পরিবর্তনে জ্বর, সর্দি, কাশি এখন ঘরে ঘরে। এই সময়ে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে, শরীর চাঙ্গা রাখতে নিয়ম করে বিটের রস খেতে পারেন। বিটে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন সি, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

ত্বকের জন্য ভাল- বিটে থাকা ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ত্বক সুস্থ রাখে, জেল্লা বাড়ায়। ত্বকের দাগ-ছোপ, শুষ্কভাব, বলিরেখার মতো সাধারণ সমস্যাগুলি প্রতিরোধ করে এই সবজি। তাই রোজের ডায়েটে অবশ্যই রাখুন বিটের রস।

চুল পড়ার সমস্যা কমে- বিটের মধ্যে রয়েছে আয়রন, ফোলেট এবং ভিটামিন সি। এই সব উপাদান চুল ভাল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুধু চুল পড়া কমায় না, পাশাপাশি নতুন চুল গজাতেও সাহায্য করে বিটের রস।

অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য রয়েছে বিটে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের পাশাপাশি অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি গুণও রয়েছে। তাই, শারীরিক প্রদাহ কমাতে নিয়মিত বিটের রস পান করতে পারেন।

স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে
বিটে থাকা নাইট্রেট শরীরে রক্ত সঞ্চালনের হার বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। মস্তিষ্কেও রক্ত চলাচল ভাল হয়, স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে। প্রতিদিন নিয়ম করে বিটের রস খেলে স্মৃতিশক্তিও ভাল থাকে। এছাড়া, বিটে প্রচুর পরিমাণে ফোলেট থাকে যা কোষের বৃদ্ধি এবং কার্যকারিতায় সাহায্য করে, যার ফলে রক্তনালির ক্ষতি হয় না।

হজমশক্তি বাড়ায়- আপনি কি ঘন ঘন হজমের সমস্যায় ভোগেন? তাহলে রোজ পান করুন বিটের রস। বিটে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, যা কোষ্ঠকাঠিন্য এবং ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম প্রতিরোধে সাহায্য করে। কোলন ক্যান্সার, হৃদরোগ এবং ডায়াবেটিসের মতো ক্রনিক রোগের ঝুঁকি কমাতেও সাহায্য করে। : এই আর্টিকেলে উল্লিখিত সমস্ত তথ্য পরামর্শস্বরূপ। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবশ্যই চিকিতকের পরামর্শ নিন।

সব্জির গুণে জব্দ হবে পেটের মেদ?

ডায়েট, শরীরচর্চা, খাওয়া দাওয়ায় কঠোর নিয়ম মেনে রোগা হওয়া সম্ভব হলেও, পেটের মেদ সহজে ঝরতে চায় না। তার উপর সারা ক্ষণ অফিসে বসে কাজ। বেশির ভাগ দিনই বাইরের খাবার আনিয়ে খাওয়া। সব মিলিয়ে, “মধ্যপ্রদেশ” বাড়তেই থাকে। এ দিকে ঘরে-বাইরে কাজের চাপে শরীরচর্চারও সময় নেই। জিমে গিয়ে মেদ ঝরানোর ব্যাপারেও আলসেমি। তা হলে উপায়? জিমে না গিয়ে, শরীরচর্চা না করেও দিব্যি পেটের মেদ ঝরিয়ে ফেলতে পারেন। তার জন্য নিয়ম করে খেতে হবে কতগুলি চেনা সব্জি দিয়ে তৈরি পানীয়। কোন কোন সব্জির গুণে জব্দ হবে পেটের মেদ?

লাউয়ের রস- অনেকের অপছন্দ হলেও লাউ ওজন ঝরানোর পক্ষে কার্যকরী। লাউয়ে রয়েছে ভিটামিন এ,বি, সি। এ ছাড়াও এই সব্জিতে দ্রবণীয় ফাইবারের পরিমাণ অনেক বেশি। ফাইবার যে কোনও খাবার দ্রুত হজম হতে সাহায্য করে। শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার থাকলে ওজন কমানোও অনেক সহজ হয়ে যায়। ফাইবার ছাড়াও লাউয়ে প্রোটিন, পটাশিয়াম, মিনারেলসও আছে ভরপুর পরিমাণে। ওজন কমানোর প্রক্রিয়ায় যে উপাদানগুলি অত্যন্ত জরুরি।

বিটের রস- ওজন কমানোর জন্য নীতা অম্বানী রোজ সকালে দু’গ্লাস করে বিটের রস খেতেন। বিট ওজন কমাতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। বিটে রয়েছে ফোলেট, নাইট্রেট, ডায়েটারি ফাইবার, যা দ্রুত মেদ ঝরাতে সাহায্য করে। এ ছাড়াও বিটে ক্যালোরির পরিমাণ কম। ফলে দ্রুত ওজন ঝরাতে বেশি খেলেও কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

গাজরের রস- ছিপছিপে হতে গাজরের ভূমিকা বলা বাহুল্য। রোগা হওয়ার ডায়েটে গাজর রাখার পরামর্শ দিয়ে থাকেন পুষ্টিবিদেরা। মিনারেলস, ভিটামিন, ফাইবার, অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট গাজরে পুষ্টিকর উপাদানের শেষ নেই। এই উপাদানগুলি শরীর সুস্থ রাখতে সাহায্য করে তো বটেই, সেই সঙ্গে ওজন কমাতেও এর জুড়ি মেলা ভার। পুজোর আগে পেটের মেদ কী ভাবে ঝরাবেন, তা ভেবে রাতের ঘুম না উড়িয়ে বরং সপ্তাহে কয়েক দিন গাজরের রস খেতে পারেন।

শসার রস- স্যালাডে শসা তো থাকছেই। তবে বাড়তি সুফল পেতে শসা দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন স্বাস্থ্যকর পানীয়। শসায় জলের পরিমাণ ৯৮ শতাংশ। আর বাড়তি মেদ ঝরাতে শরীরে জলের পরিমাণ পর্যাপ্ত হওয়া জরুরি। শসা হজমশক্তি বাড়ায়। হজমের গোলমাল নিয়ন্ত্রণে থাকলে ওজন ঝরানোও সহজ হয়ে যাবে।

এই পাঁচ খাবার হল ডিমের বাবা

ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্টের মধ্যে অন্যতম হল প্রোটিন। এছাড়াও শরীরের জন্য কার্বোহাইড্রেট, চর্বি এই দুইয়েরই প্রয়োজন আছে। যা শরীরের বৃদ্ধি, রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়াতে আর শরীরের শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। প্রোটিনের মধ্যে থাকে অ্যামাইনো অ্যাসিড যা শরীরের জন্যেও খুব ভাল। শরীরে কোষের বৃদ্ধি, কোষ মেরামতের জন্য প্রয়োজন প্রোটিনের।

নতুন কোষ, পেশী আর হাড়ের গঠনেও ভীষণ রকম সাহায্য করে প্রোটিন। প্রোটিন শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি করতে সাহায্য করে। যার ফলে শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা অনেকটাই বাড়ে। আর তাই হরমোন তৈরি, হজম এবং বিপাকেও কোনও রকম সমস্যা হয় না। প্রোটিনের অভাবে শরীরে অনেক রকম সমস্যা দেখা যায়। শরীরে শক্তির ঘাটতি হয়, যার ফলে ক্লান্তি-দুর্বলতা এসব পিছু ছাড়তেই চায় না। শরীকে যদি প্রোটিনের ঘাটতি থাকে তাহলে সেখান থেকেও চুল পড়া, চুল পাতলা হয়ে যেতে পারে।

কোভিডের সময় থেকেই তাই প্রোটিন খাওয়ার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন চিকিতকরা। নিয়মিত প্রোটিন খেলে অনেক সমস্যা দূরে থাকে, নখ পাতলা হয়ে যায় না, নখ দুর্বল আর ভঙ্গুর হতে পারে। যার ফলে সংক্রমণ জনিত রোগের ঝুঁকি বাড়ে। প্রোটিনের ঘাটতি দূর করতে, রক্ত এবং কোষ গঠনেও দারুণ ভূমিকা রয়েছে প্রোটিনের।

অনেকেই ভাবেন ডিম ছাড়া অন্য কোনও কিছুর মধ্যেই পুষ্টি নেই। এদিকে ডিম হল পুষ্টির আধার। ডিমের মধ্যে থাকে প্রোটিন, ভিটামিন এবং খনিজ। আবার অনেকেই আছেন যাঁরা ডিম খান না। তবে চিন্তার কিছু নেই। ডিম ছাড়াও এই ৫ খাবারের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন, যা পুষ্টির দিক থেকে ডিমের বাবা। রোজ এই সব খাবার খেলে শরীরে অনেক রকম সমস্যাও সহজে দূর হয়ে যায়। অন্তত ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত কোনও রকম চিন্তাই থাকে না।

মুরগির ব্রেস্টের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন থাকে। আর তাই চেষ্টা করুন হাড়ের পরিবর্তে চিকেন ব্রেস্ট খাওয়ার। ১০০ গ্রাম মুরগির ব্রেস্টে ৩১ গ্রাম প্রোটিন থাকে।

মাছও খুব ভাল। মাছের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন থাকে। ১০০ গ্রাম মাছের মধ্যে ২০-৩০ গ্রাম পর্যন্ত প্রোটিন থাকে। সামুদ্রিক মাছের মধ্যে এই প্রোটিনের ভাগ সবচাইতে বেশি।

গ্রিক ইয়োগার্টও খুব ভাল এর মধ্যে প্রোটিনের ভাগ বেশি। রোজ একবাটি করে এই দই অবশ্যই খান। এছাড়াও ডাল, মটরশুঁটি খান নিয়ম করে।

কুইনোয়া আর ছোলাও খুব ভাল প্রোটিনের উত। এক কাপ কুইনোয়ার মধ্যে ৮ গ্রাম প্রোটিন থাকে। একই ভাবে ছোলার মধ্যে থাকে ১৫ গ্রাম প্রোটিন। তাই এই চানা আর কুইনোয়া অবশ্যই খান নিয়ম করে।

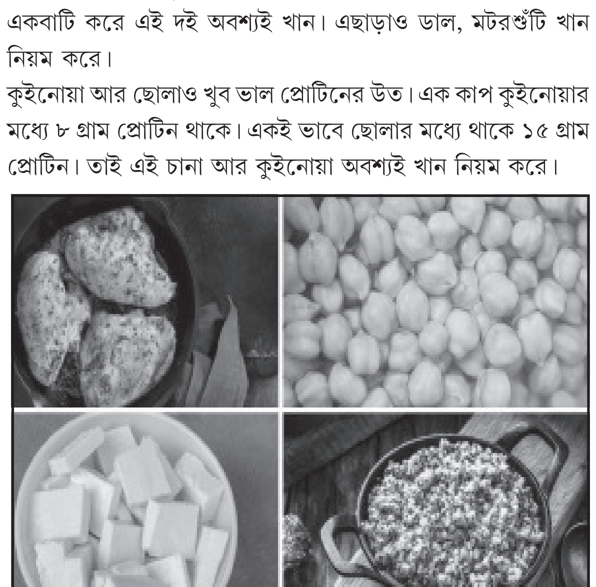

তেল ছাড়া প্রোটিন স্যালাড বানিয়ে খান, ওজন কমবেই

পুজোর আর ১৫ দিন বাকি। এদিকে মেঘ, ঘ্যানঘ্যানে বৃষ্টি দেখে মোটেই তা মালুম হচ্ছে না। বৃষ্টি আর কাদা প্যাচপ্যাচে আবহাওয়া কার আর ভাল লাগে পুজোর ঠিক মুখে! এখনও বাকি পুজোর শপিং, অফিস-ওয়েদার অনেকের ক্ষেত্রেই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পুজোর আগের একমাস জোর কদমে সকলেই শরীরচর্চা করেন। মেদবহুল চেহারাতে যে কোনও পোশাক যেমন মানায় না তেমনই শরীরে অতিরিক্ত মেদ জমলে শরীর অনেক দ্রুত ক্লান্ত হয়ে যায়। মেদ জমলে চামড়াতেও একটা ছাপ পড়ে। চামড়া কুঁচকে যায়, দেখতেও লাগে বয়স্ক। এই কারণেই বাড়তি মেদ ঝরিয়ে ফেলা খুবই প্রয়োজনীয়। এতে শরীর ভাল থাকবে, অনেক রোগ জ্বালাও সারবে।

শরীরচর্চার পাশাপাশি জোর দিতে হবে ডায়েটে। ডায়েট ঠিক থাকলে তবেই কিন্তু ওজন কমবে। এবার ডায়েট বললে অধিকাংশের ধারণা তেল ছাড়া স্বাদহীন খাবার। তবে ডায়েট খাবারও খেতে ভাল হয় যদি তা ঠিকমতো বানিয়ে নিতে পারেন।

আর ডায়েট করলে প্রোটিন বেশি খেতে হবে। প্রোটিন যেমন পেশির গঠনে সাহায্য করে ঠিক তেমনই মেদ গলাতেও সাহায্য করে। আর প্রোটিন খেলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত পেট ভরা থাকে।

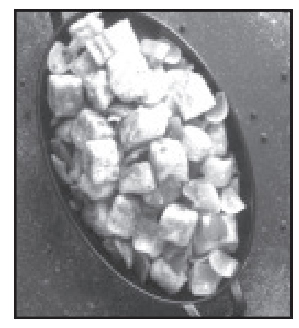

পনির প্রথমে বড় টুকরো করে কেটে নিতে হবে। একটা বাটিতে হাফ কাপ টকদই দিয়ে গোলমরিচের গুঁড়ো আর চাটমশলা মিশিয়ে নিন। হাফ চামচ কাশ্মীরী লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে-ধনে গুঁড়ো, নুন,একটু কসৌরি মেথি দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। এই টকদই এর ব্যাটারে একটু ধনেপাতা কুচি দিয়ে আবারও ভাল করে মিশিয়ে নিয়েপনিরের টুকরো দিয়ে ভাল করে কোট করে নিতে হবে। পনিরের টুকরোতে খুব ভাল করে এই মিশ্রণ মাখিয়ে রাখুন। এবার গ্রিলড প্যানে পনিরের টুকরো দিয়ে গ্রিলড করে নিতে হবে। এবার উল্টোপিঠও গ্রিল করে নিতে হবে। লো ফ্লেমেই রান্নাটি হবে। এবার পনির ভাল করে গ্রিলড হয়ে গেলে তা তুলে অন্য একটি প্লেটে রেখে দিতে হবে। এবার পনিরের স্লাইস থেকে লম্বা টুকরো করে নিতে হবে, বাকি মশলা যা গ্রিলড প্যানে থাকল তাতে বড় বড় টুকরো করে কাটা পেঁয়াজ, হলুদ-রেড বেলপেপার, ক্যাপসিকাম, বীজ ছাড়িয়ে নেওয়া দুটো টমেটো দিয়ে নাড়াচাড়া করে গ্যাস বন্ধ করে দিন। মিক্সিতে একমুঠো ধনেপাতা, টকদই, কাঁচালঙ্কা, চাটমশলা দিয়ে গুঁড়িয়ে নিন। একটা বাটিতে ওই মিশ্রণ ঢেলে পনির, সব রকম সবজি, লেটুস, ছোট হাফ কাপ আপেল কুচি, অঙ্কুরিত ছোলা দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে

দোকানের মত পরোটা আর আলুর তরকারি বানিয়ে নিন বাড়িতেই

একটা বড় বাটিতে তিন কাপ ময়দা, ১ চামচ নুন আর চিনি দিতে হবে। এবার অল্প অল্প জল দিয়ে ময়দা মেখে নিতে হবে। অল্প অল্প জল দিয়ে মাখলে পরোটা অনেক বেশি নরম হবে। খুব সামান্য তেল দিয়ে ময়ান দেবেন।

এই ময়দার ডো নরম করে জল দিয়ে মাখতে হবে। এই ময়দা যত নরম করে মাখা হবে তত ভাল খেতে হবে। ময়দা মেখে একটা ট্রান্সপারেন্ট সেলোফেন পেপার দিয়ে মুড়ে রাখতে হবে।

এবার আলুর তরকারি বানিয়ে নিতে হবে। কড়াইতে সাদা তেল গরম করে দুটো শুকনো লঙ্কা দিন। এর মধ্যে একটু পাঁচফোড়ন আর হিং দিন। এবার এর মধ্যে ছোট টুকরো করে কাটা দুটো আলু দিন। অল্প একটু নুন মিশিয়ে দিতে হবে। কড়াইতে ঢাকা দিয়ে ভেজে নিতে হবে। এবার এর মধ্যে হাফ চামচ আদা বাটা মিশিয়ে ভেজে নিতে হবে। এবার এককাপ জল দিয়ে ফুটতে দিন, দুটো কাঁচালঙ্কা ভেঙে দিন। স্বাদমতো নুন দিয়ে রান্না করতে হবে। উপর থেকে একটু ভাজা মশলা মিশিয়ে নিন। আলু সেদ্ধ হলে হাতা দিয়ে কয়েকটা ভেঙে নিন। এতে আলু খেতে ভাল হবে। স্বাদমতো নুন, চিনি দেখে নিতে হবে। এই আলু আগে ভাল করে ধুয়ে খোসা সহ সেদ্ধ করে নিন। এবার তা ছোট ছোট টুকরো করে তরকারিতে মেশান। এই আলুর তরকারিতে একটু খোসা থাকলে দেখতে ভাল হয়।

এবার এই ময়দার ডো আবারও হাত দিয়ে মেখে নিন। পাঁচ মিনিট ডো মেখে নিয়ে হাতে একটু তেল মাখিয়ে ময়দার ডো-তে মিশিয়ে দিতে হবে। লম্বা আকারে ডো গড়ে ওর থেকে বড় ৬ টা লেচি কেটে নিন। বেলন চাকিতে তেল মাখিয়ে যতটা পাতলা করে বেলা যায় সেই ভাবে বেলে নিতে হবে। বাকি ডো ঢাকা দিয়ে রাখুন। বাতাসের সংস্পর্শে আসলেই ডো শুকিয়ে যেতে পারে। বেলে নেওয়া রুটির একপাশে কাট দিয়ে উপর থেকে একটু ময়দা ছড়িয়ে দিতে হবে।

এবার ময়দার ডো লম্বা করে ফোল্ড করে নিতে হবে। এবার তা আবারও ফোল্ড করে গুটিয়ে ডো বানিয়ে নিতে হবে। এবার পাতলা গোল করে বেলে নিন ডো। একদম অল্প তেলে সেঁকে সেঁকে ভেজে নিতে হবে। এবার গরম অবস্থাতে পিটে নিয়ে ছিঁড়ে নিলেই তৈরি পেটাই পরোটা

ব্লাড সুগার কমাতে রোজের ডায়েটে মেনে চলুন

ডায়াবেটিস ধরা পড়লেই রোজকার খাবারে হাজারো বাধানিষেধ চলে আসে। চাইলেই সব কিছু খাওয়া যায় না। বাইরের খাবার তো একেবারেই বন্ধ। কোনও কোনও ঘরোয়া খাবারের ক্ষেত্রেও রয়েছে নিয়মকানুন। তবে নির্দিষ্ট অনেক খাবার রয়েছে যেগুলি ডায়াবেটিস রোগীদের নিয়মিত খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। তেমনই একটি খাদ্য হল রাগি বা মিলেট।

রাগিতে ফাইবার এবং খনিজের পরিমাণ অনেকটাই বেশি। রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ওজন কমাতেও সাহায্য করে। পাশাপাশি এতে থাকা ফাইবার অন্ত্রের জন্যও ভাল। আসুন জেনে নেওয়া যাক, ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে রাগির উপকারিতা ঠিক কী এবং রোজের ডায়েটে কী ভাবে রাখা যেতে পারে এই খাদ্যশস্য।

কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্স- রাগির গ্লাইসেমিক ইনডেক্স খুব কম, যার ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি হওয়া আটকায় এবং খুবই ধীরে ধীরে শর্করার মাত্রার বৃদ্ধি ঘটায়। তাই ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য অত্যন্ত উপকারী খাদ্য রাগি।

ফাইবার সমৃদ্ধ- রাগিতে ফাইবার প্রচুর পরিমাণে থাকে। এটি গ্লুকোজ শোষণকে ধীর করে দেয় এবং রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি রোধ করে।

পুষ্টিসমৃদ্ধ- বিভিন্ন ভিটামিন, ক্যালশিয়াম, আয়রন, পটাশিয়াম এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর রাগি। এই সব পুষ্টিগুলি আমাদের শরীরকে সুস্থ-সবল রাখে এবং ডায়াবেটিস সংক্রান্ত সমস্যা দূর করতে সহায়তা করে।

পেট ভরা রাখে- রাগিতে থাকা ফাইবার অনেক ক্ষণ পর্যন্ত পেট ভর্তি রাখে। তাই বার বার খিদে পাওয়ার প্রবণতা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকে। ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণেও রাগির জুড়ি নেই। আর ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকলে রক্তে শর্করার মাত্রাও ঠিক থাকবে।

গ্লুটেন-মুক্ত খাদ্য- রাগি একেবারেই গ্লুটেন-মুক্ত খাদ্য। যে কারণে সিলিয়াক ডিজিজ বা গ্লুটেন ইনটলারেন্স থাকা যে সকল ব্যক্তিদের ডায়াবেটিস আছে, তাঁদের জন্য রাগি খুবই উপকারী শস। দৈনন্দিন ডায়েটে রাগি অন্তর্ভুক্ত করার টিপস- রাগির হাজারও উপকারিতার কারণে রোজকার খাদ্যতালিকায় এটি রাখার পরামর্শ দেন চিকিতকরা। তবে অতিরিক্ত পরিমাণে এই শস্য খেলে শরীরে পটাশিয়ামের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। বমি বমি ভাব এবং বুকে ব্যথার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাছাড়া, রাগি খুব ধীরে ধীরে হজম হয়। ফলে অতিরিক্ত রাগি খাওয়ার কারণে মারাত্মক কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা হতে পারে। তাই দিনের কোনও একটা সময় অর্থাতসকালে বা দুপুরে বা রাতের মেনুতে রাখতে পারেন এই খাদ্যশস্য। - সকালের জলখাবারে রাগির খিচুড়ি, রাগি ইডলি বা দোসা অথবা রাগি প্যানকেক বানিয়ে খাওয়া যেতে পারে।- দুপুরের খাবার বা লাঞ্চে রাগি রুটি, রাগি উপমা, রাগি সালাদ রাখতে পারেন। -ডিনার বা রাতের খাবারে রাগি স্যুপ, রাগি পাস্তা এবং রাগি খিচুড়ি খেতে পারেন।

সোমবার আগরতলা ২০ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। নিজস্ব ছবি।

প্রতিবাদী চিকিৎসকদের কটাক্ষের দায়ে অভিনেত্রী সুদীপ্তার তোপে বিধায়ক কাঞ্চন

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ”সরকারি বেতন, বোনাস নেবেন তো?, আন্দোলনকারী ডাক্তারদের প্রশ্ন ছুঁড়েছিলেন তৃণমূল বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক। তার প্রেক্ষিতেই কটাক্ষ করলেন ক্ষুব্ধ অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তী! আর জি কর কাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে রবিবার আন্দোলনকারী ডাক্তারদের উদ্দেশে কাঞ্চন মল্লিক প্রশ্ন ছুঁড়েছিলেন, “সরকারি বেতন, বোনাস নেবেন তো নাকি?” উত্তরপাড়ার তারকা বিধায়কের এই মন্তব্য ভাইরাল হতেই সামাজিক মাধ্যমে অসন্তোষ প্রকাশ করেন অনেকে। প্রিয় অভিনেতার ‘বিবেকবোধ’কেও কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন একাংশ।

এই আবহেই বন্ধু-সহকর্মী কাঞ্চন মল্লিককে কড়া ভাষায় পালটা জবাব দিলেন সুদীপ্তা চক্রবর্তী। বন্ধু কাঞ্চন মল্লিককে ‘মাননীয় বিধায়ক’ সম্বোধন করে অভিনেত্রীর মন্তব্য, “কর্মবিরতি তে থাকা ডাক্তাররা সরকারী চাকরি করেন বলে তাঁদের কর্মস্থলে দিনের পর দিন ধরে ঘটে যাওয়া সরকারের অন্যায় কাজ নিয়ে তাঁরা প্রশ্ন তুলতে পারবেন না? সরকারি পদক্ষেপ নিয়ে হতাশা বা উষ্মা প্রকাশ করতে গেলে একজন সরকারি চাকুরিজীবীর মাইনে নেওয়া যাবে না? বিচারের দাবিতে মিছিলে গিয়েছেন বলে তাঁদের পুজোর আগে প্রাপ্য বোনাস নিয়ে খিল্লি করে বলবেন- বোনাস যে হয়, সেটা নেবেন তো, না নেবেন না?”

সুদীপ্তার বক্তব্য, ‘চাকরি’ শব্দটা তো আপনি আক্ষরিক অর্থেই নিয়ে নিয়েছেন মশাই!

সরকারি হাসপাতালে নৃশংসভাবে ধর্ষিত ও খুন হয়ে যাওয়া তিলোত্তমার মা বাবা কে ‘মেয়ে আত্মহত্যা করেছে’ বলল কেন- এই প্রশ্ন করার আগে সরকারের দেওয়া পুরস্কার ফেরত দিয়ে দিতে হবে? না, মানে, বিবেকের তাড়নায় কেউ ফেরত দিতেই পারেন। কিন্তু সেটাই আগাম শর্তাবলী নাকি?

সুদীপ্তার তোপ, দেওয়ালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি ঝুলিয়ে রেখে এই নির্লজ্জ কমেডি করার আগে একবারও ভাবলেন না? আপনার কমেডি অভিনয়ই কিন্তু মানুষের মনে একদিন আপনার পাকাপাকি স্থান দিয়েছিল। আমিও তার ফ্যান।

কিন্তু আজ যেটা করলেন, ওটা কমেডিও হয়নি, অভিনয়ও হয়নি।

আপনার শুভ বুদ্ধির উদয় হোক শিগগিরই, এই কামনা করি।”

কৃষকদের জীবনযাত্রা ও আয় বাড়াতে বড় উদ্যোগ, ৭টি সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কৃষকদের জীবনযাত্রা ও আয় বাড়াতে বড় উদ্যোগ নিল নরেন্দ্র মোদী সরকার। সোমবার ৭টি বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, ’কৃষকদের জীবনযাত্রার উন্নতি এবং তাঁদের আয় বৃদ্ধির জন্য সোমবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে ৭টি বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথমটি হল - ডিজিটাল কৃষি মিশন। এটি কৃষির জন্য ডিজিটাল পাবলিক পরিকাঠামোর ভিত্তিতে তৈরি করা হচ্ছে। কয়েকটি ভাল পাইলট প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে এবং আমরা সাফল্য অর্জন করেছি। এর ভিত্তিতে, মোট ২,৮১৭ কোটি টাকা বিনিয়োগের সঙ্গে ডিজিটাল কৃষি মিশন স্থাপন করা হবে।’কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আরও জানিয়েছেন, ’দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হল, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সম্পর্কিত। কীভাবে আমরা আমাদের কৃষকদের, আমাদের কৃষি সম্প্রদায়কে জলবায়ু-সহনশীল শস্য বিজ্ঞান এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিরাপত্তা ২০৪৭-এর জন্য প্রস্তুত করব - এই বিষয়টি মাথায় রেখে এই কর্মসূচির জন্য ৬টি স্তম্ভ স্থাপন করা হয়েছে। যা ৩,৯৭৯ কোটি টাকা ব্যয়ে করা হবে।’

প্রয়াত কীর্তি আজাদের স্ত্রী পুনম, শোক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : পুনম আজাদের প্রয়াণে শোক জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোমবার মুখ্যমন্ত্রী এক্সবার্তায় লিখেছেন, “আমাদের সাংসদ এবং বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেটার কীর্তি আজাদের স্ত্রী পুনম ঝা আজাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন জেনে দুঃখিত। আমি পুনমকে অনেকদিন ধরে চিনি। আমি জানতাম যে তিনি গত কয়েক বছর ধরে গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। কীর্তি এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তাঁদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন এবং পুনমের শেষ লড়াইয়ে সব সময় তাঁর পাশে ছিলেন। কীর্তি এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা রইল। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।”

উইমেন্স সাফের সূচি প্রকাশ: ভারতের গ্রুপে পাকিস্তান

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উইমেন্স সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের সূচি প্রকাশ করল দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবল নিয়ন্ত্রক সংস্থা সাফ। আগামী ১৭ অক্টোবর থেকে নেপালের কাঠমান্ডুতে হবে মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ। ”এ” গ্রুপে আছে প্রতিযোগিতার রেকর্ড পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ভারত। আর দুটি দল হল পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। নেপালের দশরথ স্টেডিয়ামে উদ্বোধনের দিনে মুখোমুখি হবে ভারত ও পাকিস্তান। ‘বি’ গ্রুপে স্বাগতিক নেপালের সঙ্গে আছে ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ। ২৭ অক্টোবর হবে দুটি সেমিফাইনাল ও ৩০ অক্টোবর হবে ফাইনাল।

PNIT NO.: 29/EE/MNP/PWD(R&B)/2024-25 Date 29/08/2024

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD (R&B), Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

Sl. No.	PNIeT No & DNIeT No	Last Date and time for document downloading and Bidding	Time and date of Opening of Bid/Technical Bid
1.	PNIT No. 29/EE/MNP/PWD(R&B)/2024-25 &	Upto 3.00 pm On 17/09/2024	At 4.00 pm on 17/09/2024 (If possible)
i)	DNIT No. 58/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2024-25		
ii)	DNIT No. 59/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2024-25		

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C/1371/24

(For & on behalf of the Governor of Tripura)
(Er. Nihar Rn. Debbarma)
Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD (R&B),
Mohanpu, west Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 11/EE/SNM/PWD/2024-25, Dt: 31/08/2024.

The Executive Engineer, Sonamura Division, PWD(R&B), Sonamura, Sepahijala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' 'percentage rate e-tender' up to 3.00 P.M. on 14/09/2024 for the following work:

SL No	Name of work (DNIeT No)	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	26/R/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/ 2024-25	Rs. 1,45,61,870.81	Rs 2,91,237.00	120 Days
2	27/R/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/ 2024-25	Rs 1,42,66,535.11	Rs 2,85,331.00	180 Days
3	28/R/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/ 2024-25	Rs 1,25,95,536.00	Rs 2,51,911.00	60 Days
4	29/R/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/ 2024-25	Rs 1,45,59,988.00	Rs 2,91,200.00	90 Days
5	30/R/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/ 2024-25	Rs 1,25,53,036.00	Rs 2,51,061.00	90 Days
6	55/EE/SNM/PWD /2024-25	Rs.24,25,980.00	Rs. 48,520.00	30 Days
7	56/EE/SNM/PWD/2024-25	Rs. 24,22,824.00	Rs. 48,456.00	30 Days
8	57/EE/SNM/PWD /2024-25	Rs.24,25,980.00	Rs. 48,520.00	30 Days

For more tender details please visit the websites: https://tripuratenders.gov.in

ICA/C/ 1374/24

(Er. Dhananjoy Debbarma)
Executive Engineer
Sonamura Division, PWD(R&B)
Sonamura, Sepahijala, Tripura

No 10676-8 /F.16(17)/QM/KTDSPTA/2020(Part), Dated. 29-8-24

NOTICE INVITING TENDER NO-07/ 2024.

Sealed Tenders are hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from the enlisted Contractors / Firms / Agencies of Tripura PWD/CPWD/TTADC/MES of appropriate class in PWD form 07(seven) in non judicial stamp paper costing of Rs-50/(fifty) only up to 1500 hrs. on 18-09-2024 for the under noted works and sealed tender will be opened on the same date at 1530 hrs.

Sl No.	Name of Work	Quantity	Estimate Cost	Bank Draft/ Demand Draft.	Time of Completion.
01.	Repair / Maintenance of TTS Barrack No- 05 (M.T. Section) (40'X 20') at KTDS PTA, Narsingarh, Tripura.	01 (one) Job.	Rs.4,,44,294/-	Rs- 11,107/-	60 days. (02) two month.

The details of tender notice as well as terms & Condition along with estimate may be obtained on payment of Rs-1,000/- (as the cost of tender fee) from the office of the undersigned and also can be seen at office notice board of the undersigned on any working day during office hours and these can also be seen in the Government of Tripura and Tripura police Websites.

ICA/C/ 1380/24

Sd/- (Nabadwip Jamatia)
Principal
KTDS Police Training Academy,
Narsingarh, Tripura.

কাশ্মীরে ফের সন্ত্রাসী হামলা, জম্মুর সেনাঘাঁটিতে জঙ্গিদের গুলিতে মৃত্যু জওয়ানের

জম্মু, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কাশ্মীরে ফের সন্ত্রাসবাদী হামলা! এবার জম্মুর সুঞ্জওয়ান সেনাঘাঁটিতে জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণ হারালেন একজন সেনা জওয়ান। সোমবার জম্মুর সুঞ্জওয়ান মিলিটারি স্টেশনের বাইরে থেকে সন্ত্রাসবাদীরা গুলি চালালে ওই জওয়ান আহত হন। তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে, কিন্তু পরে ওই সেনা জওয়ান মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সুঞ্জওয়ান মিলিটারি স্টেশনের বাইরে থেকে লুকিয়ে সন্ত্রাসবাদীরা গুলি চালায়, সেই গুলি লেগে এক জওয়ান আহত হন। পরে ওই জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। গুলি চালানোর পর জঙ্গিরা পালিয়ে যায়, সন্ত্রাসবাদীদের ধরতে চারিদিকে চিরুনি তল্লাশিতে নেমেছে সেনাবাহিনী।

বৃষ্টি বিধ্বস্ত অন্ধ্রে বুলডোজারে চেপে পরিদর্শন চন্দ্রবাবুর

বিজওয়াড়া, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিগত কিছুদিন ধরে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানার বিভিন্ন এলাকায় প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। জলের তলায় বহু এলাকা। সোমবার সকাল থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে দেখেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু। এদিন সকালে নৌকায় চেপে বিজয়ওয়াড়ার জলমগ্ন অঞ্চল ঘুরে দেখেন। বেলা গড়াতে রাজ্যের অন্যান্য দিকে বুলডোজারে চেপে পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে এদিন ছিলেন সরকারের উচ্চপদস্থ কর্তারা। বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখে কী-কী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে তা পর্যালোচনা করেন তাঁরা।

উল্লেখ্য, প্রবল বৃষ্টিতে অন্ধ্রপ্রদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা জলের তলায়। ঘর-বাড়ি, রাস্তাঘাট সব ডুবে গিয়েছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা বহু গাড়ি জলে ডুবে গিয়েছে। জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত। টানা বৃষ্টিতে বিঘা বিঘা চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুর্যোগকবলিত এলাকায় উদ্ধারকাজ চলছে পুরোদমে।

বৈষ্ণোদেবী যাত্রাপথে ভূমিধসে দুই মহিলা পুণ্যার্থীর মৃত্যু, এক তরুণী আহত

রিয়াসি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের রিয়াসি জেলায় বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের নতুন যাত্রাপথে ভূমিধসে প্রাণ হারালেন দুই মহিলা তীর্থযাত্রী। এছাড়াও এক তরুণী আহত হয়েছে। সোমবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ ভবন থেকে তিন কিলোমিটার দূরে পাঁচির কাছে ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। লোহার কাঠামোর একটি অংশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।পুণ্যার্থীরা মন্দিরের দিকে যাওয়ার সময় ভূমিধসের কারণে লোহার কাঠামোর নিচে চাপা পড়েন। রিয়াসির ডেপুটি কমিশনার বিশেষ পল মহাজন বলেছেন, এই ঘটনায় দুই মহিলা মারা গিয়েছে এবং একটি মেয়ে গুরুতর আহত হয়েছে। ডেপুটি কমিশনার মহাজন কাটরা যাচ্ছেন, ত্রিকুটা পাহাড়ের চূড়ায় যেখানে তীর্থযাত্রীদের জন্য বেস ক্যাম্প আছে।

প্রয়াত কীর্তি আজাদের স্ত্রী, প্রাক্তন নেত্রী পুনম

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : প্রয়াত হলেন একাধিক রাজনৈতিক দলের প্রাক্তন নেত্রী তথা সাংসদ কীর্তি আজাদের স্ত্রী পুনম ঝা আজাদ। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। শেষ কয়েক মাস ভর্তি ছিলেন দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে।

পুনম আজাদ ঝা দীর্ঘ দুই দশকের বেশি সময় ধরে বিজেপির হয়ে গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন। বিহারে বিজেপির মহিলা মোর্চার দায়িত্ব সামলেছেন। একধারে সংসার অন্যদিকে রাজনীতি, পাশাপাশি স্বামীর ক্রিকেটার থেকে রাজনৈতিক জীবনে উত্তরণ সবকিছুই সামলেছেন একজন দক্ষ কারিগরের মত। গত মে মাসে পুনমের ৫৯-তম জন্মদিনে অনেক আপাত-অজানা কথা তিনি তুলে ধরেছিলেন সাংবাদিকের কাছে।

পুনম আগে বিজেপির সদস্য ছিলেন। তিনবার ছিলেন জাতীয় নির্বাহী কমিটিতে। এই দলের টিকিটে দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেন। তিনি প্রয়াত দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং কংগ্রেস নেত্রী শীলা দীক্ষিতের বিরুদ্ধে ২০০৩ সালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। সে সময় কীর্তিও বিজেপি-তে ছিলেন। কিন্তু প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির আমলে দিল্লি এবং জেলা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনে (ডিডিসিএ) দুর্নীতির অভিযোগ আনার পরে কীর্তিকে দল থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল।

২০১৬ সালের নভেম্বরে পঞ্জাবের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি ছেড়ে আম আদমি পার্টিতে (এএপি) যোগ দেন পুনম। ওই নির্বাচনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। কিন্তু ২০১৭-র এপ্রিলে তিনি এএপি-র স্বচ্ছতা নেই বলে অভিযোগ করে কংগ্রেসে যোগ দেন।

কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার সময়ে প্রতিক্রিয়ায় পুনম বলেন, ‘এ যেন নিজের দেশে প্রত্যাবর্তন’’। ২০২০-তে দক্ষিণ দিল্লি জেলার সঙ্গম বিহার কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তিনি। দিল্লি নির্বাচনের জন্য কংগ্রেসের প্রচার কমিটির প্রধান নিযুক্ত হন তাঁর স্বামী কীর্তি।

সোমবার দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে মৃত্যু হয় তাঁর স্ত্রী পুনম আজাদের। সমাজমাধ্যমে নিজেই স্ত্রীর মৃত্যুর খবর জানান কীর্তি।

জৈব জ্বালানি সেক্টর ভারতের কৃষি ও গ্রামীণ ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করবে : নীতিন গড়করি

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জৈব জ্বালানি সেক্টরের অপার সম্ভাবনা রয়েছে, এই সেক্টর ভারতের কৃষি ও গ্রামীণ ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করবে। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি। সোমবার সকালে দিল্লির যশোভূমিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী বায়োএনার্জি ও টেক এক্সপোর উদ্বোধন করেছেন।এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা রাখার সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি বলেছেন, ’বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য অর্জনের জন্য ভারতকে আমদানি কমাতে হবে এবং রফতানি বাড়াতে হবে।’ নীতিন গড়করি বলেছেন, ’প্রতি বছর, আমাদের ২২ লক্ষ কোটি টাকা পর্যন্ত জীবাশ্ম জ্বালানি আমদানি হয়। এটি শুধুমাত্র বায়ু দূষণের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি বড় সমস্যা নয়, এটি একটি বড় অর্থনৈতিক সমস্যাও। তাই এখন এটা শুরু করার ফলে, এমন দিন আসবে যখন আমরা আমাদের আমদানি কমাব।’

ফের সিবিআই দফতরে হাজিরা সন্দীপের, এই নিয়ে টানা ১৫-দিন ম্যারাথন জেরা

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ফের সিবিআই-এর মুখোমুখি হয়েছেন আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। সোমবার সকাল ১০.৪০ মিনিট নাগাদ সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআই দফতরে হাজিরা দিয়েছেন সন্দীপ, এই নিয়ে টানা ১৫-দিন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার মুখোমুখি হলেন সন্দীপ ঘোষ। ইতিমধ্যেই ১৫০ ঘণ্টারও বেশি সময় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে তাঁকে। করানো হয়েছে পলিগ্রাফ টেস্টও।আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের তদন্তের পাশাপাশি ওই হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতির তদন্তেরও দায়িত্ব পেয়েছে সিবিআই। দু’টি মামলাতেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে। এই নিয়ে ১৫-বার সিবিআইয়ের জেরার মুখোমুখি হয়েছেন সন্দীপ। অন্যদিকে, আর জি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলিকেও ইডি এদিন সিজিও কমপ্লেক্সে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

অসমে চুক্তিভিত্তিক ২৩,৯৬৫ জন শিক্ষককে স্থায়ী নিয়োগপত্র বিতরণ মুখ্যমন্ত্রীর, আরও ৫০ হাজার চাকরির প্রতিশ্রুতি

গুয়াহাটি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসমে চুক্তিভিত্তিক ২৩,৯৬৫ জন শিক্ষককে স্থায়ী নিয়োগপত্র বিতরণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আরও ৫০ হাজার সরকারি চাকরি প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।আজ সোমবার গুয়াহাটির খানাপাড়া ময়দানে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা সমগ্র শিক্ষা, অসমের অধীনে উচ্চ ও নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চুক্তিভিত্তিক এবং রাজ্য পুল শিক্ষকদের স্থায়ী নিয়োগপত্র বিতরণ করেছেন। নিয়োগপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগু। ছিলেন পরিষদীয় মন্ত্রী নন্দিতা গারলোসা, বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ প্রমুখ সরকারি শীর্ষ আধিকারিক, নিয়োগপত্র-প্রাপক এবং তাঁদের অভিভাবক সহ সাধারণ নাগরিকবৃন্দ।এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্থায়ী নিয়োগপত্র-প্রাপকদের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া তিনি বলেন, ‘আমার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল, ক্ষমতায় এলে এক লক্ষ বেকার যুবক-যুবতীকে সরকারি চাকরি দেওয়া হবে। প্রতিজ্ঞা পালন করেছি আমি। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রদত্ত সংখ্যা অতিক্রম করেছে। গত ২০২১ সালের পর আজ পর্যন্ত ১, ২৪,৩৪৫ জনকে সরকারি চাকরি প্রদান করেছে আমার সরকার।’ এছাড়া আগামী ২০২৫-এর মে মাসের মধ্যে আরও ৫০ হাজার বেকার যুবক-যুবতীকে সরকারি চাকরি দেওয়া হবে।

NOTIFICATION

Application(s) are invited for filling up the posts of Secretary and 20 Members from the Allied & Healthcare Professionals of Tripura domiciled to constitute The Tripura State Allied & Healthcare Council (TSAHC) for Two years tenure as follows:

Sl. No.	Name of Post	Position	Essential Qualification
1.	Member	2 (Two) for Medical Laboratory & Life Sc. Profession.	1. Post Graduate/Graduate Degree in the subject with fifteen years' experience. / Or, 2. Diploma with twenty years' experience. (under section 8(1) of TSAHC Rule 2022)
2.	Member	2 (Two) for Trauma, Burn Care and Surgical/ Anaesthesia professional.	Do.
3.	Member	2 (Two) for Physiotherapy Professional/ Physiotherapist	Do.
4.	Member	2 (Two) for Nutrition Science Professional / Dieticians.	Do.
5.	Member	2 (Two) for Ophthalmic Sciences Professional / Optometrist.	Do.
6.	Member	2 (Two) for Occupational Therapy Professional	Do.
7.	Member	2 (Two) for Community Care, Behavioural Health Sciences and other Professionals.	Do.
8.	Member	2 (Two) for Medical Radiology, Imaging and Therapeutic Technology Professional.	Do.
9.	Member	2 (Two) for Medical Technologists and Physician Associate.	Do.
10.	Member	2 (Two) for Health Information Management and Medical Records Professional.	Do.
11.	Secretary	1 (One)	A Post-Graduate/Graduate Degree in Allied & Healthcare profession with twenty years of experience in the field. (under section 8(2) of the TSAHC Rule.)

A Post-Graduate/Graduate Degree in Allied & Healthcare profession with twenty years of experience in the field. (under section 8(2) of the TSAHC Rule.)

Interested candidates are hereby requested to submit their application (hard copy only) through the prescribed format attached herewith to the Director of Health Services, Govt. of Tripura, P.N.Complex, Agartala (through proper channel, if Govt. employee). Last date of submission of applications on 10/09/2024 up-to 03:00PM.

ICA/D/753/29

Dipa Debbarma
Under Secretary to the
Government of Tripura Health & F.W.Department

মাইকেল মধুসুধনের উপর আয়োজিত অনুষ্ঠান নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। নিজস্ব ছবি।

তিন বাংলাদেশী নাগরিক আটক

আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: সীমান্তে কড়া নিরাপত্তার পরও অবৈধভাবে বাংলাদেশীরা রাজ্যে প্রবেশ করছেন। আবারো অনুপ্রবেশের দায়ে তিনজন বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করেছে পশ্চিম আগরতলা থানায় পুলিশ।
পশ্চিম থানার ওসি পরিতোষ দাস বলেন, গত ২৯ আগস্ট লঙ্কামুড়া থেকে এক বাংলাদেশী নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছিল। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে আরও দুইজন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করা হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে আগরতলা আর এম এস চৌমুহনী থেকে আরও তিন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করা হয়েছে। আজ তাদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

পরিষদের

● আটের পাতার পর

এবং তার পরবর্তী হিংসার ঘটনার আক্রমণের শিকার হয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রাদয়। দুষ্কৃতীদের হামলায় প্রায় ১৭ টি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। তাদের আক্রমণ শিশু এবং বৃদ্ধা ও রেহাই পায়নি। পাশাপাশি, কিছু দিন আগে গন্ডাছরায় পরিস্থিতিও উত্তপ্ত হয়েছিল।
তাঁর অভিযোগ, রাজ্যের ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টি করার ষড়যন্ত্র চলছে। প্রতিনিয়ত সংখ্যালঘুরা আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। তাই তাদের নিরাপত্তা দাবি সহ ষড়যন্ত্রকারীদের চিহ্নিত করে শাস্তির দাবিতে পুলিশ সদর দপ্তরে ডেপুটেশন প্রদান করেছে ত্রিপুরা জনঅধিকার সংগ্রাম পরিষদ।

বাম-কংগ্রেসের

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী মন্ত্রীর সামাজিক মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করছে। বিবৃতিতে সি পি আই (এম) বলেন, এই বিবৃতি ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক। এতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারীরা উৎসাহিত হবে।
আরও বলেন, একজন মন্ত্রীর এ ধরনের উস্কানীমূলক বিবৃতি ও অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা সরকার এবং পুলিশ প্রশাসনের দিক থেকে দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পাশাপাশি, এই মন তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন প্রদেশ ত্রিপুরা কংগ্রেস। মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক মন্তব্যের কড়া ভাষায় প্রতিবাদ করল প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব।
আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, একজন মন্ত্রী হয়ে কি করে এরকম সাম্প্রদায়িক বক্তব্য রাখলেন। অবিলম্বে তাকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দিতে হবে না হলে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রদেশ কংগ্রেস রাজ্যব্যাপী তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলবে।

যন্ত্রনা

● প্রথম পাতার পর

সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হবে, তা অস্বীকারের সুযোগ নেই।
কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে বিভিন্ন রাজ্য সরকার ত্রিপুরার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন সংগঠন, সমাজ সেবী সংস্থা, মন্ত্রিসভার সদস্য, বিধায়ক, ব্যবসায়ী মহল, চিকিৎসকগণ, ক্রীড়া জগৎ, সংস্কৃতি জগৎ সহ আরও অনেকেই মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে দান করে চলেছে। ইতিমধ্যে ওই ত্রাণ সংগ্রহ ১০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। এখন শুধুই সরকারি সহায়তা অসহায় মানুষের দরজায় পৌছে দিতে হবে। এক্ষেত্রে, দলমত নির্বিশেষে সকলকে প্রাপ্যটা বুঝিয়ে দিতে হবে। ত্রাণ সামগ্রী বন্টনে দলবাজির অভিযোগ রয়েছে। দুর্যোগে মোকাবিলা তহবিল বন্টনে রাজ্য সরকার তেমনই কলঙ্কের দাগ গায়ে মাখবে না বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জলপাইগুড়িতে হাতির আক্রমণে আহত বৃদ্ধ

জলপাইগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : জলপাইগুড়িতে সোমবার হাতির আক্রমণে গুরুতর আহত এক বৃদ্ধ। আহত বৃদ্ধের নাম নর বাহাদুর ছেত্রী (৭২)। নকশালবাড়ির দক্ষিণে রথখোলার বাসিন্দা।জানা গেছে, এদিন সকালে খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জের কালিডাঙ্গা এলাকায় মর্নিং ওয়াক করতে গিয়েছিলেন নর বাহাদুর ছেত্রী। ঠিক তখনই হাতির পাল ঝাড়ুজোট বন থেকে টুকরিয়াঝাড় বনের দিকে এগোচ্ছিল। এই সময় একদল হাতির পাল তাঁর ওপর হামলা চালায়। যার কারণে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে হাতির গর্জন শুনে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত বৃদ্ধকে উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে তাঁর চিকিৎসা চলছে।

প্যারিসে ১০০ মিটারের পর ২০০ মিটার দৌড়েও ব্রোঞ্জ জিতে ইতিহাস গড়লেন প্রীতি পাল

প্যারিস, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্যারিস প্যারালিম্পিক্সে আবারও পদক জিতলেন উত্তর প্রদেশের কন্যা প্রীতি পাল। ১দ্রদ্র মিটারের পর ২০০ মিটার দৌড়েও ব্রোঞ্জ পেলেন তিনি। এর ফলে প্যারিস প্যারালিম্পিক্সে দুটি পদক পেলেন তিনি। রবিবার রাতে ৩০.০১ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে তৃতীয় হয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য চলতি বছর কোবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে দুই ইভেন্টেই ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন তিনি।

শিলিগুড়িতে চোরাই স্কুটার—সহ গ্রেফতার যুবক

শিলিগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): চোরাই স্কুটার সহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সুমন চক্রবর্তী (২২)। তিনি দেশবন্ধু পাড়ার গোপাল মোদের বাসিন্দা।
পুলিশ সূত্রে খবর, ১৪ আগস্ট মহাবীর স্থান এলাকা থেকে একটি স্কুটার চুরি হয়। যার অভিযোগ জানানো হয় শিলিগুড়ি থানায়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নিযুক্ত পুলিশ সিসিটিভির সাহায্যে চোরকে শনাক্ত করে। এরপর রবিবার রাতে শিলিগুড়ির এনটিএস মোড এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। সোমবার অভিযুক্তকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়।

কাঞ্চনকে তোপ সুদীপ্তার পথেই হাঁটলেন বিদিপ্তা ঋত্বিক, ঋদ্ধি

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): অভিনেতা তথা তৃণমূল বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিককে সুদীপ্তা চক্রবর্তীর পথেই হেঁটেই তোপ দাগলেন অভিনেত্রী বিদিপ্তা চক্রবর্তী, অভিনেতা ঋত্বিক চক্রবর্তী, ঋদ্ধি সেন।
দীর্ঘদিনের সহকর্মীর বদলে যাওয়া দৃষ্টিভঙ্গি দেখে দুঃখিত, ব্যথিত সুদীপ্তা। বন্ধুত্বের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন কাঞ্চন মল্লিকের নাম । অন্যদিকে, ‘চাটা মল্লিক’ বলে কাঞ্চনকে তোপ দেগেছেন অপর এক অভিনেতা ঋত্বিক চক্রবর্তী । ”মেডিকেল কলেজে আপনার শিরদাঁড়াটা ফেরত দিয়ে আসুন” বলে কাঞ্চনকে কটাক্ষ করেছেন অভিনেতা ঋদ্ধি সেন।ঘটনার সূত্রপাত আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে রবিবার কোন্নগরে মহিলা তৃণমূলের ধর্নামঞ্চে। সেখানে হাজির ছিলেন বিধায়ক এবং অভিনেতা কাঞ্চন। তাঁরও দাবি নির্যাতিতার যে দোষী তাঁর মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু বিচারের দাবিতে টলিপাড়া থেকে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচির তীব্র নিন্দা করেছেন তিনি।এমন মন্তব্য সামনে আসার পর সামাজিক মাধ্যমে অভিনেতার বন্ধু-সহকর্মীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন । আওয়াজ তোলেন সুদীপ্তা, ঋত্বিকের মতো অভিনেত্রী-অভিনেতারা ।
অভিনেতা ঋত্বিক চক্রবর্তী লেখেন, ’ঘাঁটা মল্লিক, চাটা মল্লিক, ফাটা মল্লিক, টাটা মল্লিক।’ বিদিপ্তা লেখেন, ”ছিঃ কাঞ্চন মল্লিক ছিঃ”। অভিনেতা ঋদ্ধি সেনও গর্জে ওঠেন সামাজিক মাধ্যমে। তিনি লেখেন, ’যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরকারকে প্রশ্ন করতে গেলে সরকারি মাইনে ফেরত দিয়ে করতে হয় তাহলে সেই একই নিয়মে কাঞ্চন মল্লিকের বাজে বকার জন্য বিধায়ক-সহ যেকোনও রাজনৈতিক পদ ফেরত দিয়ে অবিলম্বে স্কুলে ফেরত চলে যাওয়া উচিত । ভারতীয় সংবিধান না জেনে রাজনীতি করা তো দূরের কথা, ঠিক করে মোসাহেবিও করা যায় না ন আপনাদের মতো কিছু লোকের ভোট চাওয়ার জন্য ”মানুষের পাশে থাকবো” বলা আর অঙ্ক টুকে পাশ করার চেষ্টা একই জিনিস, দুটোর পরিণতি একই, ইংরেজিতে বলেব্রঞ্স্খন’ আর বাংলায় ‘ভুল’ ।’

জুনিয়র চিকিৎসকদের লালবাজার অভিযান

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের পদত্যাগ-সহ চার দফা দাবি নিয়ে জুনিয়র ডাক্তারদের লালবাজার অভিযান হয়।আন্দোলনকারীদের আটকাতে বৌবাজারে বসে লোহার গার্ডরেল। ব্যারিকেড করা হয় বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিটেও। প্রায় ন’ফুট সমান উচ্চতার গার্ডরেলের দেওয়াল তুলে নিাপত্তার বজ্র আঁটুনি তৈরি হয়। বিচারের দাবিতে অবিচল থেকেই ‘লালবাজার অভিযান’ শুরু করেন জুনিয়র ডাক্তাররা। মিছিলের জেরে কার্যত স্তব্ধ বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট।প্রতিবাদে দেখা যায় অভিনবত্বও। হাতে প্রতীকী শিরদাঁড়া নিয়ে হাঁটেন জুনিয়র ডাক্তাররা। হাতে ছিলো গোলাপ ফুল, পোস্টার। মিছিল থেকে কলকাতার নগরপাল বিনীত গোয়েলের পদত্যাগের দাবি ওঠে। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, “শুরু থেকেই আমরা পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা দেখেছি। ঘটনাক্রম দেখলেও বোঝা যাবে, পুলিশি কার্যকলাপে বহু গরমিল রয়েছে। রাজ্যই সুপ্রিম কোর্টে সেই ঘটনাক্রম দিয়েছে। ১৪ তারিখ রাতেও আর জি করে যে ভাঙচুর হয়েছে, সেখানেও পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা ছিল। তিলোত্তমার পরিবারের প্রতিও পুলিশের ব্যাবহার ঠিক ছিল না।”প্রতিবাদে গোলাপ কেন? আন্দোলনকারীদের দাবি, ভুল ভাঙানোর জন্য। তাঁরা বলছেন, কর্তৃপক্ষ আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের দুষ্কৃতী বা বহিরাগত ভাবছে। তাদের এই ভুল ভাঙাতেই হাতে গোলাপ।

”আর জুটি বেঁধে মঞ্চে” নামবেন না কাঞ্চনের সঙ্গে জানিয়ে দিলেন অভিনেতা নীল

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): একটা মন্তব্য। তাতেই নিন্দার ঝড় নেটদুনিয়ায়। সোমবার নিজের সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে কাঞ্চনের সঙ্গে এক নাটকের শো বাতিল করলেন নাট্যশিল্পী সুজন নীল মুখোপাধ্যায়। সংক্ষেপে যিনি নীল নামেই পরিচিত।”মাগন রাজার পালা” নামক এক বহু প্রশংসিত নাটকের মূল দুই চরিত্রে মঞ্চে অভিনয় করতেন কাঞ্চন ও নীল। মাগনের চরিত্রে কাঞ্চন মল্লিক। তবে এদিন নীল পোস্ট করে ঘোষণা করেন ”মাগন আর রাজা আর জুটি বেঁধে মঞ্চে নামবে না। বেশ কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু বাস্তব বা মানুষের নিদান আসল। সেটা গ্রহণ করতে হয়। উল্টো দিকে এটাও সত্যি, কাঞ্চন মল্লিকের এই নাটকে যে অবদান, তা চিরকাল মনে গেঁথে থাকবে।”নীল লিখেছেন, “অভিনেতা হিসেবে ওঁর লড়াই, ওঁর নিষ্ঠা, ওঁর দক্ষতাকে আজীবন শ্রদ্ধা করব। বাকিগুলো ভুলে যাওয়ারই নামান্তর। আমরা একসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ-সহ সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ৫৫টি মতো অভিনয় করেছি। সে অভিজ্ঞতা ভোলার নয়। শিখেছি অনেক কিছু। কাঞ্চন ছাড়া মাগন হয় না, ওঁর অতুলনীয় অভিনয় এই নাটকের প্রাণ ছিল। আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

আর জি কর কাণ্ডের জেরে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন এক মহিলা আইনজীবী

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.)। আর জি করের ঘটনা নিয়ে মামলা করার জন্য হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁকে। এই অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন এক মহিলা আইনজীবী। রীতিমতো ‘টার্গেট’ করা হচ্ছে বলে দাবি করেছেন তিনি। তাঁকে খুন করা হতে পারে বলেও সুপ্রিম কোর্টে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি।
কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে ইতিমধ্যেই মামলা করেছেন আইনজীবী সংযুক্তা সামন্ত। আর এবার শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে তিনি জানিয়েছেন, সন্দেশখালি এবং আরজি কর মামলায় অংশগ্রহণের জন্য কলকাতা পুলিশ এবং রাজ্য প্রশাসন সুনির্দিষ্টভাবে টার্গেট করছে তাঁকে।
সোমবার তিনি সরাসরিভাবে অভিযোগ তোলেন কলকাতা হাইকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটরের বিরুদ্ধে। আইনজীবীর দাবি, পাবলিক প্রসিকিউটর অভিযুক্তদের পক্ষেই কাজ করছেন। বিচারপতি বি আর গাভাইয়ের এজলাসে অভিযোগকারী আইনজীবীর তরফে দাবি করা হয়, কলকাতা হাইকোর্টে পাবলিক প্রসিকিউটর তৃণমূল ক্যাডারের মতো কাজ করছেন। পশ্চিমবঙ্গের সিআইডি তথ্য প্রমাণ লোপাটে সহযোগিতা করছে। তৃণমূল শাসিত রাজ্যে মামলা করার জন্যই তাঁকে এই বিরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।সংযুক্তা সামন্তের আবেদন খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, যেহেতু মামলাটি হাইকোর্টে বিচারাধীন, তাই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে হবে।
প্রসঙ্গত, আর জি কর মামলার শুনানি চলছে সুপ্রিম কোর্টে। তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যু নিয়ে শীর্ষ আদালতে ইতিমধ্যেই একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে রাজ্য সরকারকে। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর ফের এই মামলার শুনানি রয়েছে।

স্বাতী মালিওয়াল নিগ্রহের ঘটনায় বৈভব কুমারের জামিন

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আম আদমি পার্টি (এএপি)-র রাজ্যসভার সাংসদ স্বাতী মালিওয়ালকে নিগ্রহের মামলায় জামিন পেলেন অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত বৈভব কুমার। সোমবার বৈভবকে জামিন দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।উল্লেখ্য, গত ১৮ মে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। তবে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ পরীক্ষার কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বৈভব কুমারকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের ব্যক্তিগত সহায়ক অথবা তাঁর দফতরের কোনও রকম পদে দায়িত্ব দেওয়া যাবে না বলেও স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আদালতের তরফে।

করিমগঞ্জে সপ্তম রাষ্ট্রীয় পোষণ মাসের সূচনা

করিমগঞ্জ (অসম) ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সমগ্র দেশ ও রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে করিমগঞ্জেও সোমবার সপ্তম রাষ্ট্রীয় পোষণ মাসের সূচনা করা হয়েছে। সোমবার করিমগঞ্জের জেলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদবের পৌরোহিত্যে তার কার্যালয় সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এই মাস পালনের সূচনা করা হয়। ‘অ্যানিমিয়া, গ্রোথ মনিটরিং, কমপ্লিমেন্টারি ফিডিং, পোষণ ভী পড়াই ভী, টেকনোলজি ফর বেটার গভর্নেন্স ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড বেটার সার্ভিস ডেলিভারি এবং এক পেড় মা কে নাম অভিযান - এই থিমগুলি নিয়ে সেপ্টেম্বর মাস ব্যাপী চলা করিমগঞ্জ জেলায় রাষ্ট্রীয় পোষণ মাস নিয়ে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক সৈয়দ আহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে জেলাশাসক স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য কারিগরি, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন ইত্যাদি সহযোগী বিভাগগুলির সাথে সমন্বয় রক্ষা করে রাষ্ট্রীয় পোষণ মাস সফল করতে আহ্বান জানান। তিনি মাসব্যাপী চলা এই কার্যসূচির বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে উৎসবের ন্যায় উদযাপন করতে এবং জনগণকে এই অভিযানে অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করতে আহবান জানান। পাশাপাশি তিনি স্বাস্থ্য বিভাগের আশা সুপারভাইজারদের এই অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে এবং পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন বিভাগের সখীদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে পরামর্শ দেন। তিনি ব্লক পর্যায়ে চলা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ফটো, ভিডিও এবং রিল তৈরি করে তা শেয়ার করতে বলেন। তিনি সমাজ কল্যাণ বিভাগকে বিভিন্ন এনজিও দের পক্ষ থেকে অপুষ্টি গ্রস্ত শিশুদের পুষ্টিকর যে কী প্রদান করা হয় তার ব্যবস্থা করতে ওই এনজিওগুলোর সাথে সমন্বয় রক্ষা করতে পরামর্শ দেন। তিনি চা বাগান এলাকাগুলোতে স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গদের কে নিয়ে সচেতনতা মূলক সভা অনুষ্ঠিত করতে পরামর্শ দেন। এদিনের অনুষ্ঠানে জেলা সমাজ কল্যাণ বিভাগের পোষণ অভিযানের জেলা সমন্বয়ক সৈয়দ মেহেবুবুর রহমান পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে মাসব্যাপী কার্যসূচী তুলে ধরেন। এতে ১ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, সহযোগী বিভাগ এবং জনগণকে নিয়ে এই মাস পালনের সম্পর্কে ব্যানার, পোস্টার ইত্যাদি প্রদর্শন করার কার্যসূচী চলবে। ৮ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর চা বাগান, শহুরে বস্তি ও পার্বত্য এলাকাগুলিতে ১৪ থেকে ১৮ বছরের মেয়ে, শিশু, গর্ভবতী মহিলা, দুগ্ধ পান করানো মাতৃ ও অন্যান্য মহিলাদের অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা সনাক্তকরণে পরীক্ষা চিকিৎসা এবং এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হবে। ১২ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর শিশুদের বিকাশ নিরূপণ করা হবে; এতে ব্লক পর্যায়ে অতি অপুষ্টিগ্রস্ত শিশুদের সনাক্তকরণ, স্বাস্থ্য বালক স্পর্ধার জন্য স্বাস্থ্যবান শিশুদের সনাক্ত করা হবে। এদিকে ১৭ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর মাতৃদুগ্ধ পান করানো নিয়ে আঙ্গনওয়াডি কর্মী ও সহায়িকারা শিবির করে পরামর্শ প্রদান এবং স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পুষ্টিকর খাদ্যের প্রদর্শনীর মাধ্যমে গর্ভবতী মা, দুগ্ধ পান করানো মাতৃ ও শিশুদের পরিচর্যা প্রদানকারীদের মধ্যে সচেতনতা অভিযান চালানো হবে। এদিকে ১২ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর থাকছে ‘পোষণ ভি পড়াই ভি’, এতে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশুদের তাদের অভিভাবক ও পরিচর্যাকারীদের সম্মিলিত করে বিভিন্ন পুষ্টিবর্ধক খেলাধুলা সম্পর্কে উৎসাহ এবং সাথে পুনব্যবহার যোগ্য সামগ্রী দিয়ে খেলনা প্রস্তুত ও প্রদর্শন এবং পরিবেশ রক্ষায় এক পেড় মা কে নাম এর অধীনে পরিবেশ রক্ষার শপথ নিয়ে বৃক্ষরোপণ করা হবে। এছাড়া ২৮ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর জল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা এবং স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বাজরা ইত্যাদি পুষ্টিকর খাদ্য প্রতিযোগিতা, ওই একই সময়সীমা পোষণ ভাটিকা অভিযান চলবে এতে অঙ্গনওয়াডি কেন্দ্র বিদ্যালয় প্রাঙ্গন গ্রাম পঞ্চায়েত সংলগ্ন প্রাঙ্গন ও অন্যান্য স্থানে পুষ্টিকর বাগান, ঔষধি গুণসম্পন্ন জনপ্রিয় ভাটিকা গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি থাকবে পুষ্টির জন্য যোগা এবং আয়ুষ। এতে যোগা সেশন এবং অধিকতর পুষ্টির জন্য আয়ুস অভ্যাস ও সচেতনতা শিবির আয়োজন করা হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত এডিসি মিনার্ভা দেবী আরামবাম আগামী ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলতে থাকা স্বাস্থ্য বিভাগের কৃমিনাশক অভিযানের অধীনে ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত বালক বালিকাদের বিকাশ জড়িয়ে রয়েছে তাই এই কার্যসূচী সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৃমিনাশক অভিযানও চালিয়ে যেতে আহ্বান জানান। পাশাপাশি তিনি সমাজ কল্যাণ ও স্বাস্থ্য বিভাগের সমন্বয়ে প্রতিটি আইসিডিএস প্রকল্পের কর্মকর্তা, আঙ্গনওয়াডি সুপারভাইজার, কর্মী, সহায়িকা, আশা কর্মী, সুপারভাইজারদের পোষণ মাসের কার্যসূচিগুলি সফল করে তুলতে আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে স্কুলসমূহের পরিদর্শক মিলন জ্যোতি দাস ও জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আরবিএসকে এর ডিসিও মনিষা রায় ঘোষ জেলায় পোষণ মাস সফল করতে তাদের বিভাগের পক্ষ থেকে সমন্বয় রক্ষা করে কিভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে সব কয়টি আইসিডিএস প্রজেক্টের প্রজেক্ট আধিকারিক, সুপারভাইজার বিভিন্ন সহযোগী বিভাগের কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

এরালিগুলের দীনদয়াল মডেল কলেজে সপ্তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

করিমগঞ্জ (অসম) ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার এরালিগুলস্থিত পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় আদর্শ মহাবিদ্যালয়ের ৭ম প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর গঙ্গা প্রসাদ প্রসেইন। অনুষ্ঠানে পার্শবর্তী এলাকার বিভিন্ন স্কুল যেমন মদনি গার্লস স্কুল, আসিমিয়া হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, আল ইকরা ন্যাশনাল একাডেমি, জফরগর এক্সটেন্ডেড উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা ড় জয়শ্রী চক্রবর্তী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দ, কর্মী ও ছাত্রছাত্রীরা। প্রদীপ প্রজ্বলন ও উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণ রাখেন অধ্যক্ষা ড় জয়শ্রী চক্রবর্তী। তিনি মহাবিদ্যালয়ের ৭ বছর পূর্তি উপলক্ষে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি তার ভাষণে প্রথমে মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করেন। সেইসাথে গত সাত বছরে কলেজের নানা কর্মকান্ডের বিবরণ ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা তুলে ধরেন। সেইসাথে আশা প্রকাশ করে বলেন, আগামী দিনেও ছাত্রছাত্রী ও মহাবিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে সমস্ত উদ্যোগ নেওয়া হবে। অধ্যক্ষ আগামীতে ন্যাক (ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড এক্রিডিটেশন কাউন্সিল)টিমের কলেজ পরিদর্শন বিষয়ে সকলকে অবগত করেন। এদিনের অনুষ্ঠানের মুখ্য আকর্ষণ ছিল, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর গঙ্গা প্রসাদ প্রসেইন মহাশয়ের মূল্যবান বক্তব্য। তিনি বলেন প্রথম সাত বছর একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গড়ে উঠার ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আর সকলের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ফলে সাত বছরে এই মহাবিদ্যালয় বিভিন্ন বাঁধা অতিক্রম করে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের এই কলেজের সুনাম অর্জনে ছাত্রছাত্রীদেরও যে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, সেকথা তিনি জোর দিয়ে বলেন। শুধু পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করলেই হবে না আদর্শ নাগরিক, আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠে দেশের ও সমাজের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে হবে। সকলে মিলে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এছাড়া অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক মঙ্গল বিশ্বাস, জফরগর এক্সটেন্ডেড উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাজমুল ইসলাম এবং অন্যান্য স্কুল থেকে আগত শিক্ষকরা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।ওই অনুষ্ঠানে গত সাত বছরের মহাবিদ্যালয়ের গৌরবময় যাত্রার কিছু স্মরণীয় মুহূর্তের ভিডিও ক্লিপ প্রদর্শন করা হয়।এদিন ছাত্র-ছাত্রীরা কবিতা আবৃত্তি, সঙ্গীত , নৃত্য পরিবেশন করে, যা প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানটিকে এক বিশেষ মাত্রা প্রদান করে। বারইগ্রাম রয়াল ইংলিশ একাডেমীর ছাত্র-ছাত্রীরা একটি শিক্ষামূলক নাটক অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করে। এছাড়া মদনি গার্লস স্কুলের ছাত্রী সাজিদা পারভীন অধ্যক্ষ ড় জয়শ্রী চক্রবর্তীকে নিয়ে লেখা তার স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনায়। অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক ছিলেন ড় মিঠুন নন্দী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড় কণিকা চক্রবর্তী ও ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক শিবপ্রসাদ শর্মা। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ন্যাক অ্যাক্রিডিটেশনের বাইনারি সিস্টেম নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য এবং ন্যাক এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার প্রফেসর গঙ্গা প্রসাদ প্রসেইন। তিনি বাইনারি সিস্টেমে ন্যাকের বিভিন্ন নূতন নিয়মনীতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় মহাবিদ্যালয়ের আইকিউএসি এর উদ্যোগে। এই পর্বে পাথারকান্দি কলেজ, রামকৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকারাও উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, ওইদিন মহাবিদ্যালয়ের দেয়াল পত্রিকা ‘মালঞ্চ’-এর ষষ্ঠ সংখ্যাটিরও উন্মোচন করা হয় বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতিতে।

মৃতদেহ

● প্রথম পাতার পর

বাসিন্দা ছিলেন স্বর্ণা। দালালের সহযোগিতায় বাবা রেবতী দাস ও মা রাণী দাসকে সাথে নিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের চেষ্টায় ছিলেন ওই নাবালিকা। কিন্তু, বিজিবি-র নজরে পড়তেই বেঘোরে প্রাণ গেল তাঁর। সূত্রের দাবি, অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম নজরে আসতেই বিজিবি গুলি ছুড়েছে। তাতে, স্বর্ণা দাস গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ বাঁচাতে ভারতের দিকে ছুটে গেছে। কিন্তু, সীমান্তের খুব কাছাকাছি এসেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। এদিকে, তাঁর বাবা ও মা প্রাণ বাঁচিয়ে বাংলাদেশের দিকে ছুটেছেন।

ব্যাঙ্কগুলি

● প্রথম পাতার পর

সাংবাদিক সম্মেলনে অর্থ সচিব জানান, সভায় বিভিন্ন দপ্তরের সচিবগণ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ব্যাঙ্ক কর্তপক্ষের সামনে তুলে ধরেন। কৃষি দপ্তরের ক্ষেত্রে কৃষকদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ মূল্যায়ন চলছে যা এক সপ্তাহের মধ্যে ব্যাঙ্কগুলিকে জানিয়ে দেওয়া হবে। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর এবং মৎস্য দপ্তরের সচিব জানান, এই বন্যায় দপ্তরের বিপুল সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে যা নিরুপণ করে ব্যাঙ্কগুলিকে জানানো হবে। এছাড়াও সমাজ কল্যাণ সমাজ শিক্ষা দপ্তর, শিক্ষা দপ্তর, গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা, নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তারাও তাদের নিজ নিজ দপ্তরের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ব্যাঙ্ক কর্তপক্ষের সামনে তুলে ধরেন। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, গ্রপ ইনসুরেন্স ইনস্টিটিউশনাল ফাইনেন্স অধিকর্তা রাখী বিশ্বাস, এসএলবিসি কনভেনার ঋতুরাজ কৃষ্ণা প্রমুখ।

দুষ্কৃতিকারীদের হামলা

● প্রথম পাতার পর

এবং গৌরব ভট্টাচার্য্য নেশা সামগ্রী বিক্রয়ের সাথে জড়িত রয়েছে। সব্জি বাগানের বাউন্ডারী নিয়ে ঝামেলাকে কেন্দ্র করে গতকাল রাতে সৌরভ এবং গৌরব ভট্টাচার্য্য দলবল নিয়ে বিবেকানন্দ দাসের বাড়িতে আক্রমণ চালায় দুষ্কৃতিকারী।তাতে গুরুতর আহত হয়েছেন বাড়ির মালিক। পাশাপাশি, বাড়ির পরিবারের সদস্যদের বাথরুমে আটকে রাখা হয়েছিল বলেও অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে আগরতলা কলেজ টিলা ফাঁড়ি সহ পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। ওই ঘটনায় অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন পরিবারের সদস্যরা।

অংশ

● প্রথম পাতার পর

ধরে নিখোঁজ, তারা প্রাথমিকভাবে ধারনা করছেন ওই কঙ্কালগুলি ওই ব্যক্তিরই।

এক ব্যক্তির

● প্রথম পাতার পর

পারিবারিক কাহিনী ঝগড়াঝাটি প্রত্যেকের জানা। কিন্তু এভাবে একজন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে তা কেও কল্পনা করেনি। তাই এলাকা জুড়ে শোকের আবহ নেমে এসেছে।

াঙ্গন

লীগ ফুটবলে ফরোয়ার্ডকে দুই গোলে হারিয়ে গুরুত্বপূর্ণ জয় ব্লাডমাউথের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টানা জয় ব্লাডমাউথ ক্লাবের। তাও শক্তিশালী ফরোয়ার্ড ক্লাবকে দুই গোলে হারিয়ে। প্রথম ম্যাচে জুয়েলস এসোসিয়েশন কে ন্যূনতম গোলে হারানোর পর আজ, সোমবার গতবারের রানার্স আপ দল ফরোয়ার্ড ক্লাবকে দুই গোলে হারিয়ে পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে। শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল এ-ডিভিশন সিনিয়র ক্লাব লিগে জয়ের দ্বারা অব্যাহত রাখলো ব্লাডমাউথ ক্লাব।

লিগে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে গতবছরের লিগ রার্নাস ফরোয়ার্ড ক্লাব কে পরাজিত করলো ব্লাডমাউথ। সোমবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বেলা তিনটায় টিএফএ আয়োজিত আসরের চতুর্থ দিনের প্রথম ম্যাচে খেলতে নামে ব্লাডমাউথ ক্লাব ও ফরোয়ার্ড ক্লাব। ম্যাচটি ২-০ গোলের ব্যবধানে ফরোয়ার্ড ক্লাব কে পরাজিত করে ব্লাডমাউথ ক্লাব।

ম্যাচে ব্লাডমাউথ ক্লাবের হয়ে প্রথম গোলটি করে খেলার ৫ মিনিটের মাথায় আর.কে চিরঞ্জন সিং। দ্বিতীয়ার্ধের ১১ মিনিটের মাথায় ব্লাডমাউথ ক্লাবের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করে সুকান্ত জমাতিয়া। ম্যাচে সেরা ফুটবলার হিসেবে নির্বাচিত হয় ব্লাডমাউথ ক্লাবের ফুটবলার জিষ্ণু. পি।

তবে খেলায় অসদাচরণের দায়ে বিজয়ী ব্লাডমাউথের শান্তি কুমার সিংকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন।

ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি সত্যজিৎ দেব রায়, অরিন্দম মজুমদার, অসীম বৈদ্য ও তপন কুমার নাথ। দিনের খেলা: বিকেল তিনটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে টাউন ক্লাব বনাম জুয়েলস এসোসিয়েশন।

খেলাধুলার মানোন্নয়নে তৃনমূলস্তরে জোর তিন মাস পর পর্যালোচনা বৈঠক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথমত তৃণমূল স্তর থেকে খেলোয়াড়দের তুলে আনতে হবে প্রশিক্ষণ মূলত শহরকেন্দ্রিক না করে উৎস স্থলে খেলোয়াড়দের তালিম দিতে হবে বৈধ সংগঠন গুলোকে পুরোপুরি দায়িত্ব নিতে হবে পর্যালোচনা বৈঠক করতে হবে তিন মাস পর গুরুত্বপূর্ণ সরকারি বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগামীকাল। মূলতঃ রাজ্যের খেলাধুলার উন্নয়ন ও বর্তমান সার্বিক পরিস্থিতি পাশাপাশি ক্রীড়া বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আগামীকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়ের পৌরহিত্যে ক্রীড়া দপ্তরের এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আগামীকাল সকাল দশটায় শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে কনফারেন্স হল-এ অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্যের খেলাধুলার উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয় হচ্ছে এক্ষেত্রে অন্যতম বিশেষ এজেন্ডা। একক আলোচ্য বিষয়ের প্রেক্ষাপটে রাজ্যের খেলাধুলার সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ক্রীড়া মন্ত্রী অবগত হবেন বলে কথা রয়েছে। রাজ্য ক্রীড়া দপ্তরের সমস্ত জেলা দপ্তর গুলির অফিসারদের সঙ্গেও মুখোমুখি কথা বলে জেলা এবং মহকুমা স্তরের খেলাধুলার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জানবেন। একই সঙ্গে রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদ পরিচালিত সমস্ত ইভেন্টের অ্যাসোসিয়েশন গুলোর মুখ্য কর্মকর্তাদের সাথেও খেলাধুলার বর্তমান পরিস্থিতি, এমন কি সাফল্যের পাশাপাশি ব্যর্থতা সহ সমস্ত বিষয় নিয়েই আলোচনা করবেন। দীর্ঘক্ষণ আলোচনার উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বেলা ১১ টার পরিবর্তে ১ ঘন্টা এগিয়ে সকাল দশটা থেকে শুরু করা হবে বলে দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে।

মাস্টার্স স্পোর্টস উইংয়ে শেফালী বর্ধন ও জবা পাল দত্ত সংবর্ধিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ব্রোঞ্জ পদক জয়ী শেফালী বর্ধনকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। সঙ্গে সংবর্ধিত হয়েছেন ষষ্ঠ স্থান অধিকারী জবা পাল দত্ত। মাস্টার্স স্পোর্টস উইং আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিশ্ব মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়ন শিপে সাফল্য অর্জনকারী শেফালী বর্ধন এবং জবা পাল দত্তকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। সুইডেনে সদ্য সমাপ্ত ওয়ার্ল মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে মহিলাদের ৭৫ বছর বিভাগে ত্রিপুরার শেফালী বর্ধন দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে রিলে দৌড়ে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন। সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে মাস্টার্স স্পোর্টস উইংয়ের কার্যনির্বাহী সভাপতি আশীষ কর, সহ-সভাপতি বিকে নলিনী দেবনাথ, সাধারণ সম্পাদক প্রিয় লাল সাহা, কোষাধ্যক্ষ অমিয় কুমার দাস, জয়ন্ত দেব সহ অন্যান্য কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠান শেষে সংস্থার বিশেষ বৈঠকে আগামী নভেম্বর মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় মাস্টার্স স্পোর্টস মিটে ত্রিপুরা থেকে খেলোয়াড়রা অংশ নেবে বলে স্থির হয়েছে। এ বিষয়ে সবাইকে সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, জাতীয় আসরে সাফল্য অর্জনকারীরা ২০২৫-এর জানুয়ারিতে শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠেয় ওয়ার্ল অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবেন বলে জানানো হয়েছে।

বলা বাহুল্য, শনিবার বিকেলে সুইডেন থেকে আন্তর্জাতিক সফর শেষে বর্ষিয়ান খেলোয়াররা আগরতলায় পৌছুলে মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে রেল স্টেশনেই উষ্ণ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

অনূর্ধ ১৭ বাস্কেটবল পশ্চিম জেলা দল ঘোষণা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল পরিচালিত রাজ্যভিত্তিক অনূর্ধ ১৭ বালক ও বালিকাদের অংশ নেওয়ার জন্য পশ্চিম জেলার দল ঘোষণা করা হয়েছে। আগরতলা অভয়নগর কবি নজরুল বিদ্যাভবনে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী জেলা ভিত্তিক আসর থেকে চূড়ান্ত করা হয়েছে রাজ্যভিত্তিক আসরের জন্য দল। সোমবার অনূর্ধ ১৭ বালিকা বিভাগের ফাইনাল ম্যাচে অংশ নেয় গোমতি জেলা ও সিপাহীজলা। তাতে গোমতি জেলা ৫-৮ ব্যবধানে জয় পেয়ে জেলাভিত্তিক আসরে চ্যাম্পিয়ন হয়। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ স্কোর করেন অঙ্কিতা দেবনাথ। অপরদিকে বালক বিভাগে পশ্চিম জেলা ১৯-১২ ব্যবধানে গোমতী জেলাকে হারিয়ে জেলাভিত্তিক সেরা হয়। তাতে যদি দলের পক্ষে সর্বোচ্চ স্কোর করেন অভিনব আচার্য। এদিন চূড়ান্ত লড়াইয়ের শেষে বালক ও বালিকা বিভাগে ১০ জন করে খেলোয়ারকে নিয়ে জেলাভিত্তিক দল গঠন করা হয়।উভয় বিভাগেই স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রাখা হয়েছে আরও তিনজন করে খেলোয়ারকে।

শান্তির বাজারে বিভিন্ন ইভেন্টের ক্রীড়া আসর

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। রাজ্য সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্দ্যোগে বেতাগা সাইনবোর্ড এলাকায় অনুষ্ঠিত হলো এবার জেলাভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা।

মূলত যুব সমাজকে নেশার কড়াল গ্রাস থেকে মুক্ত রাখতে ও যুব সমাজের শারিরিক ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে কাজ করছে ক্রীড়াদপ্তর।শান্তির বাজার মহকুমার ক্রীড়া দপ্তরের ইয়ুথ পোগ্রাম অফিসার সজল চক্রবর্তী ও মহকুমার ক্রীড়া সচিব চন্দন দাসের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় যুবকরা প্রতিনিয়ত নানান খেলাধূলায় অংশ গ্রহন করছে। এরই মধ্যে এই দুইজনের প্রচেষ্টায় সোমবার শান্তির বাজার মহকুমার বেতাগ সাইবোর্ড এলাকায় স্পোর্টস অফিস সংলগ্ন জেলাভিত্তিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়।এই প্রতিযোগীতায় দক্ষিন জেলার তিনটি মহকুমা থেকে একটি করে পুরুষ ও মহিলা দল অংশগ্রহন করে। ভলিবল এবং হেন্ডবল এই দুইটি ইভেন্টের মধ্যে খেলা অনুষ্ঠিত হয়।এরমধ্যে ভলিবলে একটি করে পুরুষ ও মহিলা দল এবং হেন্ডবলে একটি করে পুরুষ ও মহিলা দল মনোনীত হয় রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহন করার জন্য।

এই ক্রীড়া প্রতিযোগীতার আনুষ্ঠানিকভাবে শুভসূচনা করেন শান্তির বাজার পুর পরিষদের চেয়ারম্যান সপ্না বৈদ্য। উদ্ভোধকের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা সহ ক্রীড়া দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা। ক্রীড়া দপ্তরের উদ্দ্যোগে আয়োজিত এই খেলায় অংশ গ্রহনকারী যুবক যুবতীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা লক্ষ্য করা যায়।

প্যারালিম্পিক ২০২৪: যোগেশ কাঠুনিয়া পুরুষদের ডিসকাস থ্রোতে রৌপ্য পদক জিতেছেন

প্যারিস, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সোমবার স্ট্যাডে ডি ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত প্যারিস প্যারালিম্পিকের প্যারা-অ্যাথলেটিক্স পুরুষদের ডিস্কাস এফ ৫৬ ফাইনালে যোগেশ কাঠুনিয়া রৌপ্য পদক জিতেছেন। ২৭ বছর বয়সী যোগেশ এই ইভেন্টে ৪২.২২ সেরা থ্রো করেছিলেন, যা ছিল তার মরসুমের সেরা।

ব্রাজিলের ক্লাউডিনি বাতিস্তা ডস সান্তোস ৪৬.৮৬ মিটার প্যারালিম্পিক রেকর্ডের সাথে সোনা জিতেছেন। আর গ্রিসের কনস্টান্টিনোস জুনিস ৪১.৩২ এর সেরা থ্রোতে ব্রোঞ্জ জিতেছেন এবং স্লোভাকিয়ার দুসান ল্যাজকো ৪১.২০ মিটার থ্রোতে চতুর্থ স্থানে আছেন। যোগ্যতা অর্জন করেও ফাইনালে অংশ নেননি সার্বিয়ার নেবোজসা ডুরিক।

ঘরের মাঠে চেলসি পয়েন্ট নষ্ট করেছে ক্রিস্টাল প্যালেসের বিরুদ্ধে

স্টামফোর্ড, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ঘরের মাঠে চেলসি পয়েন্ট নষ্ট করেছে ক্রিস্টাল প্যালেসের বিরুদ্ধে। রবিবার স্টামফোর্ড ব্রিজে প্রিমিয়ার লিগের খেলায় ক্রিস্টাল প্যালেসের মুখোমুখি হয়েছিল চেলসি। সেই ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়। প্রথমার্ধে নিকোলাস জ্যাকসনের গোলে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা। দ্বিতীয়ার্ধে এবেরেচি এজের গোলে সমতায় ফেরে সফরকারীরা।

ক্রিস্টাল প্যালেসের গোলে মোট ১৩টি শট নিয়েছিল চেলসি। তার মধ্যে ৭টি লক্ষ্যে রেখে একটি গোল পেয়েছে তারা। অন্যদিকে সফরকারীরা গোলে ৯টি শট নিয়ে ৩টি লক্ষ্যে রেখে একটি গোল পেয়েছে।

এই ড্রয়ে এবারের লিগে প্রথম পয়েন্টের দেখা পেল ক্রিস্টাল প্যালেস। আগের দুটি ম্যাচেই হেরেছে তারা। ৩ ম্যাচে ১ ড্র ও ২ হারে ১ পয়েন্ট নিয়ে ১৬ নম্বরে আছে দলটি। আর এই ম্যাচ ড্র করায় চেলসি ৩ ম্যাচ থেকে ৪ পয়েন্ট নিয়ে ১১ নম্বরে রয়েছে।

ফের অঘটন ইউএস ওপেনে, শেষ ষোলো থেকে বিদায় কোকো গফের

নিউইয়র্ক, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সোমবার নিউইয়র্কের ফ্লাশিং মিডোসের আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে আবার অঘটন। গত বছরের ইউএস ওপেনের নতুন রানি হয়েছিলেন কোকো গফ। এক বছর পর আরেক সেপ্টেম্বরের একই আসর থেকে তাকে বিদায় নিতে হল শেষ ষোলো থেকে। স্বদেশি এমা নাভারোর কাছে মার্কিন টেনিস তারকা গফ হেরে গেলেন ৬—৩, ৪—৬, ৬—৩ গেমে।

এই হারে ইউএস ওপেনের চতুর্থ রাউন্ড থেকেই বিদায় নিতে হল গফকে। তারকাদের ব্যর্থতার তালিকায় গফ এবার নাম লেখালেন কিংবদন্তি নোভাক জকোভিচ ও কার্লোস আলকারাজের পাশে।

সোমবার লখনউতে মুখোমুখি ইস্টবেঙ্গল—মোহনবাগান

লখনউ, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সোমবার লখনউতে খেলাধুলার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হতে চলেছে। এদিন ভারতীয় ফুটবলের দুই নামী দল ইস্টবেঙ্গল --- মোহনবাগান প্রথমবারের মতো খেলতে নামছে লখনউ শহরে।

এখনও পর্যন্ত মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল ভারতের ২২টি শহরে ৩৪০টি ম্যাচে খেলেছে। খেলা হয়নি শুধু উত্তরপ্রদেশের লখনউ শহরে। সেই শহরের মানুষ এদিনই প্রথমবার এই দুই প্রধানের লড়াই উপভোগ করতে চলেছেন।

লখনউতে কেডি সিংহ বাবু স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা ৬.৩০টা থেকে লখনউ শহরের হাজার হাজার ক্রীড়াপ্রেমী এই ম্যাচের সাক্ষী থাকবেন। তবে দুই প্রধানের রিজার্ভ দল এই ম্যাচ খেলতে নামবে।

এই ম্যাচ আয়োজন করছে সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থা। সহায়তা করছে উত্তর প্রদেশের ফুটবল সংস্থা। এই ম্যাচের পর উত্তর প্রদেশের ৭৫টি জেলার স্কুলগুলিকে ফুটবলে উৎসাহিত করার জন্য ৯৬,৪৫৫টি ফুটবল দেবে এআইএফএফ।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ

চিফ মিনিস্টার্স ওয়ার রুমে মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর ।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সভাপতিত্বে আজ আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফরমেশনের চিফ মিনিস্টার্স ওয়ার রুমে আয়োজিত সভায় আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সহ বিভিন্ন বিভাগে ফ্যাকাল্টি নিয়োগ, পিএম-ডিভাইন প্রকল্পে নির্মীয়মান কলেজ বিল্ডিং-এর বর্তমান অবস্থা, ২৫০ আসন বিশিষ্ট বয়েজ ও গার্লস হোস্টেল নির্মাণ, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি, কলেজের জন্য ডেন্টাল ভ্যানের ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় ডেন্টাল কলেজের বিভিন্ন বিষয়ের পর্যালোচনা করে মুখ্যমী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজের সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে ডেন্টাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার যে নিয়মনীতি ও নির্দেশিকা রয়েছে তা অনুসরণ করেই সমস্ত কাজ করতে হবে। বিভিন্ন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে পিআরটিসি বাধ্যতামূলক করতে হবে। তবে কোনও পদের যোগ্য প্রার্থী রাজ্যে পাওয়া না গেলে পিআরটিসির ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। ডেন্টাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার কলেজ পরিদর্শন করার পূর্বেই সমস্ত উদ্যোগ কার্যকর করার উপর মুখ্যমী গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজের পঠন-পাঠন সহ পরিকাঠামোগত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করেন। সভায় এছাড়াও আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষা প্রফেসর (ডা.) শালু রাই, আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডা. তপন মজমদার, ত্রিপুরা হেলথ সার্ভিসের অধিকর্তা ডা. সঞ্জীব দেববর্মা, আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. শঙ্কর চক্রবর্তী, পূর্ত দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার রাজীব দেববর্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মৈত্রী সংসদের শিক্ষাগুরু সম্মাননা

আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। মহান শিক্ষক দিবস উপলক্ষে আগামী পাঁচই সেপ্টেম্বর শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক সর্বপল্লী ড় রাধাকৃষ্ণানের ১৩৯ তম জন্মদিন তথা ৬৩তম জাতীয় শিক্ষক দিবস পালন করতে চলেছে মৈত্রী সংসদ। রবীন্দ্র পরিষদের দক্ষিণীগৃহে ওই দিন বিকেল পাঁচটা থেকে অনুষ্ঠান শুরু।একনিষ্ঠতা ও সুকৃতির জন্য সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ১২ জন শিক্ষাগুরুকে 'শিক্ষাগুরু সম্মাননা' জ্ঞাপন করা হবে।সংসদের পক্ষে এদিন যাদের হাতে সম্মাননা তুলে দেয়া হবে ক্রমান্বয়ে তারা হলেন রামঠাকুর কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ড়কানাইলাল ভৌমিক, অধ্যাপক বিভূতি ভূষন পালিত, অধ্যাপক ড় মুজাহিদ রহমান, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষিকা মীনাক্ষী ভট্টাচার্য, প্রাক্তন শিক্ষক গৌরাঙ্গ চন্দ্র দেবনাথ, সমাজ শিক্ষা দপ্তরের শিক্ষিকা অপর্ণা ভট্টাচার্য, ক্রীড়াবিদতথা অ্যাথলিট মিনতি পাল, কম্পিউটার শিক্ষক বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী, কারু ও চারুকলা শিক্ষক নির্মল দেব, সঙ্গীতগুরু অমর ঘোষ, নৃত্যগুরু চিন্ময় দাস এবং তবলা শিল্পগুরু চিরদীপ গাঙ্গুলি। মহতী এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড় দেবব্রত দেবরায়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা ড় শর্মিষ্ঠা ব্যানার্জী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করবেন বাচিকশিল্পী নন্দিতা ভট্টাচার্য। এই অনুষ্ঠানে সকলের সানুগ্রহ উপস্থিতি কামনা করছেন অনুষ্ঠানের যুগ্ম আহ্বায়ক কৌশিক ভৌমিক এবং টিঙ্কু সাহা।

বেহাল রাস্তা, সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২ সেপ্টেম্বর: রাস্তার বেহালদশার কারণে প্রতিদিন হচ্ছে দুর্ঘটনা। এমনকি এই দুর্ঘটনার কারণে বিগত দিনে এ রাস্তায় প্রাণহানিও ঘটেছে। এরই মধ্যে গতকাল রাতে রাস্তার বেহাল অবস্থায় খাদে পড়ে দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন এক বাইক চালক। তারই রেশ ধরে সোমবার সকালে পথ অবরোধে নামে স্থানীয় জনগণ। ঘটনা ধর্মনগরের কৃষ্ণপুর স্কুলের সম্মুখে। প্রসঙ্গত কৃষ্ণপুর স্কুলের সম্মুখ দিয়ে ধর্মনগর থেকে পানিসাগর যাতায়াতের মূল রাস্তাটি দীর্ঘদিন থেকে জরাজীর্ণ আকার ধারণ করেছে। ধর্মনগর থেকে পানিসাগর দীর্ঘ ১৫ কিলোমিটারের এই রাস্তার অধিকাংশ এলাকায় রাস্তা ভেঙ্গে ভেঙ্গে বিশাল বিশাল গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে ধর্মনগর থেকে পানিসাগর কিংবা পানিসাগর থেকে ধর্মনগরে আসা বাইক থেকে শুরু করে যেকোনো যানবাহন দুর্ঘটনার কবলে পরছে প্রতিদিন। কখনো গর্ত থেকে যানবাহনকে রক্ষা করতে মুখোমুখি সংঘর্ষ হচ্ছে। আবার কখনো গর্ত থেকে বাইক বাঁচাতে নিজেরাই দুর্ঘটনায় কবলে পরছে।এই জরাজীর্ণ অবস্থা নিয়ে বহুদিন থেকে ধর্মনগর পানিসাগর রোডের চলাচলরত উভয়ের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছিল। এরই মধ্যে গতকাল রাতে পানিসাগরের মহকুমার উপাখালির বাসিন্দা রাজেশ দাস ধর্মনগর থেকে বাড়ি ফেরার পথে রাত সাড়ে নটা নাগাদ কৃষ্ণপুর স্কুলের সম্মুখে এসে রাস্তার বেহাল দশার কারণে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।এই রেশ ধরে আজ সকাল সাড়ে নটায় কৃষ্ণপুর স্কুলের সম্মুখে শুরু হয় পথ অবরোধ।দীর্ঘক্ষণ চলে পথ অবরোধ।অবশেষে প্রায় দু- ঘন্টা পর ঘটনাস্থলে পৌঁছান পানিসাগর মহকুমার পূর্ত দপ্তরের এসডিও অলক দাস সাথে ছিলেন সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার দিব্যজ্যোতি নাথ ও জয়ন্ত বিকাশ ধর। আগামী কাল থেকেই এ রাস্তা সারাই এর কাজ ধরা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলে স্থানীয়রা পথ অবরোধ প্রত্যাহার করে।

অবরোধ অটো চালকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: দীর্ঘ দিন যাবৎ রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসছেন অটো চালকরা।কিন্তু সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না প্রশাসন। অবশেষে আজ সকালে কুলুবাড়ি এলাকায় সোনামুড়া-বক্সনগর সড়ক পথ অবরোধ করেন অটো চালকরা। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। প্রসাশন আধিকারিকরা আশ্বাস দিয়েছেন ওই এলাকায় অতিসত্বর রাস্তা সংস্কার করা হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ করেন অটোচালকরা। অভিযোগ, দীর্ঘ দিন ধরে সোনামুড়া থেকে বক্সনগর পর্যন্ত রাস্তার বেহাল দশায় পরিণত হয়ে রয়েছে।ফলে যানবাহন নিয়ে চলাচল করতে চালকদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছেন। এ বিষয়ে একাধিকবার নগর পঞ্চায়েতে অভিযোগ জানানো হলেও সমস্যা সমাধানে কোনো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। অবশেষে বাধ্য হয়ে আজ সড়ক অবরোধে সামিল হয়েছেন তাঁরা। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছে প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা। তাঁরা অবরোধকারীদের সাথো কথাবার্তা বলেন।

ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক রিটায়ার্ড স্টাফ এসোসিয়েশনের পঞ্চম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন ৮ সেপ্টেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক রিটায়ার্ড স্টাফ এসোসিয়েশনের পঞ্চম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন আগামী ৮ সেপ্টেম্বর রবিবার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত স্টুডেন্ট হেলথ হোমে সকাল ১০ টা থেকে শুরু হবে। এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রাধা মোহন সিনহা জানিয়েছেন, সম্মেলনকে সর্বাত্মক সফল করে তোলার লক্ষ্যে সমীর রঞ্জন ভট্টাচার্য্যকে চেয়ারম্যান ও সুধা রঞ্জন সূত্রধরকে কনভেনর করে একটি শক্তিশালী প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক কর্মচারী সমিতি, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক অফিসার্স ইউনিয়ন ও ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক রিটায়ার্ড স্টাফ এসোসিয়েশনের সকল কার্যকরী সদস্য-সদস্যাগণ এই প্রস্তুতি কমিটির সাধারণ সদস্য। তিনি আরও জানিয়েছেন, সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন রাজ্যের প্রখ্যাত শিল্পী তথা ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী নেতৃত্ব পান্না লাল দত্ত। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন এনএফ আরআরআরবিএস-এর সাধারণ সম্পাদক গণপতি হেগরে, প্রধান বক্তা এনএফআরআরবিও-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল সঈদ খাঁন এবং বিশেষ অতিথি এনএফআরআরআরবিএফ-এর সাধারণ সম্পাদক জিবেশ চক্রবর্তী উপস্থিত থাকবেন। এছাড়াও থাকবেন রাজ্যস্তরের বিভিন্ন ব্যাংকের কর্মচারী নেতৃত্ব।

৫ অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী নাগরিক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২ সেপ্টেম্বর: কাজের সন্ধানে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে আটক পাঁচ বাংলাদেশী নাগরিক। তবে ধৃতরা জানায় তারা জিরানিয়া থেকে ট্রেনে করে বহিঃরাজ্যে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ধর্মনগর এসেছিল। সেখানে রবিবার রাতে তাদেরকে আটক করা হয়েছে।

গত শনিবার বাংলাদেশের ঢাকা থেকে মাধবপুর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে পাঁচ বাংলাদেশী নাগরিক ভারতে প্রবেশ করে। পরে তারা জিরানিয়া রেল স্টেশনে আসে বহিঃরাজ্যে কাজের সন্ধানে যাওয়ার জন্য। তখন ট্রেনে করে তারা ধর্মনগর এসে নেমে পড়ে। এরপর বিএসএফ জওয়ানরা তাদের পাকড়াও করে। কিন্তু অপরদিকে জওয়ানরা জানায়, বৈটাংবাড়ি সীমান্ত এলাকায় ধৃতদের পাকড়াও করেছে বলে। এ নিয়ে পুলিশের মনে বিভিন্ন সন্দেহের দানা বাঁধছে।

ধৃতরা আরো জানায়, বাংলাদেশের ইব্রাহিম নামে এক দালাল ভারতের অপর দালালের সঙ্গে কথা বলে টাকার বিনিময়ে তাদের সীমান্ত পার করে দেয়। ধৃত পাঁচজনের নাম সোহেল মিয়া (২৬) ফারজানা বেগম (২৩) পেয়ারা বেগম (২৮) সারানা গাজী (৩২) ও সুমি শেখ (১৭)। তাদের বাড়ি বাংলাদেশের ঢাকা ও খুলনা জেলায়। তারা জানায় ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫০০ টাকার বিনিময়ে ভারতে প্রবেশ করে।

তাদের ত্রিপুরার কোন জায়গা পরিচিত না থাকায় জিরানিয়া সহ ধর্মনগরে অযথা ঘুরাঘুরি করতে থাকে। যার কারণেই সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে তারা। নতুবা অনাহাসেই ত্রিপুরা থেকে বহিঃরাজ্যে তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যেতো। এভাবে অবৈধ বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গার ছড়াছড়ি রয়েছে ত্রিপুরায়। ত্রিপুরাকে করিডোর বানিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে তারা অনায়াসে প্রবেশ করছে। এতে যেমন সীমান্তরক্ষী বাহিনী নজর দিচ্ছে না তেমনি জেলা প্রশাসনও উদাসীন রয়েছে। তবে প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার উপরও। তাদের কাছে এ ধরনের কোন খবরই থাকেনা।

ওএনজিসির এসিসি লজিস্টিক ম্যানেজারের অনৈতিক কার্যকলাপে প্রতিবাদে সামিল শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: ওএনজিসির এসিসি লজিস্টিক ম্যানেজারের অনৈতিক কার্যকলাপের প্রতিবাদ জানিয়ে সোমবার ওএনজিসির গেটের পাশে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে গাড়ি চালকরা।

শ্রমিকদের শোষণ করে চলছে এসিসি লজিস্টিক ম্যানেজার অসীম দত্ত, এমনটাই অভিযোগ। ওএনজিসির অধীনে এসিসি লজিস্টিকের মাধ্যমে গাড়ি দিয়ে মাল আনা নেওয়া হয়। কিন্তু সেই সমস্ত ড্রাইভাররা মাসিক বেতন পাওয়ার পর থেকেই ১০ হাজার টাকা দেবার জন্য তাদেরকে চাপ সৃষ্টি করে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার ওএনজিসি গেইটের পাশে প্রতিবাদ জানান তারা। অবিলম্বে এক ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের শামিল হবে বলে জানিয়েছে।

দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২ সেপ্টেম্বর: দুটি গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয় এক জন। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার দুপুরবেলা বিশালগড় থানার অন্তর্গত রাস্তারমাথা এলাকায় ৮ নং জাতীয় সড়কে। মারুতি ইকো গাড়ি এবং বেলেনো গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটে দুর্ঘটনাটি। এতে চালক প্রসেনজিৎ ঘোষ অল্পেতে রক্ষা পেয়েছে। রক্ষা পেয়েছে দুটি গাড়ির মধ্যে থাকা অন্যান্য যাত্রীরাও। এই ঘটনায় কিছুক্ষণের জন্য জাতীয় সড়কে সৃষ্টি হয় যানজটের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বিশালগড় থানার পুলিশ।গাড়ির চালক প্রসেনজিৎ ঘোষ জানিয়েছেন তারা কমলা সাগর কসবা মায়ের মন্দিরে যাওয়ার পথে ঘটে এই দুর্ঘটনা। তবে মায়ের আশীর্বাদে বড় ধরনের কিছু হয়নি। প্রসেনজিৎ তার মাথায় আঘাত পেয়েছে। তাকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে।

বিদ্যালয়ে দেরিতে আসার কারনে স্কুল গেইটে তালা ঝুলালো বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২ সেপ্টেম্বর: বিদ্যালয়ে দেরিতে আসার কারনে স্কুল গেইটে তালা ঝুলালো বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক। সোমবার সকাল ১০ ঘটিকার পর শান্তির বাজার দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয়ের সামনে ছাত্র ও শিক্ষকের ভিড় লক্ষ্য করা যায়।

জানাযায় বিদ্যালয়ে যেসকল ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা সকাল ১০ ঘটিকার পর বিদ্যালয়ে এসেছে তাদেরকে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগের প্রধানশিক্ষক জানান সকলকে বিগতদিনেও স্কুল সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সহযোগীতা চেয়েছেন। সকলকে সময়মতো বিদ্যালয়ে আসার জন্য জানানো হলেও অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকারা বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলে নিজ খেয়ালখুশি মতো আসেন।

অবশেষে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সর্বসন্মতিক্রমে সোমবার ১০ ঘটিকার পর বিদ্যালয়ের গেইটে তালা ঝুলানো হয়। এতে করে যে সকল শিক্ষক শিক্ষিকারা দেরিতে এসেছেন উনাদের কাছে বিদ্যালয়ে দেরিতে আসার কারন জানাতে চাইলে উনারা রাস্তা খারাপ হবার অজুহাত দেখাচ্ছেন। উনারা জানান শান্তিরবাজার বিলোনিয়া রাস্তা খারাপ হবার কারনে উনাদের দেরি হয়েছে। ছাত্র ছাত্রীরা জানান বিদ্যালয়ে প্রবেশ না করতে পেরে সকলকে বৃষ্টিতে ভিজতে হয়েছে। শান্তির বাজার দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয়ের এই ধরনের সিদ্ধান্তকে সকলে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

শিক্ষার মান উন্নয়নে এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহন করায় সকলে স্কুল কতৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সকলে আশাবাদী আজকের দিনের পর বিদ্যালয়ে আসারক্ষেত্রে সকলে সময়ের প্রতি বিশেষভাবে নজর দেবে।

বিএড এবং ডিএলএড উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণের দাবিতে শিক্ষা ভবনে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: বিএড এবং ডিএলএড উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার নোটিফিকেশন দিতে এবং পরীক্ষা গ্রহণের দাবিতে সোমবার দুপুরে আগরতলায় শিক্ষা ভবনের সামনে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন চাকরিপ্রার্থী বেকার যুবক যুবতীরা। রাজ্যে বেশ কিছু সংখ্যক বিএড এবং ডি এল এড উত্তীর্ণ বেকার রয়েছে। তাদের পরীক্ষার নোটিফিকেশন জারি করতে এবং পরীক্ষা গ্রহণ করতে রাজ্য সরকার এবং শিক্ষা দপ্তর কোন ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে না। ফলে সংশ্লিষ্ট বেকারদের মধ্যে হতাশা বাড়ছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিএড এবং ডিএলএড উত্তীর্ণ বেকাররা টেট ১, টেট২ এবং এসটিজিটি পরীক্ষার নোটিফিকেশন জারি করতে এবং তাদের পরীক্ষা গ্রহণ করার দাবিতে সোমবার শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। অবিলম্বে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

রাজ্যে বন্যা পরবর্তী ৩৫৬৩৯ পরিবারের ৪৯৪৬৬ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে বন্যা পীড়িতদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছে স্বাস্থ্য দপ্তরের চিকিৎসকসহ সমস্ত স্তরের কর্মচারীরা। চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা ৩১ আগস্ট পর্যন্ত মোট ১,৫৬৪ বার ত্রাণ শিবিরগুলিতে পরিদর্শন করেছেন। সারা রাজ্যে মোট ২,২০৪ টি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়, যাতে ২২,৩১২ জন পুরুষ, ১৬,৮১২ জন মহিলা ও ৯,৮৫০জন শিশুসহ মোট ৪৮,৯৭৪ জন চিকিৎসা পরিষেবা লাভ করেছেন। বন্যায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন গ্রামগুলোতে উত্তাল নদী নৌকা দিয়ে পেরিয়ে, বুক জল পায়ে হেঁটে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীরা পৌঁছে যাচ্ছেন।প্রবল বর্ষণ, দুর্গম রাস্তাঘাট পেরিয়ে স্বাস্থ্যকর্মীরা দায়বদ্ধতা নিয়ে পথ চলছেন। পৌঁছে যাচ্ছেন জলমগ্ন এলাকাগুলিতে। ত্রাণ শিবিরে হাজার হাজার মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাদের কাছে মেডিকেল টিম পৌঁছে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র প্রদান করছেন। জলবাহিত রোগ ও পতঙ্গবাহিত রোগ সম্পর্কে তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই বন্যা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে ৩৫,৬৩৯ টি পরিবারের মোট ৪৯, ৪৬৬ জনকে(পুরুষ-২৩,৩৯১, মহিলা— ১৯,০৫২ এবং শিশু-৭, ০২৩) স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। বন্যা কবলিত এলাকাতে স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে মোট ৭৩৯ ব্যাগ ব্লিচিং পাউডার বিতরণ করা হয়। দপ্তর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ২০০০ ব্যাগ ব্লিচিং পাউডার, ২ লক্ষ ওআরএস প্যাকেট , ২০ লাখ হ্যালোজেন ট্যাবলেট , ১০ লাখ জিঙ্ক ট্যাবলেট এবং জ্বরের ওষুধ, স্কিন লোশন এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে মলম বিভিন্ন এলাকায় বিতরণ করা হবে।

শান্তি সম্প্রীতির বার্তা দিলেন সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী নাগরিক সমাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২ সেপ্টেম্বর: শান্তি সম্প্রীতির বার্তা দিলেন বিশালগড় সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী নাগরিক সমাজ। সোমবার বিকেলে বিশালগড় কড়ুইমুড়া এলাকার আইনজীবী জয়দুল হোসেনের বাড়িতে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে বার্তা দিলেন বিশালগড় ইমাম অরগানাইজেশন সম্পাদক মৌলানা আব্দুল কাদির, সভাপতি মৌলানা দেলোয়ার হোসেন সহ অন্যান্যরা। জানা যায় বেশ কিছুদিন যাবত বিশালগড় মহকুমা জুড়ে হিন্দুদের ধর্মীয় স্থানে একদল দুষ্কৃতিকারীরা প্রতিনিয়ত আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন। এ সমস্ত ঘটনার জেরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে গোটা বিশালগড় মহকুমা। এদিকে বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব বিশালগড়ের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রশাসনের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রেখে এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখেছেন। অন্যদিকে এ সমস্ত ঘটনায় জড়িত অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের বার্তা দেন। পাশাপাশি হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে যেন কোন রকম রাজনৈতিক উশৃংখল পরিস্থিতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে এক সাংবাদিকের সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে বার্তা দিলেন বিশালগড় ইমাম অর্গানাইজেশনর নেতৃত্বরা। সাংবাদিক তাছাড়া এদিনের সাংবাদিক সম্মেলন উপস্থিত ছিলেন এলাকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃত্বরা।

পুজোর সময় অ - স্বীকৃত ভেন্ডারদের স্টল খোলার অনুমোদন প্রদান করা হবে না , পুরনিগমের এই সিদ্ধান্তে পুনর্বিবেচনা করার জন্য মেয়রকে চিঠি সুদীপের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর : অ-স্বীকৃত ভেন্ডারদের কোনও অবস্থাতেই পুজোর সময় স্টল খোলার অনুমোদন প্রদান করা হবে না। পুরনিগমের এই সিদ্ধান্তে পুনর্বিবেচনা করার জন্য মেয়র দীপক মজুমদারকে চিঠি দিয়েছেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। এদিন শ্রী বর্মণ চিঠিতে লিখেন, গত কয়েকদিন আগে রাজ্যজুড়ে এক ভয়াবহ দুর্যোগ পরিলক্ষিত হয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি জেলা এই দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সাধারণ মানুষ ঘরে ঘরে বন্যার কবলে নিজেদের মতো করে ব্যথিত হয়েছেন। আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি থেকে শুরু করে গ্রামে গ্রামে হাজার-লাখো মানুষ এখনও দুর্ভোগের শিকার। রাজধানীর চিত্রটিও খুব একটা ভিন্ন নয়। শহরের নানা প্রান্তে বহু পরিবার ইতিমধ্যেই দুর্যোগের শিকার হয়েছেন। সম্প্রতি আপনার এক সাংবাদিক সম্মেলন আমাকে ভীষণ ব্যথিত করেছে। মূলত সেই কারণেই এই চিঠির অবতারণা।

এদিন তিনি আরও লিখেন, সাংবাদিক সম্মেলনে বসে, গত কয়েকদিন আগে আপনি স্পষ্ট বলেছেন যে, অ-স্বীকৃত ভেন্ডারদের কোনও অবস্থাতেই পুজোর সময় স্টল খোলার অনুমোদন প্রদান করা হবে না। পুরনিগম এলাকায় কোনও স্টল খোলার প্রয়োজন হলে নিগম কর্তৃপক্ষ তা তদন্ত করবে এবং স্টল খোলার পরিপ্রেক্ষিতে যদি পথচলতি মানুষ, যানবাহন ইত্যাদি চলাচলের অসুবিধা হয় সেই ক্ষেত্রে কোনও প্রকার অনুমতি প্রদান করা হবে না বলেও আপনি সেই সম্মেলনে উল্লেখ করেছেন।তিনি আরও লিখেন, শহর এবং রাজ্যজুড়ে বন্যাকে কেন্দ্র করে খেটেখাওয়া মানুষের মধ্যে যে চরম দুর্ভোগ দেখা দিয়েছে, সেই সময় আপনার স্টল খোলার অনুমোদন প্রদানের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি। পুজোর সময় শত-শত পরিবার শুধুমাত্র খুচরো জিনিস বিক্রির উপর নির্ভরশীল। অস্বীকৃত ভেন্ডারদের সংখ্যা শহরজুড়ে বিভিন্ন এলাকাতেই তখন পরিলক্ষিত হয়। এ বছর বন্যার কারণে এমন হাজারো ভেন্ডাররা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন।

ডেপুটেশন জন অধিকার সংগ্রাম পরিষদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: রানিবাজার, গন্ডাছড়া সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ধর্মীয় বিভাজন সৃষ্টি করার ষড়যন্ত্র চলছে। পাশাপাশি, প্রতিনিয়ত সংখ্যালঘুরা আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। তাই তাদের নিরাপত্তা দাবি সহ ষড়যন্ত্রকারীদের চিহ্নিত করে শান্তির দাবিতে পুলিশ সদর দপ্তরে ডেপুটেশন প্রদান করেছে ত্রিপুরা জনঅধিকার সংগ্রাম পরিষদ।সংগঠনের এক কর্মী জানিয়েছেন, গত ১২ আগস্ট রানীরবাজার কৈতরাবাড়ি এলাকায় কালী মূর্তি ভাঙা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের ৭৫ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২ সেপ্টেম্বর: কৈলাসহরের ঐতিহ্যবাহী রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের ৭৫ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে কৈলাসহরে এক বর্ণাঢ্য রেলি অনুষ্ঠিত হয়।

কৈলাসহরের ঐতিহ্যবাহী রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এক বর্ণময় রেলী অনুষ্ঠিত হয়। কলেজের পক্ষ থেকে উক্ত রেলিতে চারটি ট্যাবলুর এর মাধ্যমে কলেজ যে ১৯৫০ সালের শুরু হয়েছিল এর ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সাথে কলেজে বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা যে যার ট্রেডিশনাল ড্রেস পরে রেলিতে পা মিলিয়েছেন এদিন। এই রেলিকে সর্বাত্মক সুন্দর করে তোলার জন্য আসাম রাইফেল বাহিনীর একটি ব্যান্ড ছিল। সাথে স্থানীয় ব্যান্ড পার্টিও ছিল। রেলিতে কৈলাসহরের বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাগুলি পা মিলিয়েছে। সর্বোপরি কৈলাসহরের পৌর পরিষদের চেয়ারপারসন চপলা দেবরায়, মন্ত্রী টিংকু রায় সহ কৈলাসহরের অনেক বুদ্ধিজীবীরাও এই রেলিতে অংশগ্রহণ করেছেন। রেলী কলেজ থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে আবার কলেজে গিয়ে শেষ হয়েছে।

অতিসত্বর ফল প্রকাশের দাবিতে বিক্ষোভ ফায়ার সার্ভিসে চাকুরী প্রত্যাশীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: ফায়ার কর্মী ও ড্রাইভার নিয়োগের দাবিতে ফায়ার সার্ভিসের সদর দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন চাকুরী প্রত্যাশীরা। পরবর্তী সময়ে ফায়ার সার্ভিসের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর ফল প্রকাশ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হোক।

তাঁদের অভিযোগ, ২০২২ সালে ত্রিপুরা ফায়ার সার্ভিসের ৩২৯টি পদে নিয়োগের জন্য নোটিশ জারি করা হয়েছিল। তার কিছু দিন পর ফিজিক্যাল ও রিটেন পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রায় এক বছর হয়ে গেল এখনো তার ফলাফল প্রকাশ করছে না দপ্তর। সেই বিষয়ে জানতে আগরতলা ফায়ার সার্ভিসের দপ্তরে ডেপুটেশন প্রদান করেছে চাকুরী প্রত্যাশিত যুবককরা। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর ফল প্রকাশ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হোক। পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা যেন এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখেন আবেদন জানিয়েছেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।